উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

স্মৃতির শতরানে সিরিজ ভারতের » ১২

পুলওয়ামার দায় স্বীকার পাকিস্তানের
পাকিস্তানের ভাইস মার্শাল ঔরঙ্গজেব আহমেদ স্বীকার করেছেন, আমাদের কৌশলগত দক্ষতার নমুনা আমরা পুলওয়ামায় দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৪°	২৪°
জলপাইগুড়ি	৩৪°	২৩°
কোচবিহার	৩৩°	২৪°
আলিপুরদুয়ার	৩৩°	২৩°

ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ থামাতে রাজি পুতিন » ৭

২৮ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 12 May 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 351

গুলির বদলে গোলা

১০০ জঙ্গি নিকেশ, ৪০ পাক সেনা হত, ভারতে শহিদ ৫

আজ বৈঠকে ভারত-পাক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ মে : শুধু ভারত ও পাকিস্তান নয়, গোটা বিশ্ব এখন তাকিয়ে বিবদমান দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের দিকে। সোমবার বেলা ১২টায় ওই বৈঠক হবে দু'দেশের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও) পর্যায়ে। প্রাথমিকভাবে এই বৈঠক নিরপেক্ষ কোনও স্থানে হওয়ার কথা থাকলেও শেষমেশ দুই দেশ হটলাইনে আলোচনায় বসবে বলে ঠিক করেছে। সংযত না হলে পাকিস্তানকে যে মারাত্মক ফল ভুগতে হবে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মোদির বার্তা ওপার থেকে গুলি এলে জবাব মিলবে গোলায়। আর রাজনাথ সিং বলেছেন, যারা সিঁদুর মুছেছিল তারা যোগ্য জবাব পেয়েছে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবেই। বিশ্ব শক্তিশালীদের সম্মান করে, ভীতুদের নয়।

উত্তপ্ত সীমান্ত পরিস্থিতিতে এই সংলাপ কূটনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা, ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সংঘর্ষ বিরতির বোঝাপড়া লঙ্ঘন করে শনিবার রাতে ড্রোন হামলা চালায় পাক সেনা। সে কারণে রবিবার রাতেও বেশ কয়েকটি স্থানে হাই অ্যালার্ট রয়েছে। ব্ল্যাক আউট করা হয় পঞ্জাবের গুরদাসপুরে। যদিও রবিবার দিনভর আর কোনও অপ্রীতিকর কাণ্ড হয়নি।

তবে সোমবারের বৈঠকের আগেই রবিবার ভারতের ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই অপারেশন সিঁদুর সফল হয়েছে বলে সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেন। উপস্থিত তিন বাহিনীর আধিকারিকদের বক্তব্যের সুর ছিল একরকম, 'আমাদের লড়াই পাক সেনার সঙ্গে ছিল না। আমাদের লড়াই শুধুমাত্র জঙ্গিদের বিরুদ্ধে। কিন্তু পাকিস্তান ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে পরিস্থিতি ঘোরালো করে তোলে।'

বেশি বাড়াবাড়ি করলে পাকিস্তানকে মারাত্মক ফল ভুগতে হবে বলে তাঁরা একযোগে বার্তা

লক্ষ্য স্থায়ী যুদ্ধবিরতি

দেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের কথাতেও তার অনুরণন। তিনি বলেন, 'আমরা শুধু সামরিক ঘাঁটি ও সেনাছাউনিগুলিকে নিশানা করিনি, বরং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর শক্তির প্রভাব রাওয়ালপিন্ডিতে পাক সেনার সদর দপ্তরেও শোনা গিয়েছে।'

ভারতীয় বায়ুসেনা জানিয়েছে, অপারেশন সিঁদুর এখনও চলছে।

এরপর দশের পাতায়

সংঘর্ষ বিরতিতে ফিরছেন বিপজ্জনক এলাকার বাসিন্দারা। পুঞ্চ বাসস্ট্যান্ডে।

পাক গোলায় নিহত প্রশাসনিক কর্তা রাজকুমার থাপার শেষকৃত্যে পরিবারের হাহাকার। রবিবার জম্মুতে।

২ ঘণ্টায় সমঝোতার সূত্র

- ১০ মে বিকেল ৫টা থেকে সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার আগের দুই ঘণ্টাই ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টাতেই সমঝোতায় পৌঁছানোর পথ খোলে
- বিদেশসচিব রুবিয়ো ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা করে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স
- দুই দেশের মধ্যে সরাসরি আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বলে মোদিকে অনুরোধ করেন ভান্স
- তারপরই ভারত ও পাকিস্তানে ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস-এর ফোনে কথা হয়। সিদ্ধান্ত হয় সমঝোতার
- ভারত-পাক সমঝোতার নেপথ্যে সৌদি আরব, তুরস্ক, ইরান, চিন, রাশিয়া, ইতালি, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও কাতারের ভূমিকাও রয়েছে।
- পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলেন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই। পরে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গেও কথা বলেন ওয়াং
- বিভিন্ন দেশ থেকে শান্তি ও সংঘর্ষ বিরতির বার্তাতেই শেষপর্যন্ত ভারত-পাক সমঝোতা সম্ভব হয়

'বড় কিছু'র আশঙ্কায় তৎপর আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১১ মে : সংঘর্ষ বিরতির আগে পর্যন্ত পুরোদস্তুর যুদ্ধের দিকেই এগোচ্ছিল ভারত ও পাকিস্তান। শনিবারের ঘটনাবলিতে সেই ইঙ্গিত দিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম। তার আগে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পিছনে পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ দায়ী কি না, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। আবার পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডারকে ভারত নিশানা করার প্রস্তুতি নিয়েছিল বলেও রটনা কম ছিল না।

ভারত বা পাকিস্তান সেইসব কোনও জল্পনাতেই সিলমোহর দেয়নি বটে। কিন্তু 'বড় কিছু'র আঁচ গোয়েন্দা সূত্র পেয়ে মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষস্তরে চরম তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। রবিবার মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লিখিত সেই ইঙ্গিত এই প্রশ্নটিই উসকে দিয়েছে যে, তাহলে কি উপমহাদেশের দুই প্রতিবেশীর মধ্যে পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল?

পহলগামে জঙ্গি হামলাকে কেন্দ্র করে সংঘাতের গোড়া থেকে ভারত বা পাকিস্তান, কোনও দেশের প্রতি একপাক্ষিক সমর্থন দেয়নি আমেরিকা। বরং উভয়ের থেকে দূরত্ব রক্ষা করে চলছিল। মার্কিন সংবাদমাধ্যমে রবিবারের রিপোর্ট জানিয়েছে, ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে 'উদ্বেগজনক তথ্য' পেয়ে বৈঠকে বসেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স, সেদেশের বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো, হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ সুসি ওয়াইলস সহ আমেরিকার প্রশাসনের বেশ কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিক।

ওই বৈঠকের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন ভান্স। এর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ফোন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। সংঘাতে রাশ টানা না গেলে চলতি সপ্তাহের শেষদিকে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে বলে ভারত সরকারকে সতর্ক করেন ভান্স। প্রধানমন্ত্রীকে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার বিকল্পটি খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানান তিনি।

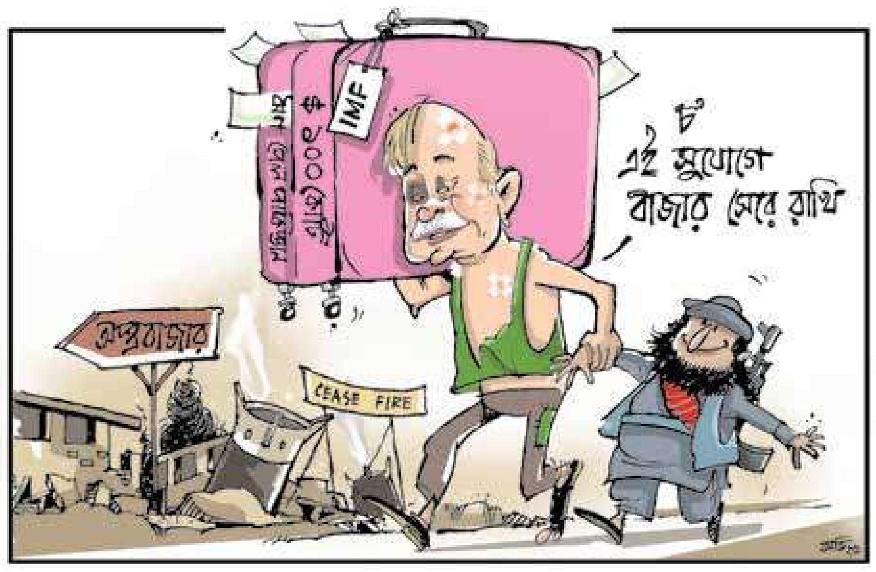

ভান্স মাত্র কিছুদিন আগে ভারত সফর সেরে দেশে ফিরেছেন। এই সফরে মোদির সঙ্গে তাঁর রসায়ন ভালোই তৈরি হয়েছিল। সেই সখ্যকে কাজে লাগিয়ে মোদি-ভান্সের সেই ফোনালাপ জট কাটাতে সহায়ক হয় বলে মার্কিন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে জানানো হয়েছে। সংঘাতের জটিলতা কাটানোর পাশাপাশি উভয় দেশের সঙ্গে মার্কিন বাণিজ্যের পথ আরও প্রশস্ত হওয়ার আভাস মিলেছে।

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব জনতা, নেতাদেরও

দীপককুমার রায়

উত্তরবঙ্গ ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ। বিভিন্ন জাতি, জনজাতির মানুষ বসবাস করেন এই এলাকায়। প্রায় ১৫১টি ভাষার মানুষ উত্তরবঙ্গে বসবাস করে চলেছেন দীর্ঘকাল ধরে। তাঁদের সংস্কৃতি এবং চিরাচরিত পরম্পরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধন করে চলেছে। এই একতা যেমন উত্তরবঙ্গকে শক্তিশালী করেছে তেমনি ভৌগোলিক অবস্থানজনিত কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গকে নিয়ে চিন্তাও বাড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে আটটি জেলা নিয়েই উত্তরবঙ্গ। দেশের এই অংশটি আন্তর্জাতিক সীমানা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তরে ভুটান, চিন, পূর্বে বাংলাদেশ, পশ্চিমে নেপাল। অর্থাৎ নেপাল সীমান্ত, ভুটান সীমান্ত, বাংলাদেশ সীমান্ত এবং চিন সীমান্তের পার্শ্ববর্তী এলাকাজুড়ে উত্তরবঙ্গ। বর্তমান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের উক্ত ভৌগোলিক অবস্থান এবং তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সীমান্ত এলাকা নিয়ে আমরা কতটুকু সচেতন সেই প্রশ্ন উঠছে।

সংবাদপত্রের পাতায় প্রতিনিয়ত আমরা লক্ষ করছি উত্তরবঙ্গের সীমান্ত এলাকা দিয়ে চোরাচালানের খবর। গোরু, মাদক, অস্ত্র, জাল নোট পাচার ইত্যাদি বিষয় যা জনজীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে। দীর্ঘদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশ। অন্যদিকে, অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিনিয়ত নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে। এখনও সর্বত্র কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি সীমান্তের হাঁড়িপুকুর থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ির সীমান্ত সমস্যা আজও মেটানো সম্ভব হয়নি। কাঁটাতারের ওপারে থাকা ভারতীয় ভূখণ্ড স্বাধীন দেশে পরাধীনতার প্রতীক হয়ে গিয়েছে।

সীমান্তের ভূবৈচিত্র্য ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। জনসংখ্যার পরিবর্তন সীমান্তের নিয়ন্ত্রণে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। এই উত্তরবঙ্গে রয়েছে বহু আলোচিত চিকেন নেক, শিলিগুড়ির পার্শ্ববর্তী এই করিডর মাত্র ২২ কিলোমিটার সংকীর্ণ অংশ। *এরপর দশের পাতায়*

সিঁদুরের সাফল্যগাথা, চাপ বাড়াল নয়াদিল্লি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ মে : ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও) পর্যায়ে ভারত-পাকিস্তানের সোমবারের বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে রবি-সন্ধ্যায় অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যগাথা শুনিয়ে ইসলামাবাদের স্নায়ুর চাপ বাড়াল নয়াদিল্লি। ভারতের ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই পাকিস্তানের উদ্দেশে হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, 'সংঘর্ষ বিরতি ভাঙলে ফের কড়া জবাব দেওয়া হবে।'

তিনি সাফ বলে দিয়েছেন, 'প্রয়োজনে আবার কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।' রবিবার তিন বাহিনীর সাংবাদিক বৈঠকের সূচনা হয় শক্তির প্রতীক 'শিবতাণ্ডব'-এর সুরে। সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব প্রথম পাকিস্তান দিয়েছিল জানিয়ে সে দেশের কোথায় কোথায়, কীভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল, তার সবিস্তার বর্ণনা দেন তিন বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকরা।

ডিজিএমও-র কথায়, অপারেশন সিঁদুরে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে ৯টি জঙ্গিঘাঁটি ধূলিসাৎ করা হয়েছে। যাতে শতাধিক জঙ্গি খতম হয়েছে।

> সংঘর্ষ বিরতি ভাঙলে ফের কড়া জবাব দেওয়া হবে।
>
> **রাজীব ঘাই**
> ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল

নিহতদের মধ্যে আইসি ৮১৪ বিমান অপহরণ ও পুলওয়ামায় হামলার মাস্টারমাইন্ড মুদাসসির খাস, হাফিজ জামিল এবং রউফ আজহার রয়েছে। মুরিদকে, বাহাওয়ালপুর ইত্যাদি আক্রান্ত জঙ্গিঘাঁটিগুলির অপারেশন সিঁদুরের আগের ও পরের ছবি প্রকাশ করা হয় সাংবাদিক বৈঠকে।

পাকিস্তান বারবার ভারতের ক্ষয়ক্ষতির যেসব দাবি সামনে এনেছে, সেসব উড়িয়ে ডিজিএমও জানান, ৭ থেকে ১০ মের মধ্যে অপারেশন সিঁদুরে অন্তত ৩৫ থেকে ৪০ জন পাক সেনা নিহত হয়েছেন। তবে পাক হানাতেও ৫ জন ভারতীয় সেনা জওয়ান শহিদ হয়েছেন। কিন্তু অপারেশন সিঁদুরে শামিল ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলটরা সবাই নিরাপদে ফিরে এসেছেন। এয়ার মার্শালের কথায়, 'আমরা আমাদের লক্ষ্যপূরণে সফল হয়েছি।'

তবে তিনি স্বীকার করেন, 'পাকিস্তান জনবসতিপূর্ণ এলাকা, গ্রাম, এমনকি গুরদোয়ারাকে নিশানা করেছিল। এতে বহু সাধারণ নাগরিকের প্রাণহানি ঘটে।' সেনার দাবি, পাকিস্তানের কোনও সাধারণ মানুষকে নিশানা করা হয়নি। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের অভিযোগ খারিজ করে এয়ার মার্শাল অবধেশ কুমার ভারতী বলেন, 'অপারেশন সিঁদুরে নিশানা করা হয়েছিল শুধুমাত্র জঙ্গি এবং তাদের ঘাঁটিগুলি। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হল, আমরা জঙ্গিদের বেছে বেছে নিশানা করেছি। অন্যদিকে পাকিস্তান আমাদের সাধারণ মানুষ এবং সামরিক *এরপর দশের পাতায়*

আগুন নেভাচ্ছেন দমকলকর্মীরা। রবিবার মানসাই বাজারে।

৬ দোকান পুড়ে ক্ষতি ২৫ লক্ষ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১১ মে : রবিবার সকালে অগ্নিকাণ্ডের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হল তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মানসাই বাজার। এদিনের ঘটনায় ছয়টি দোকান পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। তাতে সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার, দাবি ব্যবসায়ীদের। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। দমকলকর্মীদের প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। ক্ষতিগ্রস্তরা সরকারি ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, রবিবার মানসাই বাজারের অধিকাংশ দোকান থাকে বন্ধ। তাই বাজারে লোকজন ছিল না বললেই চলে। এদিন বেলা দশটা নাগাদ স্থানীয় অমৃতচন্দ্র দাসের ফল ও কাপড়ের দোকান থেকে প্রথম আগুনের শিখা দেখতে পান পথচলতি লোকজন। তাঁদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে দ্রুত জড়ো হয়ে যান আশপাশের বাসিন্দারা। তাঁরাই প্রথম বালতিতে করে জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর দেওয়া হয় থানায় ও দমকলকেন্দ্রে। ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশেই থাকা সাগরচন্দ্র দাসের কাপড়ের দোকানে।

এরপর দশের পাতায়

পুরসভার উদ্যোগেই অবৈধ নির্মাণ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১১ মে : মাথাভাঙ্গা শহরে সরকারি জমি জবরদখলের অভিযোগ তো ছিলই, ভূরিভূরি বেআইনি নির্মাণের অভিযোগও রয়েছে। এবার খোদ পুরসভার বিরুদ্ধেই অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের জমিতে অনুমতি ছাড়াই গোডাউন তৈরি করেছে পুরসভাই। গোডাউন তৈরির ক্ষেত্রে প্ল্যান ও এস্টিমেট পর্যন্ত অনুমোদন করানো হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে মাথাভাঙ্গা পুরসভার বিরুদ্ধে। শহরে নিয়মকানুন সঠিকভাবে মেনে নির্মাণকাজ হচ্ছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব যেখানে পুরসভার, সেখানে পুরসভার বিরুদ্ধেই নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ ঘিরে সরব হয়েছে বিরোধীরা।

মাথাভাঙ্গা শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জংলি কালীবাড়ি সংলগ্ন মানসাই নদীর বাঁধের ধারে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের জমি রয়েছে। সেই জমিতেই পুরসভার পক্ষ থেকে অস্থায়ী মাছ ও মাংসের বাজার তৈরি হয়েছিল। পরে সেখানেই কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি গোডাউন তৈরি করে পুরসভা। ঠিক এখানেই অভিযোগ উঠছে। অভিযোগ, গোডাউন তৈরির আগে ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল ল্যান্ড ট্রান্সফার করেনি মাথাভাঙ্গা পুরসভা। এবিষয়ে মাথাভাঙ্গা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক (এসডিএলএলআরও) সুব্রত সরকারের বক্তব্য, 'ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের জমিতে পুরসভার গোডাউন তৈরির বিষয়টি জানা নেই। তবে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।' তিনি স্পষ্ট বলেন, 'কোনও সরকারি দপ্তরের জমিতে সরকারি অন্য কোনও দপ্তরের নির্মাণকাজ করার আগে ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল ল্যান্ড ট্রান্সফার করা বাধ্যতামূলক। তবে মাথাভাঙ্গায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের জমিতে গোডাউন তৈরির আগে সেই জমি মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে কি না জানা নেই।' ভূমি রাজস্ব আধিকারিক যাই বলুন না কেন খোদ মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিকের বক্তব্য, বাঁধের পাড়ে সরকারি জমিতে পুরসভার যানবাহন ও মালপত্র রাখার জন্য গোডাউনটি তৈরি করা হয়েছে। সরকারি জমিতে নির্মাণকাজ করার জন্য কোনও অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

এই গোডাউন নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিরোধীরা। বিজেপি'র কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি মনোজ ঘোষের বক্তব্য, 'অত্যন্ত অন্যায়ভাবে পুরসভা বাঁধের ধারে গোডাউন তৈরি করেছে।

এরপর দশের পাতায়

এশিয়ান হাইওয়ের জমি বেদখল

আকাশছোঁয়া দামে কেনাবেচা চালাচ্ছে অসাধুচক্র, উদাসীন প্রশাসন

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১১ মে : ভুটানের পাশাখা থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ আড়াআড়ি দু'ভাগে ভাগ করেছে ধূপগুড়ি শহরকে। রাতের অন্ধকারে নয়, বরং দিনের আলোতেই আকাশছোঁয়া দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সেই সড়কের দু'পাশের জমি। শুধু বিক্রি হচ্ছে না, গড়ে উঠছে কাঁচা-পাকা দোকানঘরও। অভিযোগ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসন, সবাই সবটাই জানে। কিন্তু তাদের চরম উদাসীনতায় চড়া দামে জমি কেনাবেচা আটকানো যাচ্ছে না। ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং অবশ্য বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ব্যস্ত মহাসড়কের পাশে জমি দখলদারিতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ে। তাছাড়া ওই জমি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন। ওই জমি দখল বেআইনি।'

এদিকে, এই দখলের গেরোয় সড়কের পাশের বৈধ জমি মালিকরাও সমস্যায় পড়েছেন। ধূপগুড়ি ২ নম্বর ব্রিজ সংলগ্ন একটি জমির মালিক বাচ্চু সাহা। তিনি বললেন, 'এশিয়ান হাইওয়ে নির্মাণের সময় আমাদের বলা হয়েছিল সামনের জমিটা ফাঁকা থাকবে। কখনও যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা অনুমতি সাপেক্ষে ওই জমিতে প্রবেশপথ বানাতে পারব। এখন দেখছি, আমাদের জমি এবং সড়কের মাঝে ঘর উঠছে। সেটা ভাড়াও দেওয়া হচ্ছে আবার কেনাবেচাও চলছে। সবার চোখের সামনে হলেও কেউ কিছু করছে না। কিন্তু কেন জানি না।'

এই প্রশ্নটাই ঘুরছে ধূপগুড়ি শহরের বামনি সেতু থেকে ওভারব্রিজ পর্যন্ত। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পেশিশক্তি এবং আড়ালে থাকা স্থানীয় রাজনৈতিক আশ্রয় এই কাজের মূল পুঁজি। এভাবেই প্রথমে তৈরি হয় অস্থায়ী কাঠামো। তারপর সেখানে গড়ে ওঠে কাঠ এবং বাঁশের কাঠামো।

ধূপগুড়ি চৌপথি মোড় থেকে স্টেশন মোড় হয়ে ওভারব্রিজ পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ের দু'পাশে একশো বর্গফুট জায়গাও কয়েক লাখ টাকায় হাতবদল হয়। খোঁজ করলে কেউ সামনে না এলেও সড়কের পাশে পোঁতা খুঁটি কিংবা ছোট অস্থায়ী দোকান দেখলেই বোঝা যায় সরকারি জমির কোন অংশ কার দখলে।

খোলা চোখে এ নিয়ে এশিয়ান হাইওয়ের তরফে নজরদারি দেখা না গেলেও কর্তৃপক্ষ তা মানতে নারাজ। এশিয়ান হাইওয়ের এই অংশের দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ বসু বলেন, 'আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে আমরা নোটিশ জারি করি। এই কাজে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতাও নেওয়া হয়। তাতেও কাজ না হলে আইনি পদক্ষেপের জন্য বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়।'

যদিও বাস্তব এবং বক্তব্যের মধ্যেকার ফারাক বরাবরই অনেকটা বেশি। এশিয়ান হাইওয়ের দু'পাশের মহার্ঘ জমির দখল এবং বেআইনি কেনাবেচা নিয়েও সে কথা খাটে।

ধূপগুড়িতে এশিয়ান হাইওয়ে সংলগ্ন জমি দখল করে এভাবেই চলছে নির্মাণকাজ। ছবি : সপ্তর্ষি সরকার

> ব্যস্ত মহাসড়কের পাশে জমি দখলদারিতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ে। তাছাড়া ওই জমি দখল বেআইনি।
>
> **-রাজেশকুমার সিং**
> *ভাইস চেয়ারম্যান ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ড*

> আমাদের কাছে অভিযোগ এলে নোটিশ জারি করি। এই কাজে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতাও নেওয়া হয়।
>
> **-সৌরভ বসু**
> *জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ*

দখল চলছেই

- এশিয়ান হাইওয়ের দু'পাশে জমি ফাঁকা রাখা হয়েছিল নির্মাণের সময় থেকে
- গত কয়েক বছরে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সেই জমি দখল হয়ে যাচ্ছে একে একে
- অভিযোগ, এই দখলদারদের মাথায় রয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের 'হাত'
- একশো বর্গফুট জায়গাও কয়েক লাখ টাকায় হাতবদল

ডালিমটারে ৭০ ধরনের প্রজাপতি

ডালিমটারে ন্যাফের তরফে তোলা বিরল প্রজাপতির ছবি।

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১১ মে : ঈশ্বর যেন প্রজাপতি সংরক্ষণের জন্যই ডালিমটারকে বেছে নিয়েছেন। সেখানেই পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফ-এর উদ্যোগে গত ৯ মে থেকে তিনদিনব্যাপী প্রজাপতি পর্যবেক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চার হাজার ফুট উচ্চতায় কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের শান্ত ও নিরিবিলি গাছগাছালিতে ভরা পাহাড়ি গ্রাম এই ডালিমটার। রবিবার শিবির শেষে নিজেদের দারুণ উপলব্ধির কথা শোনালেন রাজ্যের বিশিষ্ট প্রকৃতিবিদ যুধাজিৎ দাশগুপ্ত, প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ মহুয়া সিনহা প্রমুখ। মহুয়া বললেন, 'ডালিমটারে আয়োজিত শিবিরে প্যারিস পিকক, চকোলেট অ্যালবাট্রস, ব্লু টাইগার, ক্যাবেজ হোয়াইট, মরমন এসব ধরনের প্রজাপতি তো দেখেইছি। কিন্তু তার পাশাপাশি আর যেগুলো দেখেছি বা ছবি তুলে রেখেছি সেই প্রজাতির প্রজাপতি সাধারণত দেখা যায় না। বিরল প্রজাপতির ওই তালিকায় হিমালয়ান কমন টিনসেল, লার্জ ইয়োমন, অটাম লিফ, রাজা যেমন রয়েছে তেমনই ইস্টার্ন কোর্টিয়ারও দেখতে পেয়েছি।'

অন্যদিকে যুধাজিতের বক্তব্য, 'প্রজাপতি সংরক্ষণের জন্য একেবারে আদর্শ জায়গা ডালিমটার। এলাকায় আরও বেশি করে নেকটার প্ল্যান্ট, হোস্ট প্ল্যান্ট ফুলের গাছ লাগিয়ে জায়গাটিকে প্রজাপতি সংরক্ষণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।' রবিবারই শিবির শেষ হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত চেকলিস্ট তৈরি করা হয়নি বলে জানিয়েছেন ন্যাফ-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু। তাঁর কথায়, 'গত তিনদিনে সংখ্যা ও ভ্যারাইটির দিক থেকে প্রায় ৭০ ধরনের প্রজাপতির দেখা পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন ১৯৭২ অনুযায়ী শিডিউল ১ শ্রেণিভুক্ত হোয়াইট স্পটেড কোর্টিয়ারও রয়েছে।' সবমিলিয়ে শুধুই পর্যটনের জন্য নয়, স্থানীয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অসাধারণ ডালিমটারকে প্রজাপতি সংরক্ষণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হলে বাস্তুতন্ত্রে নিশ্চিতভাবেই তার একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেই সকলের মত।

মেখলায় সীমার মাঝে অসীম

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১১ মে : যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন। এই আপ্তবাক্যটি প্রমাণ করছেন কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের সীমারা। মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে দিশা দেখাচ্ছেন ওঁরা। সংসার সামলে চরকা ঘুরিয়ে তাঁত বুনছেন সীমারা। ওঁদের হাতের কারুকার্যে ফুটে উঠছে উত্তর-পূর্বের জনপ্রিয় মেখলা, ডোকনা। তাঁদের প্রচেষ্টায় আজ স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে অনেকেই।

এক সময় তুফানগঞ্জে তাঁতের তৈরি শাড়ি, গামছা, চাদরের চাহিদা ছিল ব্যাপক। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বাজারে সেসব সামগ্রী যেত। তবে সেসব দিন এখন ফুরিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অসমের পোশাক মেখলা, ডোকনা তৈরি করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন পুরুষ শ্রমিকদের পাশাপাশি সীমা, মামণিদের মতো অনেকেই। ওদের হাতে ফুটে উঠছে অসমের ঐতিহ্যবাহী পোশাক মেখলা। এই শাড়ির এতদিন মূলত অসমে সীমাবদ্ধ হলেও ফ্যাশন ও সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে বাংলার মেয়েরাও এখন এই শাড়ি পরতে পছন্দ করেন। আর সেই মেখলা নিজে হাতে বোনেন বক্সিরহাটের সীমা, মামণি, সুমনারা। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি -১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাবাড়ি এলাকার সীমা মোদক সাহা দীর্ঘ এক দশকের অধিক সময় মেখলা শাড়িতে সুতো বোনার কাজ করেন। তাঁর হাতে প্রশিক্ষণ পেয়ে কাজ করছেন অনেকেই।

এলাকার তাঁতশিল্পীরা জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট বাজার গড়ে না ওঠায় পরবর্তীতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বন্ধ হতে থাকে তাঁতকলগুলি। বাধ্য হয়ে অনেকেই ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজে যোগ দেন। আবার অনেকেই বেছে নিয়েছেন অন্য পেশা। অনেকেই তাঁতের শাড়ি, গামছার বদলে মেখলা, ডোকনা তৈরি করছেন।

কী এই মেখলা? এই শাড়ি কখনও ছাপা হয় না। সব সময় তার গায়ে নকশা বোনা হয়। শাড়িতে ফুটে ওঠে বিভিন্ন কারুকার্য। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে তিনি শুরু করেন সুতো বোনার কাজ। পুরুষ কারিগরদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই কাজ শিখে সীমা এখন একা হাতেই মেখলা বানাতে পারদর্শী।

সীমার কথায়, 'একটু ভালো মানের ও দরের মেখলা তৈরিতে একজন কারিগরকে অন্তত দু'দিন সময় দিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে আমার থেকে ২৮-৩০টি মেখলা কেনেন পাইকাররা। দাম থাকে চার থেকে পাঁচ হাজারের আশপাশে।'

সীমা এই কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলেছেন মামণি দাস, সুমনা দে'র মতো গ্রামের বেশ কয়েকজন মহিলাকে। মামণির কথায়, 'মেখলায় সুতোর সূক্ষ্ম নকশা তোলার কাজে ধৈর্য প্রয়োজন। সীমার থেকে আমরাও তাঁতের কাজ শিখেছি। নিজে হাতে একটা মেখলা শাড়ি বোনা মুখের কথা নয়।'

মেখলা তৈরির জন্য চরকায় ব্যস্ত সীমা সাহা। বক্সিরহাটে।

সীমান্তে পাচারের আগে ওষুধ উদ্ধার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১১ মে : মাদক নয়, বিভিন্ন রোগের ওষুধ পাচারের করিডর হয়ে উঠেছে বালুরঘাটের সীমান্ত। বেশ কয়েক মাস ধরে বিপুল পরিমাণে ব্যথার, হৃদরোগের, কাশি ও ভিটামিন সহ অন্যান্য ওষুধ বাংলাদেশ পাচারে জোর দিচ্ছে পাচারকারীরা।

শনিবার রাতে পাচারের আগেই বালুরঘাট থানার জলঘর সীমান্ত থেকে বেশ কিছু ওষুধ উদ্ধার করল বিএসএফ- এর ২৯ নম্বর ব্যাটালিয়ন। উদ্ধার করা ওষুধের বাজারমূল্য কয়েক হাজার টাকা। ওই ঘটনায় অবশ্য কাউকে ধরা যায়নি। রবিবার বিএসএফ- এর পক্ষ থেকে বালুরঘাট থানায় ওষুধগুলি জমা দেওয়া হয়।

বিএসএফের প্রাথমিক অনুমান, এবার মাদকদ্রব্য পাচার নয় ওষুধ ও ইনজেকশন পাচারে জোর দিচ্ছে পাচারকারীরা। অনেকের অনুমান বাংলাদেশ থেকে প্রচুর রোগী বৈধ অনুমতি নিয়ে ভারতে চিকিৎসা করাতে আসেন। চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশনে উল্লেখ করা ওষুধ নিয়ে তারা বাংলাদেশে চলে যান। এরপর ওষুধ শেষ হয়ে গেলে ফের পড়শি দেশের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয় তাদের। আর এরই সুযোগ নেয় পাচারকারীরা। তারা ভারত থেকে ওষুধ কিনে বেশি দামে বাংলাদেশে পাচার করছে।

বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'শনিবার বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে বেশ কিছু ওষুধ বালুরঘাট থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে এই ওষুধগুলো ঠিক কি কি কাজে ব্যবহার হয় এনিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

বিক্রয়

Flat for sale almost ready Ghosh Apartment, Netaji Road, Opp. Kaljani Govt. Housing Complex, Alipurduar. Contact : 98320-38844 / 94758-06888. (C/116448)

ক্রয়/বিক্রয়

বোলপুর, শান্তিনিকেতনে মনোরম পরিবেশে ছোট, বড় প্লট/বাংলোর জন্য যোগাযোগ করুন - 90384-40741/94325-25285. (C/116449)

অ্যাফিডেভিট

আমার মেয়ে Sneha Saha মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন নম্বর (6172059701), মার্কশিট ইনডেক্স নং (03026) ও সার্টিফিকেট (No. 100592N-0183) আমার নাম সজল সাহা থাকায় দিনহাটা JM কোর্টে 28/10/24 তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে সজলবরণ সাহা হলাম। সজল সাহা, ওয়ার্ড নং. ৬, দিনহাটা। (S/M)

•

আমি শেফালী বেগম 10/3/2025 তারিখে জলপাইগুড়ি নোটারি পাবলিকে অ্যাফিডেভিট বলে লাজিনা বেগম হয়েছি। লাজিনা বেগম ও শেফালী বেগম একই ব্যক্তি। (C/116328)

কর্মখালি

Pharmacist চাই। Ph : 86170-03801. Anil Medical Hall. (C/116445)

•

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় - 10-18000/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। 94344-95134. (C/116323)

•

গ্যাংটক M.G. Marg-এর কাছে নতুন খোলা হোটেলে ম্যানেজার/পার্টনার চাই। M: 9434117292 (C/116328)

আজ টিভিতে

লায়ন কান্ট্রি নাইট অ্যান্ড ডে সন্ধে ৭.৫৬ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মন মানে না, সন্ধে ৭.২৫ কেলোর কীর্তি, রাত ১০.৩০ গোলমাল

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ঘরের লক্ষ্মী, দুপুর ১.০০ পরান যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.১৫ শত্রু, সন্ধে ৭.১৫ চন্দ্রমল্লিকা, রাত ১০.১৫ দুজনে, ১.০০ একান্নবর্তী

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ শত্রু মিত্র, দুপুর ২.০০ সৎমা, বিকেল ৫.০০ কমলার বনবাস, রাত ১০.৩০ অভাগিনী, ১.৩০ সারথী : দ্য হিরো

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হাঁসুলি বাঁকের উপকথা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দেবতা

জি সিনেমা এইচডি : সকাল ১০.৫১ জয় সিমহা, দুপুর ১.৪৪ তিরঙ্গা, বিকেল ৪.৪৪ গুমনাম, সন্ধে ৭.৫৫ প্রলয় - দ্য ডেস্ট্রয়ার, রাত ১০.৫১ কালীবীরা

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৫২ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৪.৫৪ এন্টারটেইনমেন্ট, সন্ধে ৭.৩০ হিম্মতওর, রাত ১০.২৫ রাধে

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০৫ থপ্পড়, ২.২৮ তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস, বিকেল ৪.৫৩ শর্মাজি নমকিন, সন্ধে ৬.৪৫ ফিতুর, রাত ৯.০০ ভীড়, ১০.৪৫ মুক্কাবাজ

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.৫৮ ডেট মুভি, ২.১৩ কুং ফু যোগা, বিকেল ৩.৫৫ ফায়ারহাউস ডগ, ৫.৪১ দ্য প্রোপোজাল

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৪৪ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ, বিকেল ৩.৪৪ দ্য নিউ মিউট্যান্টস, সন্ধে ৭.২৫ আইস এজ, রাত ৮.৪৩ দ্য ডার্কেস্ট আওয়ার, ১০.১০ লিটল মনস্টার্স, ১১.৩৮ আওয়ার্স।

হাঁসুলি বাঁকের উপকথা
দুপুর ২.৩০ **ডিডি বাংলা**

রাধে রাত ১০.২৫ **অ্যান্ড পিকচার্স**

দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ
দুপুর ১.৪৪ **মুভিজ নাউ**

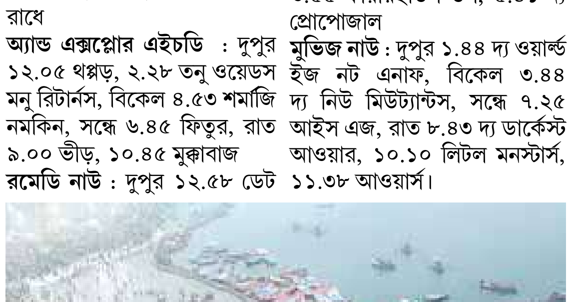

ইনসাইড দ্য মহাকুম্ভ রাত ৮.০৮ **ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক**

ঝড়ের তাণ্ডবে দেরিতে দার্জিলিং মেল

হলদিবাড়ি, ১১ মে : ঝড়ের দাপটে রেলের বৈদ্যুতিক ওভারহেড তারের উপর বাঁশ পড়ে আগুন লাগে। ঘটনার জেরে ২৫ মিনিট দেরিতে হলদিবাড়ি থেকে ছাড়ে শিয়ালদাগামী দার্জিলিং মেল। রবিবার বিকেলে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে প্রচুর গাছপালা ভেঙে গিয়েছে। হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে ২৮/৩-৪ নম্বর পিলারের মাঝবরাবর একটি বাঁশ রেলের বৈদ্যুতিক ওভারহেড তারের উপর পড়ে। তারপরে সেখান থেকে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। ঘটনার খবর যায় রেলমন্ত্রকের কাছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি ছুটে আসেন রেলকর্মীরা। ফলে নির্ধারিত সময় থেকে দেরিতে ছাড়ে দার্জিলিং মেল। তাতেও যেন বিপত্তি পিছু ছাড়েনি। পাঁচ কিমি দূরে কাশিয়াবাড়ি রেলস্টেশনে পৌঁছে ওভারহেড তারে বিদ্যুৎ না থাকায় পুনরায় ট্রেনটি থেমে যায়। এরপর রেলকর্মীরা বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করলে ট্রেনটি এনজেপির উদ্দেশে রওনা দেয়। স্টেশন ম্যানেজার সত্যজিৎ তিওয়ারি বলেন, 'ঝড়ের জন্য রেললাইনের ওভারহেড তারের উপর বাঁশ পড়ে রেল চলাচল সাময়িক বিঘ্নিত হয়।'

রেলের ওভারহেড তারের উপর বাঁশ পড়ে আগুন

লাদাখের পোলোগোঙ্গকার পথে ২ মহিলা সহ ১২

শতবর্ষে জগন্নাথকে শ্রদ্ধা জানাতে অভিযান

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১১ মে : এই প্রথমবার উত্তরবঙ্গের ছ'টি অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব যৌথভাবে পর্বতশৃঙ্গ অভিযানে বেরোতে চলেছে। সে ব্যাপারে আলোচনা করতে রবিবার আলিপুরদুয়ারের একটি হোটেলে ক্লাবের সদস্যরা একটি বৈঠকও করলেন। এই অভিযান সকলকে পর্বতারোহণের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ এনে দেবে। লাদাখের ২০,৯৬০ ফুট উচ্চতার মাউন্ট পোলোগোঙ্গকা শৃঙ্গ অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আগামী জুলাই থেকে অগাস্ট মাসে ১২ জনের দল রওনা দেবে। তাঁদের মধ্যে দুজন মহিলাও অভিযানে অংশ নেবেন। উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ ও অ্যাডভেঞ্চার বিষয়ের প্রাণপুরুষ সাহিত্যিক জগন্নাথ বিশ্বাসের জন্মশতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং দেশের শহিদদের জন্য এই অভিযান উৎসর্গ করা হবে। আলিপুরদুয়ারের রোভার্স অ্যান্ড মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব, কোচবিহার মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব, ময়নাগুড়ি এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব, ওদলাবাড়ি নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটি, নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি এবং নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্লোরার্স ক্লাব-শিলিগুড়ির মোট ১২ জন ওই অভিযানে অংশ নেবেন।

অভিযানের কনভেনার সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'সবাই একসঙ্গে অভিযানে যাওয়ার প্রস্তাবে এর আগে জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গের সব অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবগুলি বৈঠকে এসেছিল। এদিন আলিপুরদুয়ারে আমাদের আরেকটি আলোচনা হয়।' দলের মধ্যে অভিজ্ঞদের সঙ্গে অনেক অনভিজ্ঞও থাকবেন। দলনেতা ভাস্কর দাস সহ জয়ন্ত সরকার, সুজয় বণিক, আমূল ঠাকুর, পার্থপ্রতিম দে, হীরক ব্রহ্ম, ত্রিদীপ সরকার, সায়ন ঘোষ, সুস্মিতা সরকার, পিয়ালি বিশ্বাস, নবনীশ গুহ এবং স্বরূপ খান দলে রয়েছেন। সকলে মিলে একসঙ্গে অভিযান করা হলে ঐক্যের বার্তাও ছড়িয়ে পড়বে। উত্তরবঙ্গ থেকে দিল্লি হয়ে মানালি পৌঁছাবে দলটি। সেখান থেকে দরচা, সোকার হয়ে পোলোগোঙ্গকা বেসক্যাম্প পৌঁছাবে। যার উচ্চতা ১৬,০০০ ফুট। তারপর সেখান থেকে ক্যাম্প ১, ক্যাম্প ২ হয়ে সামিট করার চেষ্টা করবেন অভিযাত্রীরা। যদিও বাতাসে অক্সিজেনের অভাব, ঝোড়ো হওয়া, তুষারপাত, পাথর ভেঙে পড়ার মতো নানা সমস্যা রয়েছে। সেখানে অভিযাত্রীদের সুস্থ থাকাটাও চ্যালেঞ্জের বিষয়।

অভিযানের দলনেতা ভাস্কর বলেন, 'এই প্রথম একসঙ্গে উত্তরবঙ্গ থেকে অভিযান হচ্ছে। এই অভিযানে ছেলেমেয়েদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সেইসঙ্গে ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন (আইএমএফ)-এর কাছে এই অভিযানের জন্য সাহায্যের আবেদন করা হবে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারিভাবেও আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানানো হচ্ছে।' ওই দলেরই আরেক সদস্য আমূলও জানান, তিনি এর আগে অন্যান্য অভিযানে গিয়েছেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের সকলে একসঙ্গে যাননি। এটি একটি আলাদা অভিজ্ঞতা। অন্যদিকে প্রথমবার এমন অভিযানে অংশ নেওয়া সুস্মিতা সরকার বলেন, 'আমি এব্যাপারে খুবই উৎসাহিত। এখন থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছি।' উত্তরবঙ্গে বহু মানুষের মধ্যেই পর্বতারোহণের বিশেষ প্রতিভা রয়েছে। সে বিষয়ে নানারকম প্রশিক্ষণ নেওয়া সত্ত্বেও মূলত আর্থিক অভাব ও অন্যান্য কারণে অনেকেই অভিযানে যাওয়ার সুযোগ পান না। তাই এবার অনেকে মিলে যৌথ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন। এছাড়া জয়ন্ত, সুজয়রা সকলেই এই অভিযান নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব বাড়বে। ব্যক্তিগত কাজে দূরে যেতে হতে পারে। **বৃষ :** কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। **মিথুন :** অচেনা কাউকে বিশ্বাস করে কোনও কাগজপত্র হাতে দেবেন না। জ্বর, সর্দিকাশিতে ভোগান্তি। **কর্কট :** পেটের কারণে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। বিদ্যার্থীদের শুভ। **সিংহ :** প্রেমে মান অভিমান চলবে। হাঁটুর সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। **কন্যা :** যে কোনও কাজ মাথা ঠান্ডা রেখে সেরে ফেলুন। ব্যবসায় সামান্য লোকসান। **তুলা :** অপরিচিত কোনও ব্যক্তির দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **বৃশ্চিক :** বহুদিনের কোনও বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। আগুন, বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাবধান। **ধনু :** জমিজমা সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমায় আপনার জয় নিশ্চিত। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **মকর :** পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে ঝামেলা মিটবে। ব্যবসায় ঋণ করতে হতে পারে। **কুম্ভ :** উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার বাধা কাটবে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। **মীন :** সকালেই কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। বিকেলের পর বাড়িতে আনন্দ উৎসব।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২২ বৈশাখ, ১২ মে, ২০২৫, ২৮ বহাগ, সংবৎ ১৫ বৈশাখ সুদি, ১৩ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।২, অঃ ৬।৬। সোমবার, পূর্ণিমা রাত্রি ৯।১৯। স্বাতীনক্ষত্র প্রাতঃ ৫।৪৫। বরীয়ানযোগ অহোরাত্র। বিষ্টিকরণ দিবা ৮।১৮ গতে ববকরণ রাত্রি ৯।১৯ গতে বালবকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, প্রাত ৫।৪৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ১।৪০ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই, প্রাতঃ ৫।৪৫ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-বায়ুকোণে, রাত্রি ৯।১৯ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৬।৪০ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৪।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১২ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দিবা ৮।১৮ গতে দীক্ষা বিক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যবৃদ্ধিদান নবান্ন যবশ্রাদ্ধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। বুদ্ধপূর্ণিমা। আন্তর্জাতিক নার্স দিবস (১২ মে)। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৪৭ মধ্যে ও ১০।১৬ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫২ গতে ৯।২ মধ্যে ও ১১।১৩ গতে ২।৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।২৮ গতে ৫।১৪ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য

অধ্যক্ষ কাণ্ডে উদয়নের দ্বারস্থ

কোচবিহার, ১১ মে : শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের অধ্যক্ষকে অপসারণ নিয়ে জলঘোলা চলছেই। এবার সেই জল গড়াল খোদ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ অবধি। রবিবার সকালে অল বেঙ্গল প্রিন্সিপাল কাউন্সিলের সদস্যরা বিষয়টি নিয়ে উদয়নের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে পদক্ষেপ করার অনুরোধ করেন। এব্যাপারে উদয়নের বক্তব্য, 'আমার কাছে অধ্যক্ষদের সংগঠনের সদস্যরা এসেছিলেন। তাঁদের কথা শুনেছি। বিষয়টি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে জানাব। তিনি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।'

অভিযোগ, সেই কলেজের অধ্যক্ষ শ্যামলচন্দ্র সরকারকে অনৈতিক ও নিয়মবহির্ভূতভাবে অপসারণ করা হয়েছে। এই অভিযোগ জানিয়ে উদয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পাশাপাশি রবিবার কোচবিহার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনও করেন অল বেঙ্গল প্রিন্সিপাল কাউন্সিলের সদস্যরা। সেখানে অল বেঙ্গল প্রিন্সিপাল কাউন্সিলের স্টেট জেনারেল সেক্রেটারি তথা কোচবিহার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পঙ্কজকুমার দেবনাথ বলেন, 'পরিচালন সমিতির কয়েকজন সদস্যের কথায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ওই অধ্যক্ষকে অপসারণ করা হয়েছে। যা অগণতান্ত্রিক। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও আমরা চিঠি পাঠিয়েছি।'

এবিষয়ে জলপাইগুড়ি ল' কলেজের অধ্যক্ষ অভিজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, 'ওই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কোনও আর্থিক অভিযোগ ছিল না। পরিচালন সমিতির সদস্যরা কোনও নিয়মের তোয়াক্কা না করেই ওই অধ্যক্ষকে অপসারণ করেছেন।' অভিজিতের যুক্তি, 'প্রথমে তাদের তদন্ত কমিটি গঠন করে, সেই কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী শ্যামলকে শোকজ করে তাঁর কাছে জবাব চাওয়া উচিত ছিল। এরপর প্রয়োজন মনে করলে তাঁকে কমিটি সাসপেন্ড করতে পারত। কিন্তু কখনোই তাঁকে এভাবে অপসারণ করতে পারে না। এবিষয়ে প্রয়োজনে আমাদের আইনি পথে যেতে হবে।'

প্রেমিকার বাড়িতে ধর্না

পারডুবি, ১১ মে : বিয়ের দাবিতে ধর্নায় বসল এক প্রেমিক। রবিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে। খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ ওই তরুণকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। গোটা ঘটনাটি পুলিশ খতিয়ে দেখছে বলে জানিয়েছে।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের হিন্দুস্তান মোড় সংলগ্ন এলাকার একটি বাড়িতে এদিন বিয়ের তোড়জোড় চলছিল। সেই বাড়িতে এক তরুণ ধর্নায় বসেন। মাথাভাঙ্গার পচাগড় এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণের দাবি, এই বাড়ির তরুণীর সঙ্গে তাঁর প্রায় ১১ বছরের প্রেমের সম্পর্ক। বেশ কয়েকদিন থেকে ওই তরুণী তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখছেন না। তাঁর অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়েছে। তা শুনে ওই তরুণ ধর্নায় বসেছেন।

ব্যাহত বৈঠক

হলদিবাড়ি, ১১ মে : হলদিবাড়ি ব্লক ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। মঙ্গলবার রাতে হলদিবাড়ি শহরের সীমান্ত ভবনে। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির জন্য অল্প কয়েকজন উপস্থিত থাকায় বৈঠক ব্যাহত হয়। তবে সেখানে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে নিহত সেনা ও সাধারণ মানুষের স্মৃতিচারণায় নীরবতা পালন করা হয়। ব্লক কমিটির তরফে সামসের আলি ও লুৎফর রহমান জানান, বর্তমানে দেশে যুদ্ধ পরিস্থিতি চলছে। এই অবস্থায় কমিটির তরফে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে সবরকম আন্দোলন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তোর্ষার পাড়জুড়ে অবাধে পাচার

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১১ মে : তোর্ষাজুড়ে বালি ও মাটি মাফিয়াদের দাপট বেড়ে চলেছে। প্রশাসনের নাকের ডগায় আর্থমুভার বসিয়ে মধুপুর থেকে শুরু করে ঘুঘুমারি সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন বালি-মাটি তোলার কাজ চলছে বলে অভিযোগ। শাসকদলের নেতারা জড়িত থাকায় নজরদারির ব্যাপারে প্রশাসনের হেলদোল নেই। তারা এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার। ইদানীং আবার নদীতে জল বাড়ায় চুরির কৌশলে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। মধুপুর ও রাজারহাটে সিমেন্টের বস্তায় বালি-মাটি ভরে নৌকায় নদী পার করে এপারে টোটো ও পিকআপ ভ্যানে পাচার চলছে। বরাত নিয়ে সেই মাটি প্রতি প্যাকেট ২০ টাকা করে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এক-একটি টোটোতে প্রায় ১৫টি প্যাকেট ও পিকআপ ভ্যানে ৩০-৪০টি প্যাকেট এঁটে যায়।

এভাবেই খাগড়াবাড়ির মরাতোর্ষা নদী শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর জেরে কারও কৃষিজমি বা বাঁশ বাগান নষ্ট হয়ে গেলেও মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খোলার সাহস পায় না। এডিএম (জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর) হিমাদ্রি সরকারের কথায়, 'ক'দিন আগে ঘুঘুমারির ওখান থেকে তিনটে টোটো ও দুটি পিকআপ ভ্যান বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সেগুলি অবৈধভাবে নদী থেকে বালি নিয়ে আসছিল। বালি চুরি রুখতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। চুরি ঠেকাতে প্রতিটি দপ্তরের সঙ্গে অন্য দপ্তরের সমন্বয় যাতে ঠিক থাকে সেজন্য পুলিশ, আরটিও, বিডিও ও বিএলআরওদের নিয়ে খুব শীঘ্রই একটি বৈঠক ডাকা হবে।'

জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের দেওয়া তথ্য অনুসারে, গত এক বছরে শুধু বেআইনি বালি ও মাটির ট্রাক ধরে জরিমানা বাবদ পাঁচ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। এই তথ্যই ইঙ্গিত দেয় কোচবিহার জেলায় বালি-মাটি মাফিয়ারা অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু যে গাড়িগুলি তারা ধরতে পারছে না সেই সংখ্যা আরও বেশি।

অনেক জায়গায় ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে মাফিয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কারবার চালানোর অভিযোগ উঠছে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, মাঝেমধ্যে দপ্তর শুধু গাড়ি ধরে লোকদেখানো জরিমানা করছে। বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার জেলার পরিবেশকর্মীরাও চিন্তিত। অনেক বছর ধরে অরূপ গুহ নদী নিয়ে কাজ করছেন। উদ্বেগের সুরে তিনি বলেন, 'সরকারি নিয়মের বাইরে গিয়ে কেউ যদি নদী থেকে বালি-মাটি তোলে তা ভীষণ বিপজ্জনক। বেশি লাভের উদ্দেশ্যে ইচ্ছেমতো যে কোনও জায়গা থেকে বালি ও মাটি তুললে পরিবেশের সমূহ ক্ষতি হয়। আমাদের দেশে কোনও নদীমন্ত্রক না থাকায় নদীর স্বাস্থ্য দেখার কেউ নেই। প্রশাসন যাতে বিষয়টির দিকে নজর দেয় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'

বস্তা ভর্তি করে চুরি হচ্ছে তোর্ষা চরের বালি। রবিবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

অভিযোগ

- প্রশাসনের নাকের ডগায় আর্থমুভার দিয়ে মধুপুর থেকে শুরু করে ঘুঘুমারি সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন বালি-মাটি তোলার কাজ চলছে
- শাসকদলের নেতারা জড়িত থাকায় নজরদারির ব্যাপারে প্রশাসনের হেলদোল নেই
- সিমেন্টের বস্তায় বালি-মাটি ভরে নৌকায় নদী পার করে এপারে টোটো ও পিকআপ ভ্যানে পাচার চলছে

> ক'দিন আগে ঘুঘুমারির ওখান থেকে তিনটে টোটো ও দুটি পিকআপ ভ্যান বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বালি চুরি রুখতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
>
> **হিমাদ্রি সরকার** *এডিএম (জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর)*

শালটিয়া নদীবক্ষে আর্থমুভার নামিয়ে বালি পাচার। কোদালখেতি গ্রামে।

শালটিয়াতেও চুরি, ক্ষোভ

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ১১ মে : শালটিয়া নদী থেকে বালি পাচারে ফের সক্রিয় বালি মাফিয়ারা। রবিবার সকাল থেকে নদীবক্ষে আর্থমুভার ও ট্র্যাক্টর নামিয়ে বালি তোলা হলেও প্রশাসন কার্যত নির্বিকার থাকল। নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কোদালখেতি এলাকার ঘটনা। শালটিয়া নদী থেকে এভাবে বালি তুললে নদীর গতিপথ পালটে যেতে পারে আশঙ্কা গ্রামবাসীর। এর ফলে আগামীদিনে নদীভাঙনে গ্রামের বসতবাড়ি ও কৃষিজমি নদীগর্ভে চলে যাবে। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বিএলআরও নির্ঝর বিশ্বাস বলেন, 'ওই নদী থেকে বালি বা মাটি তোলা সম্পূর্ণ বেআইনি। রেভিনিউ ইনস্পেকটরকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হবে।'

দুপুরের পর খবর পেয়ে নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কিন্তু ততক্ষণে আর্থমুভার ও তিনটি ট্রলি সহ পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ একটি ট্রলি সহ একজনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রামবাসীরা প্রশ্ন তুলছেন, প্রভাবশালী মহলের হাত না থাকলে দিনের আলোয় নদী থেকে বালি ও মাটি তোলার সাহস কীভাবে হয়? নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিরেন রায় সরকারের কথায়, 'গ্রামবাসীর কাছে বালি তোলার অভিযোগ পেয়ে তাদের নিষেধ করি। কিন্তু তারপরেও তারা ট্রলিতে বালি তুলতে থাকে।' পরে বিষয়টি পুলিশকে জানাই।

স্থানীয় সূত্রে খবর, নদীর পাশে ওই অঞ্চলের কৃষিজমি জল ধরে রাখতে পারে না। ২০০৬ সালে ভারত সরকারের গঙ্গা ফ্লাড কন্ট্রোল কমিশনের চেয়ারম্যান ভিআর শাস্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় জল সম্পদ মন্ত্রকের একটি প্রতিনিধিদল কোচবিহারে এসে সরকারের কাছে নদী সম্পর্কিত রিপোর্ট পেশ করেন। সেই রিপোর্ট বাস্তবায়িত হয়নি।

স্থানীয় বিজেপি নেতা উত্তম শীলের অভিযোগ, বালি চুরির পেছনে শাসকদলের একাংশের হাত রয়েছে। যদিও গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ অস্বীকার করে মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন বলেন, 'শালটিয়া নদী থেকে বালি তোলা বন্ধে ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে সক্রিয় হতে বলব।'

> ওই নদী থেকে বালি বা মাটি তোলা সম্পূর্ণ বেআইনি। রেভিনিউ ইনস্পেকটরকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হবে।
>
> **নির্ঝর বিশ্বাস** *বিএলআরও, মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক*

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com
ADMISSION NOTICE 2025
উচ্চ মাধ্যমিকের পরে
3 YEARS
BACHELOR'S DEGREE
WITH GUARANTEED INTERNSHIP & APPRENTICESHIP
LIFETIME PLACEMENT SUPPORT
Paramedical Science
- Medical Lab Technology
- Operation Theatre Technology
- Radiology and Medical Imaging
- Physiotherapy
Hospitality Management
- Hospitality and Tourism Management
Banking & Finance
- Bachelor's Degree in Banking, Financial Service and Insurance (BFSI)
Top-tier University Tie-ups
Bvoc SKP of GALGOTIAS UNIVERSITY
MANGALAYATAN UNIVERSITY
0% Interest Education Loan
THE GEORGE TELEGRAPH TRAINING INSTITUTE
• COOCHBEHAR CENTRE : RRN Road, Rajmata Street, Ward No-7, Beside Rajmata Temple, Coochbehar - 736101, Ph. : 9830277023
• MALDA CENTRE : Rabindra Avenue, Malda - 732101, Ph : 9674165585
• SILIGURI CENTRE : Hill Cart Road, Venus More, Siliguri - 734001, Ph : 8335078359
• SILIGURI CENTRE : Lala Lajpat Roy Road, Ashramprara, Siliguri Ward No 13 of S.M.C, Dist - Darjeeling - 734 001, Ph. : 9083299024

দুর্ঘটনায় মৃত্যু তরুণের

দিনহাটা, ১১ মে : হেলমেটবিহীন বাইকচালকদের দৌরাত্ম্য দিনদিন বেড়েই চলেছে। ফের দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল এক তরুণের। শনিবার রাত দশটা নাগাদ শিমুলতলা পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় বাইক ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক তরুণের মৃত্যু হয়। জখম হন বাইকে তাঁর পেছনে বসা তরুণী।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দীপঙ্কর রায় নামের ওই বাইকচালকের মাথায় ছিল না কোনও হেলমেট। তার উপর প্রচণ্ড গতিতে বাইকটি কোচবিহার থেকে দিনহাটার দিকে আসছিল। সেই মুহূর্তে পেট্রোল পাম্পের সামনে একটি লড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। জোরালো ধাক্কায় বাইকটি পাশেই থাকা ট্রাকের নীচে চলে যায়। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় বাইকচালক ও তাঁর পেছনে থাকা তরুণী। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হলে দিনহাটা থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আহতদের উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই বাইকচালককে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। তরুণী গুরুতর আহত অবস্থায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, মৃতের বাড়ি ছোটনাচিনা এলাকায়। ওই বাইকচালকের আগেও শিমুলতলা এলাকায় পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন স্থানে দুর্ঘটনার বলি হয়েছে আরও অনেকেই। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জন বারলার বাড়িতে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পি সি তামাং। রবিবার।

বারলার বাড়িতে পদ্ম নেতারা

শুভজিৎ দত্ত ও গোপাল মণ্ডল

নগরাকাটা ও বানারহাট, ১১ মে : গত জানুয়ারি মাসেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমঞ্চে থেকে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁকে নিয়ে দলবদলের যে জল্পনা চলছিল, তাতে আরও হাওয়া দিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা। তারপর মাস চারেক কেটে গেলেও যোগদান হয়নি এখনও। এরই মধ্যে স্ত্রীকে হারিয়েছেন বারলা। রবিবার প্রয়াত স্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতাদেরই বেশি বেশি আনাগোনা দেখা গেল। তুলনায় তৃণমূল নেতাদের উপস্থিতি নগণ্যই। তা নিয়ে আবার জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

তবে এসবের সঙ্গে রাজনীতি জড়াতে আপত্তি রয়েছে শোকবিহ্বল বারলারও। বারলা বলেন, 'দুঃখের দিনে কাছের বন্ধু ও নিজের লোকেদের সমবেদনা মানসিক শক্তি বাড়ায়। এখানে রাজনীতি খোঁজার কোনও মানে নেই।'

বারলার নাগরাকাটার হৃদয়পুরের খামারবাড়িতে সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বারলা দাবি করেছেন, সেই অনুষ্ঠান একেবারেই পারিবারিক। তবে সেখানে এদিন রাজনীতির লোকজনও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে যেতে না পারলেও সাতসকালে বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের বাড়িতে এসেছিলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা সহ বিজেপির তাবড় তাবড় নেতারা। আর রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক ও চা শ্রমিক সংগঠন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর সহ বানারহাট এলাকার দু'একজন নেতা ছাড়া ঘাসফুল শিবিরের আর কাউকে এদিন দেখা যায়নি। বারলার বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলায়। তৃণমূলের এই জেলার কোনও শীর্ষ নেতা কিন্তু এদিন লক্ষ্মীপাড়া কিংবা হৃদয়পুরে কোথাও আসেননি।

তাঁর তৃণমূলে যাওয়ার জল্পনা তুঙ্গে ওঠে গত ২৩ জানুয়ারি কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানে আয়োজিত সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একমঞ্চে থাকার পর। এরপর অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। স্ত্রীর চিকিৎসায় দীর্ঘদিন দিল্লিতে থাকা বারলা সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। তবে তাঁকে নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা কিন্তু থেমে থাকেনি।

জনের স্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

এদিন দুপুরে হৃদয়পুরের খামারবাড়িতে দুপুরে আসেন প্রকাশ। তাঁর সঙ্গে বসেই বারলা মধ্যাহ্নভোজ সারেন। জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্বকে দেখা গেল না কেন প্রশ্ন করায় প্রকাশের জবাব, 'দল একটাই। যে কেউ আসতে পারেন। জেলা বলে আলাদা কিছু নেই। আর এটা সৌজন্য সাক্ষাৎ।' গত ২৩ এপ্রিল প্রয়াত হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর স্ত্রী। পারলৌকিক কাজকর্ম হওয়ার পর এদিন ছিল শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। সেখানে শ্রদ্ধা জানাতে অনেকে উপস্থিত হন। সবচেয়ে নজর কাড়ে গেরুয়া শিবিরের শীর্ষ নেতাদের আধিক্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে কোনও শোকবার্তা আসেনি বলে বারলার পরিবার সূত্রের খবর। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বলেন, 'এই শোকের সময় আমরা প্রত্যেকে তাঁর পাশে রয়েছি। এটা রাজনীতির সময় নয়।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা উত্তম বিশ্বাস - কে 21.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81K 71985 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমাকে এবং আমার জীবনকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করার এক বিশাল সুযোগ দিয়েছে। আমাকে একজন কোটিপতি বানানোর জন্য আমি তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করুন
JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

আধিকারিক প্রবেশ

১০+২ টিইএস-৫৪ কার্যধারা (জানুয়ারি ২০২৬)-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করার আহ্বান করা হচ্ছে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়াটি www.joinindianarmy.nic.in-এ ১৩ মে ২০২৫ থেকে ১২ জুন ২০২৫ পর্যন্ত খোলা থাকবে। টিইএস-৫৪ কার্যধারার জন্য জেইই মেইনস ২০২৫ উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। এই কার্যধারার নির্ণায়ক রূপে দ্বাদশ শ্রেণিতে পিসিএম-এ (পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং গণিতে) ন্যূনতম ৬০% নম্বর পাওয়া অনিবার্য।

COMMISSIONED OFFICER

Applications are invited for 10+2 TES-54 course (Jan 2026). Online applications will open on **www.joinindianarmy.nic.in** from **13 May 2025 to 12 Jun 2025.** Appearance in JEE (Mains 2025 is mandatory for TES-54 Course. This is in addition to the criteria of minimum 60% marks in PCM (Physics, Chemistry and Mathematics) in Class 12th.

দ্রষ্টব্য :-
১। সেনাবাহিনীতে নিযুক্তিকরণ সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ এবং বিনামূল্যে হয়ে থাকে। দালালচক্র থেকে সতর্ক থাকুন।
২। বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তির জন্য অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in পরিদর্শন করুন।

Note :
1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, visit www.joinindianarmy.nic.in

CBC 10601/11/0014/2526

কেরিয়ার কাউন্সেলিং চায় মেধাবী পড়ুয়ারা

বাবাই দাস ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১১ মে : তুফানগঞ্জের লম্বাপাড়ার বাসিন্দা নম্রতা মান্তা। ঝুলিতে ৯১ শতাংশ নম্বর নিয়ে এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছে। কিন্তু এখন সে কিছুটা 'কনফিউজড'। এরপরে কোনও বিষয় নিয়ে স্নাতক পড়াটা ঠিক হবে নাকি এখন থেকেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে নামা উচিত, ঠিক করতে পারছে না। একই সমস্যায় পড়েছে সাথী সাহা এবং বিশ্বজিৎ ডাকুয়া। রেজাল্ট হাতে পাওয়ার পর গতানুগতিক ধারায় পড়াশোনা করবে নাকি কর্মমুখী কোর্স করবে? ঠিক করতে পারছে না তারাও।

স্কুলের উত্তীর্ণদের নিয়ে সঠিক কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা হলে সমস্যা অনেকটাই দূর হত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল বললেন, 'কেরিয়ারের সঠিক রাস্তা খুঁজে পেতে পড়ুয়াদের যাতে সমস্যা না হয়, সেজন্য সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে বিভিন্ন স্কুলে মাসদেড়েক আগে কাউন্সেলিং করানো হয়েছিল। অনেকেই নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছে।' প্রয়োজন হলে স্কুলগুলোতে আবারও কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দিলেন তিনি।

স্কুল, কলেজ, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়। এক প্রতিষ্ঠান থেকে আরেক প্রতিষ্ঠানে পা রাখার সন্ধিক্ষণগুলি জীবনে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়গুলোতে একটা সিদ্ধান্ত জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। ফলে উচ্চমাধ্যমিকের পর কী নিয়ে পড়লে চাকরির সম্ভাবনা প্রচুর রয়েছে, বা দ্রুত সাফল্য পাওয়া যাবে, সেটা অনেক সময়ই ঠিক করতে পারে না পড়ুয়ারা। অনেকে পরিবার কিংবা সমাজের চাপে অপছন্দের বিষয় নিয়ে এগিয়ে গেলেও সাফল্য আসে না। এই সময় কেরিয়ার কাউন্সেলিং পড়ুয়াদের ভাবতে সাহায্য করে। তাদের পছন্দের বিষয় জেনে সেখান থেকে কেরিয়ার গড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলের নম্রতা মান্তার কথায়, 'ইচ্ছে ছিল শিক্ষিকা হব। কিন্তু স্কুল সার্ভিস পরীক্ষা নিয়মিত হচ্ছে না। বিকল্প হিসেবে কোন পথটা ঠিক হবে, কাউন্সেলিং হলে একটা ধারণা পেতাম।'

কেরিয়ারের খোঁজে বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে এক পড়ুয়া।

> ইচ্ছে ছিল শিক্ষিকা হব। কিন্তু স্কুল সার্ভিস পরীক্ষা নিয়মিত হচ্ছে না। বিকল্প হিসেবে কোন পথটা ঠিক হবে, কাউন্সেলিং হলে একটা ধারণা পেতাম।
>
> **-নম্রতা মান্তা**
> *উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ*

ওই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক রজতকান্তি দেবনাথের মুখেও একই কথা শোনা গেল। তাঁর বক্তব্য, 'কোন পথে গেলে ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে পারবে তা বোঝার ক্ষমতা সব ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সমানভাবে থাকে না। তাই স্কুলের গণ্ডি পার করার পর দিশা হারিয়ে ফেলে কয়েকজন।' বাঁধাধরা কয়েকটা রাস্তা দিয়ে এগোনোর প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু এখন যে আরও অনেক নতুন নতুন রাস্তা রয়েছে, তার অর্ধেকেরই খোঁজ নেই পড়ুয়াদের কাছে। কেরিয়ার কাউন্সেলিং হলে সেই সমস্যা মিটে যায়। কোন কলেজে কোন কোন বিষয় রয়েছে, সেটা ইতিমধ্যে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে স্কুলের পড়ুয়াদের জানানো হয়েছে, জানালেন তিনি।

বেশ কয়েকটি বড় কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষার আবেদনপত্র পূরণ করা হয়ে গিয়েছে। সঠিক তথ্য না জানার কারণে অনেক পড়ুয়া সেই সুযোগ হারিয়েছে। অনেকে শেষমুহূর্তের চেষ্টা চালাচ্ছে।

মেডিকেলেও পরিদর্শন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের
সংশোধনাগারে স্বাস্থ্য নিয়ে ক্ষোভ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১১ মে : দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহার জেলা সংশোধনাগারে মেডিকেল অফিসারের পদ ফাঁকা। ফলে সেখানকার বন্দিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। রবিবার সংশোধনাগার পরিদর্শনে যান রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সেখানকার বন্দিদের, বিশেষ করে মহিলাদের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল সহায়তা বাড়ানোর কথা বলেছেন তিনি।

কোচবিহার জেলা সংশোধনাগারে বর্তমানে মোট ৩৭২ জন আবাসিক রয়েছেন। তার মধ্যে ৪৪ জন মহিলা। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সংশোধনাগারে মেডিকেল অফিসার ও ফার্মাসিস্ট থাকতে হবে। কিন্তু এখানে ফার্মাসিস্ট থাকলেও মেডিকেল অফিসার নেই। মহিলা কমিশনের তরফে সংশোধনাগারে চিকিৎসা নিয়ে সমস্যার অভিযোগ তোলা হয়েছে। পাশাপাশি মহিলা বন্দিদের যাতে এনজিও-র মাধ্যমে বিভিন্ন কাজকর্মে মোতায়েন রাখা যায়, সেই পরামর্শও দিয়েছে কমিশন। সংশোধনাগারের সুপার গৌতম রায় বলেন, 'মেডিকেল অফিসার নিয়োগের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। কেউ অসুস্থ হলে নিরাপত্তারক্ষীর মাধ্যমে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়।'

এমজেএন মেডিকেলে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। রবিবার।

সংশোধনাগারের পাশাপাশি এদিন এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে থাকা 'ওয়ান স্টপ সেন্টার' সহ বেশকিছু জায়গা পরিদর্শন করেছেন লীনাদেবী। তিনি বলেছেন, 'সংশোধনাগারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও খাবার নিয়ে কোনও অভিযোগ না থাকলেও মেডিকেলের বিষয়টি ঠিক নেই। সেখানে স্বাস্থ্য বিষয়ক সহায়তা যাতে বেশি করে করা হয়, সেই বিষয়ে পদক্ষেপ করতে হবে।'

এমজেএন মেডিকেলের মাতৃমা বিভাগে প্রশাসনের তরফে ওয়ান স্টপ সেন্টার রয়েছে। মহিলারা কোথাও নির্যাতন বা হিংসার শিকার হলে সেখানে আশ্রয় ও সহযোগিতা পান। সরকারিভাবেই মহিলাদের সহযোগিতা করা হয়। সেই সেন্টারটি এদিন ঘুরে দেখেন চেয়ারপার্সন সহ তার প্রতিনিধিদল।

ঘুরে দেখার পর কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনাদেবী বলেন, 'এখানকার কর্মীরা ভালো কাজ করছেন। তবে কোচবিহার অনেক বড় জেলা। তাই ওয়ান স্টপ সেন্টার নিয়ে বেশি করে প্রচার করতে হবে। যাতে কোথাও মহিলা সমস্যায় পড়লে এখানে এসে সহযোগিতা নিতে পারেন।'

এদিকে, গতবছর এমজেএন মেডিকেলের বেশ কয়েকজন রোগী সহায়িকা তৎকালীন এমএসভিপি রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগ তুলে রাজ্য মহিলা কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এদিন কমিশনের চেয়ারপার্সনকে সামনে পেয়ে সেই অভিযোগই লিখিত আকারে তাঁর কাছে জমা দেন অভিযোগকারীরা। লীনাদেবী বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

উড়ান।। রায়গঞ্জের কুলিক বার্ড স্যাংচুয়ারিতে হোয়াইট আইড প্যারাকিটের ছবিটি তুলেছেন প্রবাহ চৌধুরী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রাস্তার ধারে রাখা গাছের গুঁড়িতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা
উদাসীন কাঠ চেরাই মিল

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১১ মে : পাকা রাস্তার ধারে পরপর দুটি কাঠ চেরাইয়ের মিল। রাস্তার ধারেই রাখা হচ্ছে গাছের গুঁড়ি। মিলের সামনেই গাড়িতে তোলা এবং নামানো হচ্ছে গুঁড়ি। এতে রাস্তা সংকুচিত হয়ে পড়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে নয়ারহাট বাজার চত্বরে এমন ঘটনা ঘটলেও তা দেখার কেউ নেই। ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। রাস্তার ফুটপাথ থেকে দ্রুত গাছের গুঁড়ি সরানোর দাবিও ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে। এব্যাপারে স্থানীয়রা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

নয়ারহাট বাজার থেকে উত্তর দিকে কয়েক কদম এগিয়েই গিলাডাঙ্গামুখী পাকা রাস্তার দু'ধারে পরপর দুটি কাঠ চেরাইয়ের মিল। সেখানে রাস্তাটির বাঁকও রয়েছে। সেই বাঁকে রাস্তার ধারে গাছের গুঁড়ি থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। তবে রাস্তার পশ্চিম দিকের কাঠ মিলটি নিয়েই সমস্যা বেশি। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, এমনিতেই রাস্তাটি অপ্রশস্ত। তার ওপর রাস্তার ধারে গাছের গুঁড়ি স্তূপাকারে রাখার জেরে রাস্তাটি আরও সংকুচিত হয়ে পড়েছে। মিলের সামনেই যখন তখন গাড়িতে গুঁড়ি তোলা এবং নামানো হয়। এতে যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দা বাদশানুর আলম বলেন, 'মিলের সামনে আমি দু'বার বরাতজোরে দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি। রাস্তার ধারে গাছের গুঁড়ি রাখার জেরে দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে। বিষয়টিতে স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের দ্রুত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।' আরেক বাসিন্দা পঙ্কজ মল্লিক বলেন, 'রাস্তার ধারে গাছের গুঁড়ি থাকায় ওই জায়গায় ইতিমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটেছে। যে কোনও সময় আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' একই বক্তব্য রজনী বর্মনের মতো টোটোচালকেরও।

রাস্তার ধারে এভাবেই রাখা হয় গাছের গুঁড়ি। নয়ারহাট বাজার চত্বরে।

> মিলের সামনে আমি দু'বার বরাতজোরে দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি। রাস্তার ধারে গাছের গুঁড়ি রাখার জেরে দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে। বিষয়টিতে স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের দ্রুত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।
>
> **- বাদশানুর আলম**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

স্থানীয় নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গোলাম মর্তুজা প্রধান বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমি আগেই মিল মালিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু কাজ হয়নি। ফের কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।' যদিও বিনোদ বর্মন নামে এক মিল মালিকের পরিষ্কার মন্তব্য, 'রাস্তার ধারে আমরা গাছের গুঁড়ি রাখি না।' রমেশ বর্মন নামে আরেক মিল মালিক বলেন, 'এখন থেকে গাছের গুঁড়ি রাখা নিয়ে সতর্ক থাকব।'

মদনকামপুজো ও বাঁশমেলাকে ঘিরে ব্যস্ততা

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১১ মে : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গায় রবিবার মদনকামপুজোর আয়োজন করা হয়। এই পুজো স্থানীয়ভাবে বাঁশপুজো নামেও পরিচিত। পুজো উপলক্ষ্যে দু'দিনের মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এবছর বাঁশপুজো এবং মেলার ২৬তম বর্ষ। এবছর মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন।

রাজবংশী সমাজে প্রচলিত মদনকাম দেবের পুজো প্রায় বিলুপ্তির মুখে। প্রায় এক মাস বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে মদনকামপুজো বা বাঁশপুজোর গান করে মাগন তুলে পুজোর আয়োজন করা হয়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের লৌকিক দেবতাদের মধ্যে অন্যতম দেবতা কামদেব, যার প্রতীকী রূপ বাঁশ। এদিন সেই বাঁশকেই পুজো করা হয়। এর সঙ্গে চলে মদনকাম ঠাকুর বা বাঁশখেলার গান। উত্তরের ভাওয়াইয়া, সাইটোল, গোরক্ষনাথ, পালাটিয়া ইত্যাদি গানের মতো এই গান রাজবংশী সাংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক।

ঘোকসাডাঙ্গা বাঁশমেলা কমিটির মুখ্য পরিচালক দীপক রায়ের কথায়, 'আগে পূজার্চনার পাশাপাশি বিনোদনের অন্যতম উপাদান ছিল এই গান। প্রাচীন কাল থেকে এলাকায় মদনকাম বা বাঁশপুজোর প্রচলন রয়েছে। এখনও প্রতিবছর আমরা প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা বজায় রেখে আয়োজন করি।'

বাঁশ মেলায় ঢুলুয়া, ক্যানবাইজ, টিন বাজা, জাগের দল, বাইদা-বাইদানির দলের নাচ দেখতে ভিড় জমান অনেকেই। এলাকার প্রবীণদের কথায়, রাজবংশী সমাজের এই কৃষ্টি ধরে রাখতে নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। নাহলে প্রাচীন এই ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে।

তাঁরা আক্ষেপ করে জানালেন, কয়েক বছর আগেও ঘোকসাডাঙ্গা, পারডুবি, উনিশবিশা, রুইডাঙ্গা সহ মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় এইসময় মদনকামপুজো বা বাঁশপুজোর আয়োজন করা হত। কিন্তু আধুনিকতার ছোঁয়ায় এখন এই পুজো বা গান প্রায় বিলুপ্তির পথে।

ঘোকসাডাঙ্গায় মদনকাম দেবের পুজোর অনুষ্ঠান। রবিবার।

স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষপতি বর্মন বলেন, 'এখন সচরাচর এই গান বা পুজো তেমন চোখে পড়ে না। বাবা-কাকুদের মুখে শুনেছি বেশ কয়েক বছর আগে প্রায় সব এলাকাতেই এইসব গানবাজনা ও পুজো হত। তবে ঘোকসাডাঙ্গায় মদনকামপুজো নিয়ে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।'

টুকরো খবর

কাটা পড়ল পা

জামালদহ, ১১ মে : রবিবার সকালে দুলালি মণ্ডল (৬৫) নামে এক প্রৌঢ়ার পা ট্রেনে কাটা পড়ে। ঘটনাটি জামালদহ গোপালপুর রেলস্টেশন এলাকায়। প্রৌঢ়ার বাড়ি চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫৭ জামালদহ, চিতিয়ারডাঙ্গা এলাকায়। এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ মালগাড়িতে কাটা পড়ে দুলালিদেবীর দু'পা। পরে অবশ্য রেলকর্মীদের তৎপরতায় তাঁকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জামালদহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে প্রৌঢ়াকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

মণ্ডলে প্রবাস

কোচবিহার, ১১ মে : জনসংযোগ বাড়াতে 'মণ্ডলে প্রবাস' কর্মসূচি শুরু করেছে কোচবিহার জেলা বিজেপি। সেজন্য প্রতিটি বিধানসভায় পৃথক পৃথক নেতৃত্বকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দলের জেলা সহ সভাপতি দীপা চক্রবর্তী বলেছেন, 'ইতিমধ্যেই আমাদের মণ্ডল সভাপতিদের নাম ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। তাঁদের নিয়ে এলাকায় জনসংযোগ বাড়াতে আমরা প্রতিটি মণ্ডলেই যাচ্ছি। সেখানে দলীয় কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সহ নানা কর্মসূচি হচ্ছে। তারই নাম মণ্ডলে প্রবাস।'

পদযাত্রা

জামালদহ, ১১ মে : জামালদহ বৌদ্ধ সমিতির তরফে বুদ্ধপূর্ণিমা ও বিশ্বশান্তি উপলক্ষ্যে রবিবার একটি প্রভাতফেরি হয়। এদিন সকালে প্রভাতফেরিটি জামালদহ আশ্রম থেকে শুরু করে জামালদহ বাজার পরিক্রমা করে। সেই সঙ্গে মহাবোধি মহাবিহার মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে জামালদহে অবস্থিত সকল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। আয়োজকদের মধ্যে বিদেশ সিংহ বলেন, 'সোমবার জামালদহ বৌদ্ধ বিহারে বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বুদ্ধপুজো, প্রসাদ বিতরণ ও নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে।'

জনসংযোগ

দিনহাটা, ১১ মে : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে জনসংযোগে নামল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক নেতৃত্ব। রবিবার দিনভর দিনহাটা-২ ব্লকের বুড়িরহাটের একাধিক এলাকায় জনসংযোগ করেন ব্লক সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য সহ অন্যরা। সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন তাঁরা।

জীবন দিয়ে ছেলেকে বাঁচালেন বনি

আলিপুরদুয়ার, ১১ মে: দুর্ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও শোকের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি বনির পরিবার। তবে রবিবার মাতৃ দিবসে সেই শোকার্ত পরিবারের মধ্যে একটাই কথা ঘুরপাক খাচ্ছে, বনি প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন সন্তানকে।

কেবল পরিবার নয়, সোশ্যাল মিডিয়াও ছয়লাপ বনি বসু দেবের এই আত্মত্যাগের কাহিনী নিয়ে। বনির শ্বশুরবাড়ি সূর্যনগরে। আর বাপের বাড়ি ভোলারডাবরি। শাশুড়ি অসুস্থ থাকায় বাপের বাড়িতেই ছেলেকে রেখে স্কুলে যেতেন। ভোলারডাবরির নেতাজি বিদ্যাপীঠ স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বনিদের বাড়ি। তিনি পেশায় ছিলেন শিক্ষিকা। রবিবার তাঁর বাড়ির সামনে শিক্ষিকাকে শেষবারের মতো দেখতে ভিড় উপচে পড়ে। এদিন বনির দেহ যখন বাড়িতে নিয়ে আসা হয়, তখন তাঁর সন্তানকে আশপাশে দেখা যায়নি। মায়ের কী হয়েছে, তা বোঝার মতো বয়সও অবশ্য হয়নি সেই একরত্তির। সে খালি দেখছে, বাড়ি ভর্তি লোকজন। কিন্তু মায়ের দেখা নেই। সেই ভিড়ের মধ্যেই মাকে খুঁজে যাচ্ছে খুদে। আর বড়রাই বা কী বলবেন? বলছেন, মা স্কুলে গিয়েছে। স্কুল ছুটি হলে ফিরে আসবে। এভাবেই সান্ত্বনা দিচ্ছেন সকলে।

ওই শিক্ষিকার শাশুড়ি ঝুমা দেব এখনও শোকে মুহ্যমান। বলছিলেন, 'নাতিকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বৌমা। ওকে কোল থেকে নামিয়ে গাড়ির সিটের নীচে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেজন্যই যখন গাছ ভেঙে গাড়ির ওপর পড়ে, নাতির চোট লাগেনি। ও প্রাণে বেঁচে যায়।'

বনির স্বামী অভিজিৎও দুর্ঘটনার পর একেবারে ভেঙে পড়েছেন। তবে এরই মধ্যে তাঁর মাথায় ঘুরছে দায়িত্বের কথা। ছেলেকে দেখভালের দায়িত্ব। শোকের মধ্যেও ঘোর কাটছে না তাঁর। বারবার বলছেন, সন্তানকে বাঁচাতে স্ত্রীর আত্মত্যাগের কথা।

ফাইনালে সীমা

কালচিনি, ১১ মে : রাজ্য পুলিশের তরফে পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের কাজে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার নাম 'পুলিশ আইডল'। উত্তরবঙ্গভিত্তিক ওই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালেন কালচিনি থানার অধীনে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ার সীমা লোহার। রবিবার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১৩ মে থেকে শিলিগুড়ির ডাবগ্রামে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা হবে। সীমা সংগীত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আশা করছি চূড়ান্ত পর্যায়ে ভালো ফল করব।'

স্কুল ভিত্তিক ফলাফল উচ্চমাধ্যমিক

- তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ২২৩, উত্তীর্ণ : ২১২, সর্বোচ্চ : সুদীপ্তা সাহা এবং কৌশিক প্রধান (৪৭৪)
- তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ১১৫, উত্তীর্ণ : ১০৭, সর্বোচ্চ : সায়ন্তিকা পাল (৪৫৪)
- তুফানগঞ্জ অন্দরান ফুলবাড়ি হরিরধাম হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ১১১, উত্তীর্ণ : ৮৯, সর্বোচ্চ : রঞ্জিতা দাস (৪৭০)
- তুফানগঞ্জ ইলাদেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ৪৯, উত্তীর্ণ : ৩৩, সর্বোচ্চ : সুপর্ণা দে (৩৭৫)
- চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ১৩৬, উত্তীর্ণ : ১১৬, সর্বোচ্চ : ইয়াসমি পারভিন (৪৪৫)
- চৌরঙ্গি উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ৫৮, উত্তীর্ণ : ৫১, সর্বোচ্চ : হিমোশ্রী রায় (৪৫৬)
- ভোটবাড়ি সীতানাথ উচ্চবিদ্যালয়
মোট পরীক্ষার্থী : ২৭, উত্তীর্ণ : ২০, সর্বোচ্চ : ওয়াহিদা পারভিন (৩৫৬)

গাছকে ঢাল বানিয়ে বাইসনের সঙ্গে লড়াই

সুভাষ বর্মন ও রাকেশ শা

পলাশবাড়ি ও ঘোকসাডাঙ্গা, ১১ মে : একটি শিমুল গাছকে ঢাল হিসেবে কাজে লাগিয়ে বাইসনের সঙ্গে রীতিমতো ১০ মিনিট লড়াই। হয়তো একটু অবাক হচ্ছেন। হ্যাঁ এই অসম লড়াই করে নিজের প্রাণরক্ষা করেছেন ৪৯ বছর বয়সের এক কৃষক।

রবিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামে। তবে শুধু শিমুল গাছকেই নয়, নিজেও উপস্থিত বুদ্ধির জেরে মাটিতে শুয়ে পড়েছিলেন শংকর সরকার। তবু সাত-আটবার আক্রমণ করে বাইসনটি। তবে শিং দিয়ে আঘাত করতে পারেনি। মাথা দিয়ে আঘাত করায় কোমর, হাত ও পায়ে চোট পান শংকর। এতে প্রাণরক্ষা হয়।

অজ্ঞান করার পর বাইসন। পূর্ব কাঁঠালবাড়িতে রবিবার।

শংকরের সঙ্গে থাকা আরেক দিনমজুর রতিকান্ত বর্মন স্কোয়াশ খেতে আশ্রয় নেন। এক সাইকেল আরোহী সামান্য চোট পান। বন দপ্তর সূত্রে খবর, এদিন দুটি বাইসন বেরোয়। একটি বাইসন আসাম মোড়, রাইচেঙ্গায় দাপিয়ে বেড়ায়। সেটিকে বনকর্মীরা কুঞ্জনগরের জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেন। সেখানে কোনও ক্ষতি হয়নি। আরেকটি বাইসন সম্ভবত কোচবিহারের পাতলাখাওয়ার জঙ্গল থেকে পশ্চিম কাঁঠালবাড়িতে চলে আসে। সেটিকে বিকেলের দিকে অজ্ঞান করে উদ্ধার করা হয়।

জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কথায়, 'অজ্ঞান করার পর সুস্থ অবস্থায় ওই বাইসনটিকে পাতলাখাওয়ার জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। উদ্ধারকাজে কোচবিহারের বনকর্মীরাও ছিলেন। আর জখম ব্যক্তির খোঁজ নেওয়া হয়। স্থানীয়দের সতর্ক থাকতে বলা হয়।'

এদিন সকালে ভুট্টা ছেঁড়ার জন্য শ্রমিক রতিকান্ত বর্মনকে নিয়ে জমিতে যাচ্ছিলেন শংকর। হঠাৎ করেই বাইসনের মুখে পড়ে যান দুজন। রতিকান্ত পাশের স্কোয়াশ খেতে এসে শুয়ে পড়েন। কিন্তু শংকর পালাতে পারেননি। সেখানে খেতের আলপথে ছিল কয়েকটি শিমুল গাছ। একটি গাছের আড়ালে চলে আসেন তিনি। আর বাইসনটি পেছন দিক থেকে আক্রমণের চেষ্টা চালায়। এই আক্রমণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেই গাছ। আসলে প্রথমে শংকরকে নাগালে না পেয়ে গাছটিকেই বাইসন আক্রমণ করে। ওই পরিস্থিতিতে শংকর উপস্থিত বুদ্ধির জেরে দৌড় না দিয়ে মাটিতেই শুয়ে পড়েন। তাতেও অবশ্য বাইসনটি হাল ছেড়ে দেয়নি। শংকর যখন মাটিতে শুয়ে তখন বাইসনটি দুই শিমুল গাছের ফাঁক দিয়ে এসেও সাত-আটবার আক্রমণ চালায়। তবে কোনওভাবেই শিংয়ের গুঁতো লাগাতে পারেনি। শুধু মাথা দিয়ে শংকরের কোমরে আঘাত করে। এভাবে দশ মিনিট ধরে চলে লড়াই। তারপর বাইসনটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

আলিপুরদুয়ারের কাঁঠালবাড়ি হয়ে লতাপাতার লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল আরেকটি বাইসন। স্থানীয় বাসিন্দা জানান, লোকালয়ে বাইসন চলে আসায় তাঁরা আতঙ্কিত।

নদীকে ভালোবেসে অভিযান

হলদিবাড়ি, ১১ মে : নদীকে আরও ভালোভাবে চিনতে ও নদী নিয়ে নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নদী বরাবর ট্রেকিং চালালেন সম্রাট মৌলিক। কলকাতার যাদবপুরের বাসিন্দা সম্রাট একটি এনজিও'র সদস্য। তিস্তা নদীর গতিপথ বরাবর ওই অভিযান চালিয়েছেন তিনি।

গত মাসের ২৪ তারিখ তিস্তা নদীর উৎপত্তিস্থল, উত্তর সিকিমের চুমথাং থেকে ওই অভিযান শুরু হয়। রবিবার হলদিবাড়ি ব্লকের পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ঝাড়সিংহাসন এলাকায় এসে তাঁর অভিযান শেষ হয়। এই এলাকায় এসে তিস্তা নদী ভারতের ভূখণ্ড ত্যাগ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

সম্রাট জানিয়েছেন, তাঁর এই অভিযানের উদ্দেশ্য হল নদীটির অতীত এবং বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন উপলব্ধি করা। জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি এবং দৈনন্দিন জীবনে নদীর ওপর স্থানীয় মানুষের নির্ভরতা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতন করা।

এই অভিযান চলাকালীন সম্রাট কখনও রাত কাটিয়েছেন নদীর পাড়ের কোনও বাড়িতে। আবার কখনও সুযোগ পেয়েছেন হোটেলে থাকার। অভিযানের শেষ দিন তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্য সুমন দাস, বিজয় ধররা।

দুষ্কৃতী পাকড়াও

মুর্শিদাবাদে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি সহ পাঁচ দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করল কান্দি থানার পুলিশ। চড়কতলা মাঠে পরপর গুলির শব্দের পরেই স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন।

ধর্ষণের শিকার

পাটের খেতে কাজ করতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার এক মহিলা। অভিযোগের ভিত্তিতে এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে।

দেশবিরোধী কার্যকলাপ

পাকিস্তানের সমর্থনে সমাজমাধ্যমে পোস্ট ও জাতীয় পতাকা পোড়ানোর অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে বারাসত থানার পুলিশ। অভিযুক্তর সহকর্মীরাই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

নিখোঁজ বিড়াল

পশু চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে পোষ্য বিড়াল নিখোঁজ হতেই নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এক কলেজ ছাত্রী। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে আর্থিক পুরস্কারও ঘোষণা করলেন।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রভাব শিল্প-বাণিজ্যে

কেক ও শাড়িতে স্বদেশিয়ানা

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ মে : রবিবারের দুপুরে এন্টালির অন্যতম বিখ্যাত কেকের দোকানটিতে ভিড় চোখে পড়ার মতো। উৎসুক জনতা মোবাইলে ছবিও তুলে নিচ্ছে। অনেকে দামদরও জিজ্ঞাসা করছেন। কিন্তু দোকানের মালিক স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছেন, এই কেকগুলি বিক্রির জন্য নয়। দেখা গেল, অন্তত ১০ পাউন্ডের দুটি কেক সাজানো রয়েছে। তাতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, 'অপারেশন সিঁদুর'-এ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান। তেমনি নিউ মার্কেটের একটি দোকানে আনা হয়েছে 'অপারেশন সিঁদুর' শাড়ি। তা দেখতে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। তবে ওই শাড়িটিও বিক্রির জন্য নয়। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি শুরু হলেও শিল্পজগতে অপারেশন সিঁদুরের প্রভাব পড়েছে। সেনাবাহিনীকে সম্মান জানাতে কেউ বানিয়েছেন শাড়ি, আবার কেউ বানিয়েছেন কেক। সেনাদের অবদানকে শৈল্পিক

কেকে সুদর্শন চক্র এবং শাড়িতে সার্বভৌমত্ব।

কার্যকলাপের মাধ্যমে কুর্নিশ জানালেন শিল্পীরা। যা চাক্ষুষ করার জন্য মানুষের উন্মাদনাও কম নয়।

৮-১০ জন শিল্পী দু'দিন ধরে কেক দুটি তৈরি করেছেন। একটি কেকের ওপর লেখা 'অপারেশন সিঁদুর'। তার পাশে রানওয়ে ও দুটি যুদ্ধবিমান তৈরি করা হয়েছে। দেশের জাতীয় পতাকা ও মাঝখানে লেখা 'জয় হিন্দ'। পাকিস্তানকে মোক্ষম জবাব দিতে ভারতের অন্যতম হাতিয়ার ছিল এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বা সুদর্শন চক্র। আরেকটি কেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্র নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দোকানের কর্ণধার বলেন, 'এক একটি কেক তৈরি করতে ৪ হাজার টাকার বেশি খরচ হলেও তা বিক্রির জন্য নয়। দেশের ১৪০ কোটি নাগরিক ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাশে রয়েছে তা বোঝানো হয়েছে।' দোকানে আসা এক দর্শনার্থী বিপুল মান্না ফোনে ছবি ফ্রেমবন্দি করতে করতে বললেন, 'ভারতীয় সেনাদের জন্যই রাতে নিশ্চিন্তে ঘুম হয়। তাই তাঁদের এই ত্যাগকে শ্রদ্ধা জানানোই উচিত।' পহলগামে জঙ্গি হামলার প্রত্যাঘাতে শুরু হওয়া 'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রভাব পড়েছে ফ্যাশন দুনিয়াতেও। সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারতের সার্বভৌমত্ব তুলে ধরতে নিউ মার্কেটের একটি দোকানে আনা হয়েছে 'অপারেশন সিঁদুর' শাড়ি। যার আঁচলে দিল্লির লালকেল্লা, জাতীয় পতাকা। এছাড়া শাড়িটিতে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র, স্থাপত্য, পরিবহণের মাধ্যম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অন্তত ২১ ভাষায় সমগ্র শাড়িটি জুড়ে লেখা 'মেরা ভারত মহান'। হালকা গোলাপি রঙের শাড়িটি বোনা হয়েছে প্রিমিয়াম স্যাটিন মেটেরিয়াল দিয়ে। হগ মার্কেটের ভিতর যাঁরা কেনাকাটা করতে আসছেন, তাঁদের নজর কেড়েছে এই শাড়ি।

তবে ডিজাইনার চাহাত ইসরানি বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর শুরু হওয়ার পরদিন থেকে আমি ও আমার দাদা এই ভাবনা এনেছি। আপাতত শাড়িটি বিক্রির কোনও পরিকল্পনা নেই। তবে এই ধরনের অন্য ডিজাইন পুজোর জন্য ভেবে রাখা হয়েছে।' যাঁরা দোকানে কেনাকাটা করতে আসছেন, তাঁদের সিঁদুরও উপহার দিচ্ছেন বিক্রেতারা।

বিজেপির সব কর্মসূচি স্থগিত

স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে দোলাচল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ মে : যুদ্ধ পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে দলের রাজ্যব্যাপী সমস্ত কর্মসূচি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখল রাজ্য বিজেপি। পাক হানার বিরুদ্ধে দেশের সেনাবাহিনীর লড়াইকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজ্যব্যাপী একাধিক কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু সূত্রের খবর, রবিবার দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপাতত এই কর্মসূচি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দলের এক রাজ্য নেতা বলেন, সাময়িকভাবে সংঘর্ষ বিরতি হলেও যুদ্ধ পরিস্থিতি এখনও রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এধরনের স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে রাজনীতি করতে চায় না বিজেপি।

ইতিমধ্যেই যুদ্ধের বিরোধিতা করে শান্তির দাবিতে পথে নেমেছে আইসার মতো অতি বাম সংগঠন। ১৩ মে ধর্মতলার লেনিন মূর্তি থেকে একই ইস্যুতে মিছিল করার কথা বামপন্থীদের। বাম ও অতি বামদের এই যুদ্ধবিরোধী অবস্থানকে কড়া সমালোচনা করতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীরা। বিষয়টি নিয়ে এখনই রাজনীতি না করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন আরএসএসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব।

গত ৭ মে সল্টলেকে রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে স্থির হয়েছিল, সাফল্যের জন্য সেনা জওয়ানদের অভিনন্দন জানাতে ১৩ মে দুই বঙ্গে কলকাতা ও শিলিগুড়িতে একইদিনে মিছিল করবে বিজেপি। ১৫ ও ১৬ মে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রজুড়ে মিছিল, শোভাযাত্রা ও অভিনন্দন সভা করবে বিজেপি।

এরপর রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভাতেও এই কর্মসূচি হবে। এরইসঙ্গে মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসায় হিন্দু নিধনের বিষয়টিকে যুক্ত

> **যা হবে না**
>
> ■ সেনাবাহিনীর লড়াইকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজ্যব্যাপী একাধিক কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি
>
> ■ ১৩ মে কলকাতা ও শিলিগুড়িতে মিছিল করার কথা ছিল
>
> ■ রবিবার দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপাতত এই কর্মসূচি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

করে ১৪ বা ১৫ মে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বাইক মিছিল করার ঘোষণা করেছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেই লক্ষ্যে গত শুক্রবার বৈঠকে যুবমোর্চার তরফে ২ ও ৩ দিনে কলকাতা থেকে বহরমপুর পর্যন্ত বাইক মিছিলের ব্লুপ্রিন্ট রাজ্য নেতৃত্বের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু শনিবারই রাজ্য নেতৃত্বের তরফে যুব মোর্চাকে জানানো হয়েছে, আপাতত এই কর্মসূচি স্থগিত রাখা হচ্ছে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে 'মুর্শিদাবাদ চলো' কর্মসূচি ঘোষণার পরই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বাইক মিছিল হলে ২০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে। আর ফরাক্কা পর্যন্ত পৌঁছোতে হলে আরও ১০০ কিলোমিটার যেতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এধরনের বাইক মিছিলের অনুমতি রাজ্য প্রশাসন দেবে না এটা ধরে নিয়েই আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে। ফলে আগে নেতৃত্ব ঘোষণা করুক, তারপর রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মতো এগোতে হবে। শুভেন্দুর এই মন্তব্যেই কর্মসূচির ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মতেও আগাম পরিকল্পনা না করে ঘোষণা করা ঠিক হয়নি।

বিজেপি যুব মোর্চার এক প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে বলেন, কর্মসূচি স্থগিত করার জন্য যুদ্ধ পরিস্থিতিকে দোহাই দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আসলে সাংগঠনিক দুর্বলতাই এর কারণ। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও তো দলের বৈঠকে বলেছেন, ৬১ লক্ষ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও জেলায় জেলায় কর্মসূচি করতে লোক পাওয়া যায় না কেন? ২০১২-য় কলকাতা থেকে কাশ্মীরের লালবাগ পর্যন্ত মিছিল করেছিল যুবমোর্চা। সেই সময় রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি আজকের মতো ছিল না। তাহলে বাইক মিছিলের পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে হচ্ছে কেন?

তৃণমূলের ভোটার তালিকা সংশোধন থমকে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ মে : কেটেও কাটছে না যুদ্ধ পরিস্থিতির আবহ। তার জেরে ছন্দ কেটেছে রাজ্যের সব রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডের। বিরোধী দল বিজেপি তো বটেই, ২০২৬-এ ভোটের লক্ষ্যে রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে উঠেপড়ে লাগতে হবে শাসকদল তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের। জেলায় জেলায় শুরুও হয়েছিল দলের কাজ। নেত্রীর কথামতো দলের পরামর্শদাতা আইপ্যাককেও এই কাজে লাগানো হয়েছিল। ওই পর্যন্তই। হঠাৎ দেশে যুদ্ধের আবহে শাসকদলের ওই কাজও এখন প্রায় থমকেই গিয়েছে জেলায় জেলায়। এমনিতেই এই কাজে আবার আইপ্যাকের 'মনিটরিং' মোটেই দলের রাজ্য থেকে জেলা নেতৃত্বের একাংশ ভালো চোখে বা ভালো মনে নিতে পারেননি। তবুও শুরু হয়েছিল। রবিবার শাসকদল সূত্রের খবর, দলের ওই কাজ জেলায় জেলায় এখন বন্ধ। আইপ্যাকের পক্ষে সবচেয়ে বেশি দাবিদার যিনি, সেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইদানীং দলের কাজে প্রায় নীরব। যা দলের লোকেদের কাছে অনেকদিনই রহস্যজনক তো বটেই, তাৎপর্যপূর্ণও।

রাজ্য স্তরে তৃণমূলের সাংগঠনিক কোনও কাজে অভিষেককে অনেকদিনই দেখা যাচ্ছে না। মাঝেমধ্যেই দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তাঁর দেওয়া পোস্টের দেখা মিলছে। যেমন রবিবার 'আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবস' উপলক্ষ্যে অভিষেকের পোস্ট চোখে পড়েছে সকলের। ওই পর্যন্তই।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর নির্দেশমতো ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে দলের নেতাদের মতো অভিষেকেরও কোনও বক্তব্যই মিলছে না। দলনেত্রীও এই ব্যাপারে চুপ থাকায় অন্যান্য শীর্ষনেতাও এই নিয়ে মুখ খুলছেন না। ভোটার তালিকায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির কথা প্রকাশ্যে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী তালিকা সংশোধনের কাজে দলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন। তা সত্ত্বেও দলের এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের অন্দরে চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। এদিন দলের প্রবীণ এক শীর্ষনেতার মন্তব্য, 'দেখে মনে হচ্ছে শাসকদলের অন্দরে মতিচ্ছন্ন অবস্থা। তবু দাবি করছি, যুদ্ধের আবহ কাটলেই দলনেত্রীর নির্দেশে আবার সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

ফের মিষ্টি হাব চালুর উদ্যোগ

বর্ধমান, ১১ মে : মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প বর্ধমানের মিষ্টি হাব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যে স্বপ্ন নিয়ে এই মিষ্টি হাবের পথ চলা শুরু করিয়েছিলেন সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। কয়েক বছর আগে বর্ধমানের মিষ্টি হাবের পথ চলা একেবারে থমকে যায়। তবে হাল ছাড়েনি প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প মিষ্টি হাব পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে প্রশাসন। সেইমতো রবিবার খড়্গপুর আইআইটির এক আধিকারিক সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা বর্ধমানের মিষ্টি হাবের সার্বিক অবস্থা খতিয়ে দেখলেন। তৈরি হল নতুন করে মিষ্টি হাবটি চালুর রূপরেখা।

মা তোমার নেই তুলনা

বিশেষ দিনেও সন্তান কোলে ইটভাটায় শ্রমিকরা। (নীচে) রাজপথে মায়ের কোলে। রবিবার নদিয়া ও কলকাতায়। ছবি : পিটিআই এবং আবির চৌধুরী

আইনি হুঁশিয়ারি বিতানের দাদার

কলকাতা, ১১ মে : পহলগামে জঙ্গিহানায় নিহত বিতান অধিকারীর স্ত্রী সোহিনী অধিকারী নাগরিকত্ব পেতেই আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন বিতানের দাদা বিভু অধিকারী। সোহিনীকে বিভু আগেই বাংলাদেশের নাগরিক বলে অভিযোগ করেছিলেন। তবে শনিবারই তাঁকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তারপরই বিভু বলেন, 'সোহিনী রায়কে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার অর্থ উনি আগে বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন। ভারতীয় নাগরিক ছিলেন না। ২০২৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ৯টি মামলা করেছেন। সর্বত্র উনি বলেছেন যে, উনি ভারতীয়। এটা আদালতকেও বিভ্রান্ত করা। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর উত্তর দেওয়া দরকার। সেই প্রক্রিয়াও শুরু করছি।'

বিতানের দাদা বিভুর অভিযোগ, সোহিনী ও তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা আলিপুর আদালতে বিচারাধীন। ২০২৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে বারবার চিঠি লিখে সোহিনী ও তার মায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছে। কিন্তু অজানা কোনও কারণে ভারত সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে দাবি করেন তিনি। ২০২৫ সালের এপ্রিলের আগে সোহিনী নাগরিকত্ব চেয়ে যতগুলি আবেদন করেন, তা বাতিল করা হয়েছে। তাহলে বিতানের মৃত্যুর ১৫ দিনের মাথায় তার নাগরিকত্ব অর্জন সাজানো ঘটনা হিসেবে মনে করছেন নিহত বিতানের দাদা। যদিও বিষয়টি নিয়ে সোহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

রেস্তোরাঁয় সমীক্ষা

কলকাতা, ১১ মে : কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত শহরের সমস্ত রুফটপ রেস্তোরাঁয় যৌথ পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেছুয়া অগ্নিকাণ্ডের পর রুফটপ রেস্তোরাঁগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তাই কলকাতা পুলিশ, দমকল বিভাগ, রাজ্য আবগারি দপ্তর যৌথভাবে সমন্বয় রেখে রেস্তোরাঁগুলি পরিদর্শন করবে। রেস্তোরাঁগুলির ফায়ার লাইসেন্স, আবগারি লাইসেন্স সহ নিরাপত্তার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে। কোনও রেস্তোরাঁয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ত্রুটি পেলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হতে পারে। ইতিমধ্যেই রুফটপ রেস্তোরাঁ সংক্রান্ত মামলা কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন। পুরসভার তরফে হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি যৌথভাবে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার ভিত্তিতেই আদালতে রিপোর্ট পেশ করবে। জানা গিয়েছে, পরিদর্শনের পর কোনও রেস্তোরাঁয় নিরাপত্তাজনিত ত্রুটি পেলে তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া হবে। তার মধ্যে ঘাটতি পূরণ করতে হবে। কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলায় হোটেল মালিকদেরও বক্তব্য পুরসভাকে শোনার বিষয়ে জানিয়েছে আদালত। তারপরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে যৌথ নজরদারির পথে হাঁটতে চলেছে পুরসভা।

জেলায় জেলায় খাবার মজুত রাখার সিদ্ধান্ত নবান্নের

কলকাতা, ১১ মে : যুদ্ধ পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আগামী তিন মাসের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। তাছাড়াও উত্তরবঙ্গ এবং সুন্দরবনের যেসব সীমান্তবর্তী এলাকা পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা, সেই জায়গাগুলিতে বিশেষ নজরদারির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ডিজি, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে রবিবার নবান্নে জরুরি বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এদিন তিনি সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি এই অঞ্চলগুলি থেকে ছড়ানো ভুয়ো তথ্য থেকেও সতর্ক থাকার বার্তা দেন।

শনিবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে একাধিক রাজ্যের মুখ্যসচিবের বৈঠক হয়। তারপরই রবিবার মনোজ পন্থ এই রাজ্যের জেলাগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন। যুদ্ধের সতর্কতা জারির উদ্দেশ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা দেওয়া হয় বৈঠকে। শিলিগুড়ি করিডর সহ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক মহল মনে করছে, উত্তরবঙ্গের 'চিকেন নেক' অঞ্চলের সুযোগ নিয়ে রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আক্রমণ রুখতে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ডিজি কন্ট্রোল রুমে পাঠানোর নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

জুন, জুলাই এবং অগাস্ট মাসের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য জেলায় শীঘ্রই পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে নবান্ন। জেলা প্রশাসনকে সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার কোর্স করানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রতিটি জেলায় হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শয্যা ও অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা রয়েছে কি না, সেই বিষয়েও জেলা শাসকদের সঙ্গে এদিন আলোচনা করেন স্বাস্থ্যসচিব। বিকেলেও স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। জরুরি ভিত্তিতে সমস্ত স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

স্বস্তির খোঁজে চাঁপাতলার ঘাটে। রবিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

পূর্ণমকে ফেরানোর আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১১ মে : পাক সেনার হাতে বন্দি জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউয়ের স্ত্রী রজনী সাউকে ফোন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তাঁকে ফোনে আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি ফিরবেন পূর্ণম।'

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পরে আপাতত দুশ্চিন্তা কিছুটা কেটেছে ওই পরিবারের। এদিন পূর্ণমের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজখবরও নেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে স্বামীকে ফেরাতে চেয়ে আর্জি করেছিলেন রজনী। তার জন্য শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আর্জি করেছিলেন তিনি। তারপরই ওই পরিবারকে ফোন করে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পহলগামে জঙ্গি হানার পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার সময় নিখোঁজ হন সেনা জওয়ান পূর্ণম। স্বামীকে ফেরাতে বিএসএফের সঙ্গেও কথা বলতে ছোটেন রজনী। এদিন তিনি বলেন, 'কল্যাণদাকে জানিয়েছি, ১০ মিনিট মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' তাঁর আর্জির পর কল্যাণও জানান, তিনি বিষয়টি দেখছেন। ওই সেনা জওয়ানকে ফেরাতে বিএসএফের ডিরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও প্রধানমন্ত্রীর অফিসেও যোগাযোগ করেছেন কল্যাণ। তিনি আশ্বাস পেয়েছেন, পূর্ণম ফিরে আসবেন। ওই পরিবারের এই উৎকণ্ঠার মাঝেই ফোন করে তাঁদের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যজুড়ে সিপিএমের 'মিশন ৩৬০'

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ মে : রাজ্যজুড়ে 'মিশন ৩৬০' নামক উদ্যোগ নিতে চলেছে সিপিএম। প্রতিটি জেলায় অন্তত দুটি করে বিকল্প শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রতিটি এরিয়া কমিটিতে একটি করে স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সাংগঠনিক বার্তায় দলীয় কর্মীদের এমনটাই নির্দেশ দিয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসংযোগই মূল লক্ষ্য সিপিএমের। তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিকল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোতে চাইছে তারা।

প্রতিটি এরিয়া কমিটিতে স্বাস্থ্য সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছে দল। তাতে স্থানীয় চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, রেড ভলান্টিয়ার, দলের তরুণ কর্মীরা পরিষেবায় যুক্ত থাকবেন। কম খরচে চিকিৎসা পরামর্শ ও ওষুধের ব্যবস্থাও থাকবে। দলের অন্যান্য সংগঠনকেও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। জেলায় জেলায় শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ছাত্র, তরুণ, শিক্ষকদের যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই দলীয় নেতা-কর্মীদের কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে। তাতে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, বিকল্প গড়ে তোলাই বর্তমানে প্রাসঙ্গিক। তাই দলের অন্দরে চর্চা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তাই সরকারি ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির পদক্ষেপ করলে আদতে দলেরই লাভ। জুন মাসের মধ্যে বুথ স্তরে স্থায়ী সংগঠন ও সদস্য সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

সংঘর্ষ বিরতি নানা মত অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তাদের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১১ মে : আমেরিকার মধ্যস্থতায় সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত ভারত-পাকিস্তানের। বিরতি ঘোষণার পরই দেশের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দুটি বিপরীত ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদল বলছেন, পাকিস্তানকে শায়েস্তা করার জন্য যুদ্ধই একমাত্র উত্তর। অপর দল আবার শান্তির পক্ষে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কী মত অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তাদের? 'পাকিস্তান হারে তো এক বার পলটকে ফির ওয়াপস আতে হ্যায়। আগর জিত যাও তো লাপরোয়া মত হো জানা'। ওম পুরীর 'লক্ষ্য' সিনেমার এই বিখ্যাত ডায়ালগ উল্লেখ করে অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার রঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কর্মজীবনে উরি আক্রমণ দেখেছি। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যুদ্ধ কখনোই সমস্যা মেটায় না। ভারতের এই পালটা আক্রমণের প্রস্তুতি নিশ্চিতভাবে ২০১৫-'১৬ সাল থেকে চলছে। তবে সংঘর্ষ বিরতি মানে কিন্তু প্রত্যুত্তর দেওয়া বন্ধ করা নয়। ওরা ক্ষতি করলে আমরাও তৈরি আছি।'

কিছুটা ভিন্নমত অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল সৌমিত্র রায়ের। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানকে কখনোই বিশ্বাস করা যায় না। সংঘর্ষ বিরতি হল ঐতিহাসিক ভুল। সরকার বলেছিল পাকিস্তানের শিকড় ধ্বংস করব। সেটা হল কই? আইএসআই, জঙ্গিদের শিকড় এখনও ওপড়ানো গেল না কেন? পাকিস্তানের সেনাপ্রধান যতক্ষণ না আক্রমণ বন্ধের নিশ্চয়তা দিয়ে লিখিত চুক্তি করছে, ততক্ষণ ওদেরকে ভারত সরকারের বিশ্বাস করাই উচিত নয়।'

সোমবার ভারত-পাকিস্তানের ডিজিএমও পর্যায়ের বৈঠকেই প্রকাশ পাবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত। এই বৈঠকই ঠিক করবে উত্তেজনার

পারদ পরবর্তী ক্ষেত্রে বাড়বে কি না। ব্রিগেডিয়ার দেবাশিস দাস বলেন, 'আমাদের দেশ বেশ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। তবে হঠাৎ পিছিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে আমি কিছুটা হলেও আশাহত। কিন্তু আমি মনে করি, যুদ্ধ দেশের অর্থনীতিতে একটা বিশাল অংশের ক্ষতি করবে। পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীদের গুরুত্ব তুলনায় কম। ভারত নিশ্চয়ই সমস্ত দিক বিবেচনা করে স্থায়ী সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অপারেশন কিন্তু এখনও থামেনি। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আছে জানি। তবে আশা রাখছি সোমবার ভারত-পাকিস্তানের বৈঠকে শান্তির কোনও পথ বেরোবে, যেটা দেশবাসীর মঙ্গল করবে।'

বিএসএফের অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি সমীর মিত্র বলেন, 'পাকিস্তানের আক্রমণে আমারই জুনিয়ার মহম্মদ ইমতিয়াজ শহিদ হয়েছেন শনিবার। যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই আমি চিন্তিত। তবে সংঘর্ষ বিরতিকে একেবারেই সমর্থন করি না। আমাদের দেশে ট্রাম্পকে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছেই বা কেন? আঙুল তুললে আঙুল ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন। যে উদ্দীপনার সঙ্গে ভারত প্রতিশোধ নেওয়া শুরু করেছিল, সেই উদ্দীপনা বজায় রাখতে পারেনি বলেই পাকিস্তান আজ সুযোগ নিয়েছে। যেসব জঙ্গি কাশ্মীরে হত্যালীলা চালিয়েছে তাদের আমাদের দেশের হাতে তুলে দেওয়া হোক। এরকম নির্মমভাবে হত্যার উত্তর কখনও নিশ্চুপভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধ ছেলেখেলা হিসেবে দেখার জিনিস নয়।' অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার রঞ্জন মুখোপাধ্যায় অবশ্য সংঘর্ষ বিরতিকে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর মতে, 'ভারত পাকিস্তানকে কখনও বিশ্বাস করেইনি। বিশ্বাস করলে কখনও শনিবার রাতে পাকিস্তানের হঠাৎ আক্রমণের উত্তর দিতে পারত না। সেনারা তৈরি আছেন। দেশের ক্ষতি যেন না হয়, সেই কথা মাথায় রেখে তাঁরা ভবিষ্যতেও কাজ করে যাবেন।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৫১ সংখ্যা, সোমবার, ২৮ বৈশাখ ১৪৩২

কবে শোধরাবে পাকিস্তান

ভারত-পাক ক্রিকেট ম্যাচের মতোই নাটকীয় উপাদানে ভরপুর দু'দেশের সামরিক সংঘর্ষ পর্বও। লড়াই শুরুর সাড়ে তিনদিনের মাথায় মার্কিন মধ্যস্থতায় হঠাৎই সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রয়াসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি-ইসলামাবাদ। দুই দেশকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন ট্রাম্প। তারপর ঘণ্টাদুয়েকও যায়নি, ফের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পাক বাহিনীর গুলিগোলা, ড্রোন হানা শুরু হল রাজৌরি-আখনুর-আর পুরা-বদগাম-বারামুল্লায়। ব্ল্যাক আউট গোটা কাশ্মীরে। পাকিস্তান তার বিশ্বাসযোগ্যতাই হারিয়েছে, আবারও প্রমাণিত হল।

১৯৪৭ থেকে এযাবৎ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের তিনবার যুদ্ধ হয়েছে। ১৯৪৭, ১৯৬৫, ১৯৭১। ১৯৯৯-এ কার্গিলে ভারত-পাক লড়াই ছিল তুলনায় সীমিত। ২৬ বছর পর আবার সম্মুখসমরে দু'পক্ষ। ২২ এপ্রিলের পহলগাম কাণ্ডে ২৬ জন খুনের পালটা ৭ মে ভোররাতে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হানা চালিয়ে ন'টি জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনা-বায়ুসেনা। এর মধ্যে লস্কর-জইশ-হিজবুল্লার ঘাঁটিও ছিল। পাক আকাশসীমা লঙ্ঘন না করে ভারতীয় বাহিনীর 'অপারেশন সিঁদুর' প্রথম পর্বে পাকিস্তানের সেনাঘাঁটি বা পাক সামরিক পরিকাঠামোর কিন্তু কোনও ক্ষতি করা হয়নি। অন্যদিকে, পাকিস্তান ভারতের পনেরোটি শহরের সেনাছাউনিতে আক্রমণের চেষ্টা চালায়। সবক্ষেত্রেই পাক চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে ভারত। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরেও সামরিক পরিকাঠামো ধ্বংসে নেমে পড়ে ভারতীয় বাহিনী। পাক সেনার রাডারের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করে দেয়। সেই রাতে জম্মু-কাশ্মীর, পঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট সহ বহু রাজ্যের ৩৬ শহরে সেনাঘাঁটি ও জনপদ লক্ষ্য করে ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে থাকে পাক সেনা। কিন্তু ভারত এস ৪০০ আকাশ-প্রতিরোধী ব্যবস্থা দিয়ে প্রতিটি আক্রমণেরই মোকাবিলা করেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের খবর, পাকিস্তানের দুটি এফ ১৬ যুদ্ধবিমানকেও গুলি করে নামানো হয়েছে। শনিবার সকালে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের সামরিক পরিকাঠামোকে আরও ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। ধ্বংস করে দেয় পাক সেনার অন্তত আটটি বিমানঘাঁটি।

দুপুর পর্যন্ত মোটামুটি এটাই ছিল সংঘর্ষের চিত্র। আচমকাই বিকেলে আসে সংঘর্ষ বিরতির খবর। পাকিস্তানের ডিজিএমও মেজর জেনারেল কাশিফ আবদুল্লা তাঁর ভারতীয় প্রতিপক্ষ লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাইকে ফোন করেন। তারপরেই দু'পক্ষ সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়। কিন্তু প্রদীপ জ্বালানোর আগে থাকে সলতে পাকানোর পর্ব। পাক উপপ্রধানমন্ত্রী ইশাক দার জানিয়েছেন, ভারত-পাক সংঘর্ষ থামাতে আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, চিন, সৌদি আরব, তুরস্ক সহ ৩৬টি দেশ উদ্যোগী হয়েছিল। মার্কিন সময় অনুযায়ী শুক্রবার সারারাত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স এবং বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো ভারত-পাক উভয়পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন। তার আগে নরেন্দ্র মোদি, জয়শংকর, অজিত দোভালের সঙ্গে কথা বলেছিলেন তাঁরা। বস্তুত সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণার অব্যবহিত আগেই ভারতের তরফে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, এখন থেকে ভারত যে কোনও ধরনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা বলেই গণ্য করবে। সংবাদমাধ্যমে এই খবর প্রচার হতে না হতেই ওয়াশিংটন থেকে সংঘর্ষ বিরতির খবর। আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সেনাবাহিনীর তিন আধিকারিক। সোফিয়া কুরেশি, রঘু নায়ার, ব্যোমিকা সিং। যতদূর খবর, সংঘর্ষ শুরুর আগে ভারত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রাখা সমেত যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিল, সেগুলি যথারীতি বহাল থাকবে। অন্যদিকে, পাকিস্তানি বাহিনী সংবাদমাধ্যমের সামনে তাদের ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ তালিকা তুলে ধরে।

এই সব পর্ব চলতে চলতেই অন্ধকার নামতেই কাশ্মীর সীমান্তে পাক সেনার নতুন করে ড্রোন হামলার খবর আসতে থাকে। ১৯৪৭ থেকেই দশকের পর দশক সেই একই কাণ্ড। সংঘর্ষ বিরতির পরেও পাক তাণ্ডব প্রমাণ করল, সাধারণ সেনারা সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। প্রশ্ন একটাই, পাকিস্তান আর কবে 'গুড বয়' হবে?

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোনও কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

-ভগবান

ফেক নিউজে নতুন দিগন্ত বিশ্বজুড়ে

রাতে যা টিভিতে দেখছি, সকালে কাগজে বা টিভিতে সেই খবর নেই। ভারত-পাক 'যুদ্ধ' ঘিরে গোটা বিশ্বে এক ছবি।

শুভম পাল

তাইওয়ানে বসে বুঝতে পারছিলাম একটা কথা। সেখানকার বাসিন্দাদের ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ নিয়ে খবর পাওয়ার দুটো উপায় ছিল। এক, চিনা ভাষার সংবাদমাধ্যম থেকে খবর জানা। দুই, চিনা সোশ্যাল মিডিয়ার আলোচনা থেকে খবর পাওয়া।

তাইওয়ান আসার আগে চিনে আমি ছিলাম দীর্ঘদিন। জানি, ওখানে মিডিয়া কীভাবে ভারত বিরোধী মনোভাব বহন করে। তবে তাইওয়ানের মানুষজন ও সরকার অনেকটাই ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল।

ভারত-পাক নিয়ে তাইওয়ান বা চিনের মনোভাব দেখলে বোঝা যায়, সব দেশেই সংবাদমাধ্যম কারও না কারও পক্ষে দাঁড়িয়েছে। একেবারে নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যম পাওয়া খুব কঠিন। ফেক নিউজ একদিন ভারতে গোটা দেশে ছড়ানোর পরেই লোকে মারাত্মক উত্তেজিত হয়েছেন। ভুল খবরে আস্থা রেখে উল্লাস প্রকাশ করেছেন মধ্যরাতে। পরে সকালে উঠে দেখেছেন, সে সব খবর তো খবরের কাগজে নেই।

এই জিনিসটা গোটা পৃথিবীতেই হয়েছে। বলা হচ্ছে, ভারত-পাক সংঘর্ষ প্রথম ড্রোনযুদ্ধ দেখাল পৃথিবীতে। ড্রোনযুদ্ধের পাশাপাশি আমরা ফেক নিউজযুদ্ধও দেখলাম। সেটা বিশ্বে ছড়ানো হল দারুণভাবে। এমন ঘটনা আগে কখনও হয়েছে বলে জানি না।

আপাতত সাময়িক বিরতি। কিন্তু বিগত কয়েকদিনের 'ইনফোওয়ার' বা তথ্যযুদ্ধের এখনও কোনও 'সিজফায়ার' হয়নি। সরকারিভাবে এটাকে যুদ্ধ বলা যাবে না। তবে এই সংঘর্ষের শুরু থেকেই 'ইনফোওয়ার' এক প্রকাণ্ড রূপ নিয়েছে। ভারতীয় সামরিক বাহিনী পাকিস্তান তথা পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নয়টি সন্ত্রাস শিবির ধ্বংস করেছিল। সেই ধাক্কা সামলানোর চেষ্টায় পাকিস্তান সরকার এবং সেদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথমেই একটা খবর ঘটা করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয়।

সেটা কী? সেই ঘটনাবহুল রাতে পাকিস্তান বায়ুসেনা একটি রাফাল সহ ভারতের বেশ কয়েকটি বিমান ধ্বংস করেছে। পাক সোশ্যাল মিডিয়াতে এই খবরটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাচক্রে ভারতের হামলার কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তান সরকার এক্স বা পূর্বের টুইটার-এর উপর এক বছরের বেশি সময় ধরে থাকা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। আইএসআই কয়েক হাজার ফেক অ্যাকাউন্ট খুলে এই খবরটিকে বিশ্বজুড়ে প্রচারিত করতে থাকে। পাকিস্তানি জনতাও বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে এই খবর নিয়ে উচ্ছ্বাস, ট্রোলিং শুরু করে দেয়। ইতিমধ্যে যাচাই না করেই পাকিস্তান সংবাদমাধ্যমকে 'সোর্স' হিসাবে ব্যবহার করে তাদের পরম মিত্র চিন এই 'ইনফোওয়ার'-এ ভারতের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়।

তারা ভারতীয়দের ব্যঙ্গ করে একটি বর্ণবিদ্বেষী ভিডিও বানিয়ে সেটাকে ভাইরাল করে দেয় এবং সে দেশের সরকারি সংবাদমাধ্যমগুলি চিনের জে-১০ বিমান দ্বারা রাফাল ধ্বংসের খবর চালাতে থাকে। চিনের রি বিমান উৎপাদনকারী সংস্থাটির বাজারদরও লাফিয়ে অনেকটা বেড়ে যায়। ইতিমধ্যে চিনের একদল ট্রোল আর্মি, যাদের 'উমাও' বলে ব্যঙ্গ করা হয়, তারাও আসরে তেড়েফুঁড়ে নেমে পড়ে।

বিভিন্ন পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমও এই খবর দেখিয়ে 'ক্লিকবেট' শিরোনাম চালিয়েছে। তবে কাতারের আল জাজিরা এবং তুরস্কের টিআরটি পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমকে উদ্ধৃত করে ভারতের বিরুদ্ধে একের পর এক খবর চালানোর শীর্ষে থাকবে। আজকের উন্নত উপগ্রহ নজরদারির যুগে বিমানের কোনও ধ্বংসের ছাপও আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিশ্বজুড়ে ঘরে ঘরে মোবাইল ক্যামেরা এবং ইন্টারনেট থাকা সত্ত্বেও কী করে কোনও রাফালের ধ্বংসচিহ্ন মাত্র কোনও সাধারণ মানুষের ক্যামেরায় ধরা পড়েনি, সেটাও এখনও ধোঁয়াশায়।

কিন্তু সর্বভারতীয় সংবাদপত্রের এক সাংবাদিকও এই ফেক নিউজের ফাঁদে পা দিয়ে খবরটি চালিয়ে দেন। পরে অবশ্য সেই সাংবাদিক এবং কাগজ খবরটি প্রত্যাহারের পাশে ক্ষমা চায়। এরই মধ্যে একটি পশ্চিমী টেলিভিশন নিউজ চ্যানেল-উপস্থাপিকা যখন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফকে ভারতীয় বিমানগুলি ধ্বংসের সত্যতা প্রমাণের দাবি করেন, তখন তিনি দিব্যি বলেন, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ার খবর থেকে এসব তথ্য পেয়েছেন। অবিশ্বাস্য কথা।

সুদূর তাইওয়ানে বসে আমি এখানকার বেশ কিছু মানুষ বা অধ্যাপকদের চিনা ভাষায় এই ফেক নিউজটি পড়ে সমাজমাধ্যমে শেয়ার এবং পোস্ট করতে দেখি। পরে সিএনএন-ও এক ফরাসি সূত্র উদ্ধৃত করে খবর জানায়। তবে আজ পর্যন্ত ভারতীয় সরকারের তরফে রাফাল বা অন্য বিমান ধ্বংসের সত্যতা সম্পর্কিত কোনও বিবৃতি আসেনি।

এরপর দেখি, বেশ কিছু শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই 'ফগ অফ ওয়ার'-এর আবহে নিজেদের মতো করে ফেক নিউজ পরিবেশিত করতে থাকে। তারই মধ্যে ভারতীয় নৌবাহিনী দ্বারা করাচি বন্দর ধ্বংসের খবর সর্বাগ্রে শিরোনামে আসে। পাল্লা দিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যম একের পর এক ফেক নিউজ বা ফলস প্রোপাগান্ডা চালাতে থাকে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী, রাজনীতিবিদ, সরকারি আমলা এবং কূটনীতিবিদরা ঝাঁপিয়ে পড়ে একের পর এক ফেক নিউজ পরিবেশন করতে থাকেন।

ভারতে নিযুক্ত এক প্রাক্তন পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত তো নাগপুরে আরএসএস হেডকোয়ার্টারে পাক হামলার কথা এক্স-এ লিখে বসেন। এরই মধ্যে ভারত সরকার কিন্তু মাথা ঠান্ডা রেখে শুধুমাত্র ফ্যাক্ট বেসড ইনফরমেশন সংক্ষেপে পরিবেশন করতে থাকে। কোনওরকম ফলস প্রোপাগান্ডা ছাড়াই ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি, সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং তাঁদের প্রতিদিনের প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে অপারেশন সিঁদুর সম্পর্কিত টু দ্য পয়েন্ট, সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত খবর পরিবেশনে অগ্রণীর ভূমিকা নেন। উলটোদিকে, পাকিস্তান তাদের যুক্তরাষ্ট্রে এবং ব্রিটেনে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে বিভিন্ন টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলে বেশ কিছু মিথ্যা দাবি এবং অপপ্রচার করতে থাকে।

> পাকিস্তান তাদের যুক্তরাষ্ট্রে এবং ব্রিটেনে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে বিভিন্ন টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলে বেশ কিছু মিথ্যা দাবি, অপপ্রচার করতে থাকে। এই যে ফেক নিউজের বন্যা গোটা বিশ্বে ছড়াচ্ছিল ভারত ও পাকিস্তান থেকে, তা চিনের গা ঘেঁষা তাইওয়ানে বসে উপলব্ধি করছিলাম।... কাতারের আল জাজিরা এবং তুরস্কের টিআরটি পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমকে উদ্ধৃত করে ভারতের বিরুদ্ধে একের পর এক খবর চালানোর শীর্ষে থাকবে।

এই যে ফেক নিউজের বন্যা গোটা বিশ্বে ছড়াচ্ছিল ভারত ও পাকিস্তান থেকে, তা চিনের গা ঘেঁষা তাইওয়ানে বসে উপলব্ধি করছিলাম। লন্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম দোরাইসামী ছবি সহ তথ্যপ্রমাণ দিয়ে পাকিস্তানের সেনার সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে প্রকাশ্যে গাঁটছড়ার কথা একটি টেলিভিশন চ্যানেলে বলেন। আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয় মোহন কাওয়াটরাও যুক্তি, তথ্য সহকারে পাকিস্তানের অপপ্রচারকে সামলান। ওদিকে, খালিস্তানিদের একটা অংশ ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছিল। এদিকে পশ্চিম এশিয়ার বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যমেই ভারত বিরোধী খবর। ভালো লাগল, কংগ্রেস নেতা শশী থারুর একটি চ্যানেলের মাধ্যমে সহজাত স্টাইলে সাবলীলভাবে এসব নস্যাৎ করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার একটি চ্যানেলে এই সাক্ষাৎকারেও একইভাবে ভারতের পক্ষে সওয়াল করেন।

যাই হোক এখন তো যুদ্ধবিরতি। তবে এবারের 'ইনফোওয়ার'-এ লড়াই ভারত বনাম পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে নতুনভাবে রূপ দেখিয়ে দিল। ভারতের বিরুদ্ধে যেখানে ছিল চিনের সংবাদমাধ্যম, চিনের ট্রোল আর্মি, আল জাজিরা, টিআরটি। সঙ্গে বেশ কিছু পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমের একটি অঘোষিত জোট।

(লেখক তাইওয়ানের তাইপেইতে সরকারি নিউজ চ্যানেলের সাংবাদিক)

আজ

১৮৬৩

সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্ম আজকের দিনে।

২০১৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য।

আলোচিত

যারা সিঁদুর মুছেছিল, তারা যোগ্য জবাব পেয়েছে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবেই। বিশ্ব শক্তিশালীদের সম্মান করে। ভীতুদের নয়। আমাদের শক্তি বাড়াতে হবে। দেশ শক্তিশালী না হলে কেউ সম্মান করবে না। আর ভারত অন্যতম শক্তিশালী দেশ। ব্রহ্মস আমাদের শুধু হাতিয়ার নয়, একটা বড় বার্তা।

- রাজনাথ সিং

ভাইরাল/১

ভারত-পাক টেনশনের আবহে কয়েকজন জওয়ান উত্তরপ্রদেশের এক ধাবাতে খেতে গিয়েছিলেন। ধাবা থেকে বেরোনোর সময় স্থানীয়রা তাঁদের ওপর ফুল ছড়ান, হাতে জলের বোতল তুলে দেন। 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনি ওঠে। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

ব্যাংককের এক রেস্তোরাঁয় খাচ্ছিলেন কয়েকজন তরুণী। হঠাৎ বিকট আওয়াজে রেস্তোরাঁর ছাদ ভেঙে বিশাল এক টিকটিকির থাবা বেরিয়ে আসে। ডাইনোসরের পূর্বপুরুষকে দেখে হুলুস্থুল শুরু হয়। ভয়ে এক তরুণী তাঁর বন্ধুর গায়ে লাফিয়ে পড়েন।

জনমন জনমত

ভারতকে যেন দুর্বৃত্তরা কখনও দুর্বল না ভাবে

দু'পাশে সেনা অফিসার সোফিয়া কুরেশি এবং ব্যোমিকা সিং, মাঝে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। সংবাদমাধ্যমের সামনে বলছিলেন 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে। সোফিয়া ও ব্যোমিকা বুঝিয়ে বলছিলেন, পাকিস্তানের চক্রান্ত এবং প্রত্যুত্তরে ভারতের প্রত্যাঘাতের কথা।

সন্ত্রাসীরা চেয়েছিল, পুরুষ সঙ্গীটিকে হত্যা করে নারীর চোখের জলের মধ্যে দিয়ে ভারতের দুর্বলতা প্রকাশ করতে। চেয়েছিল বিভাজনের মধ্যে দিয়ে দেশকে দুর্বল করতে। প্রত্যুত্তরে সোফিয়া ও ব্যোমিকা বার্তা দিলেন, ভারত এক, ভারতের নারীরা সাহসী ও শক্তিশালী। ভারতকে যেন দুর্বৃত্তরা দুর্বল না ভাবে। বিভাজন নয়, 'মিলে সুর মেরা তুমহারা'ই ভারতের পথ। এর মধ্যে সমতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিহিত আছে। এই বার্তা সকলের কাছে পৌঁছালেই ভালো। অপারেশনের সাফল্য বা অন্যান্য খুঁটিনাটি নিয়ে পরে আলোচনা করাই যাবে।

তবে আপাতত যে বার্তা ভারতীয় সেনা দেশবাসী তথা বিশ্বকে দিতে চেয়েছে তার মূল সুরটি বুঝে নেওয়া দরকার।

অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায়
মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে। এটা কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট বা হকি ম্যাচ না, সত্যিকারের যুদ্ধ। ফেসবুক, টিভি, টুইটার দেখে মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে। টিভি সঞ্চালকরা একে অপরকে টেক্কা দিতে চাইছেন। মিথ্যার আশ্রয় নিতেও দ্বিধাবোধ করছেন না। পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত দুটো দেশের যুদ্ধ অনেকে রীতিমতো উপভোগ করছেন। ধ্বংসের ভয় পাচ্ছেন না, ক্ষয়ক্ষতির কথা ভাবছেন না, সেনা বা সাধারণ মানুষের জীবনহানির কথা ভাবছেন না, আগ্রাসী মতামত দিচ্ছেন। আলোচনা শুরু হোক, যুদ্ধ বন্ধ হোক।

আশিস রায়চৌধুরী
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উত্তরবঙ্গের অর্কিড তুলে ধরার চেষ্টা কই

অসমে ১৬ বিঘায় ৫০০ প্রজাতি নিয়ে হল দেশের বৃহত্তম অর্কিড পার্ক। কালিম্পং, কার্সিয়াং পারে না কেন?

শৌভিক রায়

শুধু প্রেম, সৌন্দর্য আর শক্তি নয়। অর্কিড জড়িয়ে বিলাসিতা, স্বচ্ছ ভাবনা, পরিমার্জন ইত্যাদির সঙ্গেও। অর্কিড-মুগ্ধ কবি এমিলি ডিকিনসন তাই বোধহয় খুব সহজেই বলতে পেরেছিলেন, 'I know the Butterfly/ And the Lizard/ And the Orchis/ Are not these/ Your Countrymen?'

কিন্তু হঠাৎ অর্কিড কেন? আসলে প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি অর্কিডকে নিয়ে আমাদের, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে, কোনও ভাবনাচিন্তা নেই। অথচ এই অঞ্চল হল অর্কিডের অন্যতম খনি। পৃথিবীর প্রায় ৩৫ হাজার প্রজাতির অর্কিডের মধ্যে আমাদের দেশে ১ হাজার ৩১৪ প্রজাতির দেখা মেলে। তার মধ্যে ৩০০ ধরনের অর্কিডের জন্ম উত্তরবঙ্গে। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে অর্কিডকে নিয়ে কিছু করা যেতেই পারে। সমস্যা হল, অনেককিছুর মতোই এই ব্যাপারে আমরা কিছু করে উঠতে পারিনি। কালিম্পংয়ের মতো পাহাড়ি শহরে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু অর্কিড নার্সারি চোখে পড়লেও, সামগ্রিকভাবে অর্কিডকে ঘিরে কোনও প্রচেষ্টা চোখে পড়ে না। কার্সিয়াং--সাদা অর্কিডের দেশেও সেই বাড়তি উদ্যোগ নেই।

অথচ যদি চোখ রাখি প্রতিবেশী রাজ্য অসমের দিকে, তাহলেই দেখতে পাব অন্য চিত্র। অসমের কাজিরাঙ্গায় ১৬ বিঘা জমির ওপর ৫০০ প্রজাতির অর্কিড নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে দেশের বৃহত্তম অর্কিড পার্ক। আর তাকে ঘিরে নিত্যদিন যে কর্মকাণ্ড চলছে, তা নিঃসন্দেহে দেখার মতো।

উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্ব ভারতের ৮৫০ প্রজাতির মধ্যে অসমে পাওয়া যায় ৪০২ ধরনের অর্কিড। অর্থাৎ পার্কে কিছু অর্কিড আনা হয়েছে বাইরে থেকেও।

এমনিতে কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্য ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মর্যাদা পেয়েছে। ফলে বন্যপশু দেখতে পর্যটকের সংখ্যা সেখানে বেশি। কিন্তু অর্কিড পার্ক যেন একদমই আলাদা। অর্কিড ছাড়াও এখানকার মিউজিয়ামে অসমের চিরাচরিত বাদ্যযন্ত্রের বিপুল সম্ভার রয়েছে। দেখা যায় কীভাবে তাঁত বোনেন স্থানীয়রা। কোহরা রেঞ্জের এই পার্কে প্রতি সন্ধ্যায় বর্ণময় অসমের সংস্কৃতি তুলে ধরেন স্থানীয় শিল্পীরা। রাভা, বোড়ো, কার্বি প্রভৃতি বিভিন্ন জনজাতির বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে বিহু, দেওধনি, ডোমেদিরাং, হামজার ইত্যাদি নানা শৈলীর নৃত্যগীত পর্যটকদের যেমন মন ভরায়, তেমনি শিল্পীদেরও পরিচিতি দেয়। আর টিকিট বিক্রির প্রাপ্ত অর্থ কোঅপারেটিভ পদ্ধতিতে সকলের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়।

অরণ্য-পাহাড়-চা বাগান-ঝরনা-হিংস্র বনচর-জনজাতি সম্প্রদায়-কোচবিহার-বক্সার মতো প্রাচীন জনপদ মিলেমিশে উত্তরবঙ্গও কিন্তু কম বর্ণময় নয়। ফলে সদিচ্ছা থাকলে, এখানে পর্যটন প্রসারে অনেক কিছুই করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করে, জঙ্গলের চারপাশে ব্যাঙের ছাতার মতো রিসর্ট আর হোটেল তৈরি ছাড়া, আর কিছু হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। উলটে জঙ্গল বা পাহাড় কেটে রাস্তা আর ইট-কাঠের জঙ্গল নির্মাণের কুফল টের পাচ্ছি আমরা। বিভিন্ন রিসর্টে সন্ধেবেলায় ক্যাম্পফায়ার করে স্থানীয় সংস্কৃতি তুলে ধরবার চেষ্টা করা হলেও, কেন্দ্রীয়ভাবে একটিমাত্র মঞ্চে কিছু করবার কোনও তাগিদ নজরে আসে না। সেখানে কাজিরাঙ্গার অর্কিড পার্কের মতো বিষয় নিয়ে ভাবা তো অনেক পরের কথা!

আসলে অন্যেরা যা পারে, আমরা সেটি পারি না। ফলে পর্যটনের ক্ষেত্রে উত্তর যেখানে ছিল, সেখানেই রয়ে গিয়েছে। পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু উত্তরকে চেনানোর প্রয়াস বৃদ্ধি পায়নি।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৩৭

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। স্তব, স্তুতি, প্রণাম, উপাসনা ৪। নলযুক্ত প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ, পদ্মের ডাঁটা ৫। গৃহ, আধার, তীর্থস্থান ৭। বন, গভীর, জঙ্গল ৮। অন্যকথা, কথা বলার ফাঁকে, কথা কাটাকাটি ৯। ধূর্ত, অতি চতুর, প্রবঞ্চক ১১। একমাত্র, দ্বিতীয় নেই এমন, নিঃসঙ্গ ১৩। কুস্তিগির, বাহুযোদ্ধা, পালোয়ান ১৪। অহংকারী, গর্বী ১৫। দায়ী, জিম্মাদার, ঋণগ্রস্ত, খাতক।

উপর-নীচ : ১। প্রদীপের সলতে ২। অনেক, বহু, বহু রকমের ৩। জাদু, জাদুর মন্ত্রতন্ত্র ৬। মাদার গাছ ও তার ফল ৯। হঠাৎ পড়ার শব্দ১০। বাবা ১১। কোনও একদিন, কোন সময়ে ১২। কাঁটা, বাধা, কলঙ্ক।

সমাধান ■ ৪১৩৬

পাশাপাশি : ১। মিজোরাম ৩। মারুতি ৫। কায়সাধনা ৭। শকারি ৯। কসম ১১। ফরফরানি ১৪। কালিকা ১৫। দলবল।

উপর-নীচ : ১। মিলমিশ ২। মওকা ৩। মালসা ৪। তিলানা ৬। ধড়াস ৮। কাতার ১০। মগডাল ১১। ফক্কিকা ১২। ফসকা ১৩। নিনাদ।

বিন্দুবিসর্গ

ইন্দিরা-স্মরণের মাঝে উলটো সুর কংগ্রেসে

বিশেষ অধিবেশন : নমোকে চিঠি রাগার

নয়াদিল্লি, ১১ মে : ইন্দিরা গান্ধি পাকিস্তানকে যেভাবে শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন, নরেন্দ্র মোদি সুযোগ পেয়েও তা কেন করতে পারলেন না তা নিয়ে আপাতত উত্তাল দেশের রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজ। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় দুই দেশের সংঘর্ষবিরতির জেরে সেই সুযোগ ভারত হেলায় হারিয়েছে বলেই ধারণা কংগ্রেস ও নাগরিক সমাজের একাংশের। যদিও শশী থারুর, পি চিদম্বরমরা এই মত মানতে নারাজ।

এর মধ্যেই সংসদে বিশেষ অধিবেশনের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে রবিবার চিঠি লিখেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তিনি লিখেছেন, 'বিরোধীরা একসুরে অবিলম্বে সংসদে বিশেষ অধিবেশনের যে অনুরোধ করেছেন, আমি তারই পুনরাবৃত্তি করছি। পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলা, অপারেশন সিঁদুর এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তরফে প্রথমে ঘোষণা করা সংঘর্ষবিরতি নিয়ে দেশের মানুষ এবং তাঁদের জনপ্রতিনিধিদের আলোচনা করাটা জরুরি। পাশাপাশি এর থেকে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় আমাদের যৌথ সংকল্প প্রদর্শনের একটি সুযোগও পাওয়া যাবে। আমি বিশ্বাস করি, আপনি এই দাবি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন।' রাহুলের সুরে একই ইস্যুতে মোদিকে চিঠি লিখেছেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। শনিবারই বিশেষ অধিবেশনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সর্বদল বৈঠক ডাকার দাবি তুলেছিল কংগ্রেস। একই দাবি শোনা যায় আরজেডি, সিপিএম, সিপিআইয়ের তরফেও।

> এই প্রথমবার সামাজিক মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণা করলেন। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর হুমকি দিয়েছিল। সেইসময় ইন্দিরা গান্ধি মার্কিন রক্তচক্ষুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। আমরা আজ ওঁকে স্মরণ করছি। ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক ব্যাপারে আমেরিকা সহ কোনও তৃতীয়পক্ষের নাক গলানো চলবে না
>
> **শচীন পাইলট**

> ১৯৭১ সালের সঙ্গে ২০২৫ সালের পরিস্থিতির কোনও মিল নেই। শান্তি এখন জরুরি। যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বলছি না। কিন্তু এই যুদ্ধটা চালিয়ে যাওয়ার কোনও অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। আমরা জঙ্গিদের শুধু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। সেই শিক্ষাটা আমরা দিয়েছি।
>
> **শশী থারুর**

এই পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির লৌহদৃঢ় মানসিকতা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা স্মরণ করে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছে কংগ্রেস। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট মোদি সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, 'এই প্রথমবার সামাজিক মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণা করলেন। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর হুমকি দিয়েছিল। সেইসময় ইন্দিরা গান্ধি সেই মার্কিন রক্তচক্ষুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। আমরা আজ ওঁকে স্মরণ করছি। ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক ব্যাপারে আমেরিকা সহ কোনও তৃতীয়পক্ষের নাক গলানো চলবে না।'

কংগ্রেসের দাবি অবশ্য মানতে নারাজ কংগ্রেসের সাংসদ শশী থারুর। তিনি বলেন, '১৯৭১ সালের সঙ্গে ২০২৫ সালের পরিস্থিতির কোনও মিল নেই। শান্তি এখন জরুরি। যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বলছি না। কিন্তু এই যুদ্ধটা চালিয়ে যাওয়ার কোনও অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। আমরা জঙ্গিদের শুধু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। সেই শিক্ষাটা আমরা দিয়েছি।' পহলগাম হামলায় দোষী জঙ্গিদের কেন্দ্রীয় সরকার খুঁজে বের করবে বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন থারুর। অপরদিকে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংঘর্ষবিরতির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। পরিস্থিতি যাতে আর না বিগড়োয় সেজন্য এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট ভেবেচিন্তে নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যুদ্ধের বিপদ টের পেয়ে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু স্থানে সামরিক প্রত্যাঘাত করেছেন।' এদিকে নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যদি যোগ দেন তবেই সর্বদল বৈঠক ডাকা উচিত। তিনি না থাকলে সেই সর্বদলে যোগ দেওয়া উচিত নয় রাজনৈতিক দলগুলির।'

শীতলামাতার পুজোয় রীতি মেনে দণ্ডি কাটছেন দুই ভক্ত। রবিবার অমৃতসরে।

পুলওয়ামার দায় স্বীকার পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ, ১১ মে : পাকিস্তান যে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়, সেকথা সহস্রবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে বলেছে ভারত। পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার পর সেই অভিযোগের তীব্রতা আরও বাড়িয়েছে নয়াদিল্লি। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার পাকিস্তানি বায়ুসেনার এয়ার ভাইস মার্শাল ঔরঙ্গজেব আহমেদ যা বলেছেন, তাতে ভারতের অভিযোগ আরও মজবুত হয়েছে। সেই সঙ্গে পুলওয়ামা হামলায় যে পাকিস্তানের হাত ছিল, তার পক্ষেও জোরালো প্রমাণ মিলেছে।

ভাইস মার্শাল ঔরঙ্গজেব আহমেদ পাকিস্তান বায়ুসেনার ডিরেক্টর জেনারেল পাবলিক রিলেশনস। তিনি বলেন, 'আমাদের কৌশলগত দক্ষতার নমুনা আমরা পুলওয়ামায় দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম।' শুক্রবারের সাংবাদিক বৈঠকে ওই পাক বায়ুসেনা কর্তা বলেন, 'যদি আমাদের আকাশসীমা, ভূখণ্ড, সমুদ্রসীমা অথবা মানুষজনকে ভয় দেখানো হয়, তাহলে কোনওপ্রকার আপস করা হবে না। আমরা আমাদের দেশের কাছে ঋণী। পাকিস্তানি জনসাধারণ সশস্ত্র বাহিনীর ওপর যে আস্থা এবং গর্ব রাখেন, আমরা সবসময় তা যে কোনও মূল্যে বজায় রাখব। আমরা পুলওয়ামায় আমাদের কৌশলগত দক্ষতার মাধ্যমে সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। এবারও আমরা অভিযানের প্রগতি এবং কৌশলগত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছি।'

তাঁর পাশে তখন বসেছিলেন ডিজি আইএসপিআর লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী এবং নৌসেনার এক মুখপাত্র। ২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলার বলি হয়েছিলেন ৪০ জন ভারতীয় আধাসেনা জওয়ান। ভারতের অভিযোগ সত্ত্বেও পাকিস্তান বারবার ওই ঘটনায় তাদের যোগ থাকার অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছিল। তবে পাকিস্তানের তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরী ২০২০ সালের অক্টোবরে মেনে নিয়েছিলেন, পুলওয়ামায় তাঁদের হাত ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা ভারতে ঢুকে মেরেছিলাম। পুলওয়ামার সাফল্য ছিল ইমরান খানের নেতৃত্বে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাফল্য।'

যুদ্ধ বন্ধের ভাবনা পুতিনের

কিভ, ১১ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি থমকে রয়েছে। সোমবার দু'দেশের ডিজিএমও স্তরে বৈঠক। এই আবহে রাশিয়াও ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করার কথা ভাবছে। কিভের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সরাসরি আলোচনা চান। আগামী বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। রাশিয়ার বিবেচনাকে 'সদর্থক' আখ্যা দিয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আর একটা দিনও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। আমাদের আশা, রাশিয়া আগামীকাল ১২ মে থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু করুক। তা যেন পূর্ণাঙ্গ, বিশ্বাসযোগ্য ও স্থায়ী হয়।' গোটা বিশ্ব চাইছে, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হোক। তবে রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি বৈঠকের আগে সংঘর্ষবিরতি চাইছেন জেলেনস্কি।

ব্রহ্মস-বার্তা রাজনাথের

লখনউ, ১১ মে : ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনকেন্দ্রের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। লখনউয়ের ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডরে গড়ে ওঠা ওই কেন্দ্রে বছরে ৮০ থেকে ১০০টি করে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হবে। ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে একটি হল ব্রহ্মস। ৪০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম এই ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রটি ভারত ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগের ফসল।

ব্রহ্মস-এর প্রশংসা করে রাজনাথ বলেন, 'ব্রহ্মস শুধু ক্ষেপণাস্ত্র নয়, এটি ভারতীয় সেনার শক্তি।' এদিন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দাবি করেছেন, অপারেশন সিঁদুর-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্রহ্মস-এর ব্যবহার করেছে ভারতীয় সেনা। তবে এ ব্যাপারে সেনার তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। রাজনাথ বলেন, 'ভারতবিরোধী জঙ্গিরা মহিলাদের কপালের সিঁদুর মুছে দিয়েছে। তাদের জবাব দিতে অপারেশন সিঁদুর শুরু করে ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনী। সিঁদুর কোনও অপারেশন নয়। এটি হল সংকল্প।' তাঁর কথায়, 'আমরা সেদেশের কোনও নাগরিককে আক্রমণ করিনি। পাকিস্তান কিন্তু নিরীহ ভারতীয়দের আক্রমণ করেছে। আমাদের মন্দির, গুরদোয়ারা এবং গির্জাগুলিতে হামলা চালিয়েছে।'

কাশ্মীর সীমান্তে দুই চিত্র... পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে প্রাণ বাঁচাতে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সংঘর্ষ বিরতির পর ঘরে ফেরার অপেক্ষায় পাহাড়ে বসে। নীচে দৈনন্দিন কাজে ফিরেছেন ওঁরা। বারামুলায়।

ট্রাম্পের নয়া প্রস্তাবে ভারতের 'না'

কাশ্মীর নিয়ে মধ্যস্থতায় রাজি পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ১১ মে : এ যেন মেঘ না চাইতে জল। কাশ্মীর ইস্যুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'বেফাঁস' মন্তব্যকে হাতিয়ার করে কূটনীতির পাশাখেলায় নতুন চাল দিল পাকিস্তান। তবে ট্রাম্পের এই প্রস্তাবে পাকিস্তান সাধুবাদ জানালেও ভারত তা খারিজ করে দিয়েছে।

ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হওয়ায় রবিবার একটি পোস্ট করেছিলেন উচ্ছ্বসিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রুথ সোশ্যালে করা পোস্টে তিনি জানান, চলতি সংঘাতে রাশ টেনে ভারত ও পাকিস্তানের শীর্ষনেতৃত্ব ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হাজার বছরের পুরোনো কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য দিল্লি ও ইসলামাবাদের সঙ্গে কাজ করতে রাজি আছেন তিনি।

ট্রাম্পের মন্তব্যকে স্বাগত জানাতে দেরি করেনি পাকিস্তান। রবিবার সেদেশের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'কাশ্মীরে শান্তি ফেরাতে মার্কিন সরকারের যে কোনও পদক্ষেপে পাকিস্তানের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিরোধের ন্যায্য ও স্থায়ী নিষ্পত্তির জন্য পাকিস্তান তৈরি। তবে তা করতে হবে কাশ্মীরি জনগণের সিদ্ধান্তকে মর্যাদা দিয়ে।' কাশ্মীর ইস্যুতে বরাবর তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার বিরোধী ভারত। অতীতে আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু পত্রপাঠ তা খারিজ করে দিয়েছে ভারত।

পহলগামকে পর্যটকদের ওপর বেনজির জঙ্গি হামলার পর থেকে গত কয়েকদিন ধরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হামলা-পালটা হামলা চলছিল। শনিবার বিকাল ৫টা থেকে সেই সংঘর্ষে ছেদ পড়েছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংঘর্ষবিরতির প্রাথমিক ঘোষণা ভারত বা পাকিস্তানের তরফে নয়, এসেছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তরফে। এরপর প্রথমে ভারত এবং পরে পাকিস্তান সরকার সংঘর্ষবিরতি কার্যকর করার কথা জানায়।

এদিকে উচ্ছ্বসিত ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'সারা রাত ধরে আমেরিকার মধ্যস্থতার কারণে ভারত ও পাকিস্তান অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি হয়েছে।' একই সঙ্গে কাশ্মীর প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, 'আমি আপনাদের দু'পক্ষের সঙ্গেই কথা বলতে চাই। হাজার বছর ধরে কাশ্মীর সংকট চলছে। এ বিষয়ে কোনও সমাধানে পৌঁছোনো যায় কি না এবার সেই চেষ্টা করা দরকার। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃত্বকে আশীর্বাদ করেন কাজটি (কাশ্মীর সমস্যার সমাধান) যাতে ভালোভাবে সম্পন্ন হয়।'

পাকিস্তান ট্রাম্পের প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেও রবিবার পর্যন্ত এ ব্যাপারে সরকারিভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি ভারত।

তবে বিদেশমন্ত্রকের একটি সূত্র বলেছে, 'কাশ্মীর নিয়ে আমাদের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। এখন শুধু একটি বিষয় বাকি রয়েছে, তা হল পাক-অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) ফিরিয়ে আনা। আর কিছু নিয়ে কথা বলার নেই। যদি ওরা সন্ত্রাসীদের হস্তান্তরের কথা বলে, তাহলে আমরা কথা বলতে পারি। অন্য কোনও বিষয়ে আমরা আগ্রহী নই। আমরা চাই না কেউ মধ্যস্থতা করুক। আমাদের কারও মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই।'

হামলা বন্ধ, তবু আতঙ্কে সীমান্তের গ্রাম

জম্মু, ১১ মে : শুনসান রাস্তাঘাট। বেশিরভাগ বাড়ির দরজায় তালা। নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গিয়েছেন বাসিন্দারা। হাতেগোনা যে কয়েকজন রয়ে গিয়েছেন, তাঁরাও খুব দরকার ছাড়া বাইরে আসছেন না। রাত নামলেই বারবার বাজছে সাইরেন। শোনা যাচ্ছে গোলাগুলির শব্দ। মাঝআকাশে দৃশ্যমান আলোর রোশনাই।

সীমান্তপার থেকে আসা একের পর এক ড্রোন ভারতের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হওয়ার জেরে যে রোশনাই তৈরি হচ্ছিল। গত কয়েকদিন ধরে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পাকিস্তান সীমান্তে এটাই ছিল চেনা ছবি। তবে জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘাতের তীব্রতা যেন বেশি নজরে এসেছে।

শনিবার দু'তরফে সংঘর্ষ বিরতির পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির জনজীবন। রবিবার অনেক জায়গায় খুলেছে দোকানপাট। রাস্তায় যানবাহনের গতিবিধি নজরে এসেছে। ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন বাসিন্দারা। যদিও অধিকাংশ এলাকায় আতঙ্ক কাটেনি। সতর্ক রয়েছে সেনা ও স্থানীয় প্রশাসন। কোথাও কোথাও বাসিন্দাদের আপাতত ঘরে ফিরতে নিষেধ করেছে পুলিশ। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, শনিবার সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর হওয়ার পরেও কয়েকটি সেক্টরে হালকা অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে পাক সেনা ও রেঞ্জার্স। জম্মুর নিয়ন্ত্রণরেখা এবং পঞ্জাবের আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাকিস্তানের দিক থেকে ড্রোনের সাহায্যে হামলার চেষ্টা হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই আক্রমণ প্রতিহত করেছে ভারতীয় বাহিনী।

এই পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকার কিছু গ্রামের বাসিন্দাদের সাময়িকভাবে বাড়ি ফিরতে নিষেধ করা হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের তরফ থেকে। প্রশাসন সতর্ক থাকলেও সংঘর্ষ বন্ধ হওয়ার খবরে খুশি সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা।

পঞ্জাবের ফিরোজপুরের হুসেনওয়ালা সেক্টরের বাসিন্দা গুরমান সিং বলেন, 'হামলা বন্ধ হওয়ায় আমরা খুশি। এবার আগের মতো জমিতে গিয়ে চাষ করতে পারব। তবে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।' উপত্যকার সিপিএম নেতা ইউসুফ তারিগামি বলেন, 'সীমান্তের দু'পারের সাধারণ মানুষ শান্তি চান। সংঘর্ষে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। দুই দেশের নেতৃত্বের সংঘর্ষে রাশ টানার সিদ্ধান্ত সঠিক।' এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে বলে আশাবাদী প্রবীণ নেতা।

গুপ্তচরবৃত্তিতে গ্রেপ্তার ২

চণ্ডীগড়, ১১ মে : দিল্লিতে পাক হাই কমিশনের আধিকারিকের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার ২। রবিবার পঞ্জাব পুলিশ জানিয়েছে, অর্থের বিনিময়ে ভারতীয় সেনার গতিবিধি সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য পাকিস্তানিদের হাতে তুলে দিত তারা। আর্থিক লেনদেন হত অনলাইনে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রথমে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে জেরা করে অন্যজনের সন্ধান পায় পুলিশ। ধৃতদের থেকে দুটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

দেহ উদ্ধার

পাটনা, ১১ মে : নির্মীয়মাণ টার্মিনালে উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার পচাগলা দেহ। ঘটনাটি পাটনা বিমানবন্দরের। মহিলার বয়স ৪০-এর মধ্যে। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ বৃষ্টির জল নির্গমন পাইপের ভিতরে দেহটি নজরে আসে কর্মীদের। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর খুনের কারণ জানা যাবে।

শ্রীলঙ্কায় বাস দুর্ঘটনা, প্রাণ হারালেন ২১

কলম্বো, ১১ মে : ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা শ্রীলঙ্কায়। পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী বোঝাই একটি বাস। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ২১ জনের। আহত কমপক্ষে ১৪। রবিবার ভোরে কাটারানাগামা থেকে কুরুনেগালার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল বাসটি। কলম্বো থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ি জনপদ কোটমালের কাছে দুর্ঘটনা ঘটে।

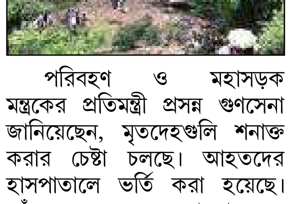

পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রসন্ন গুণসেনা জানিয়েছেন, মৃতদেহগুলি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাসচালকও। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

তারা জানিয়েছে, সরকারি বাসটিতে দুর্ঘটনার সময় ৫০ জনের বেশি যাত্রী ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয়রাও। বেপরোয়া গাড়ি চালানো ও অপরিসর রাস্তাঘাটের কারণে শ্রীলঙ্কার পাহাড়ি এলাকায় প্রতি বছর প্রায় তিন হাজার সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

চলন্ত গাড়িতে কিশোরীকে গণধর্ষণ

রাস্তায় নিক্ষেপ অন্য মহিলাকে, মৃত্যু

লখনউ, ১১ মে : ২০১২-র ডিসেম্বরে রাজধানীর রাজপথে চলন্ত গাড়িতে নির্ভয়া গণধর্ষণ কাণ্ড গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডা সংলগ্ন অঞ্চলে চলন্ত গাড়িতে এক নাবালিকা গণধর্ষিতা হল। নাবালিকার সঙ্গে এক মহিলা ছিলেন। ধর্ষণে বাধা দিতে তাঁরা দু'জনে গাড়ির তিন পুরুষ এনকাউন্টারে আহত।

এএসপি (গ্রামীণ) তেজবীর সিং জানিয়েছেন, নাবালিকার বক্তব্য অনুযায়ী, গাড়ির আরোহীরা চাকরি দেওয়ার নাম করে তাঁদের গ্রেটার নয়ডা থেকে তুলেছিল। লখনউয়ে তাঁদের নামানোর কথা ছিল।

ধৃত গৌরব, অমিত ও সন্দীপের মধ্যে শেষোক্ত দু'জনের সঙ্গে পুলিশের এনকাউন্টার হয়েছে।

আরোহীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করলে ওই মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। গাড়ি তখন মিরাটে। গুরুতর আহত মহিলা মারা গিয়েছেন। অভিযোগ, তারপর তিনজন মিলে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে।

কিশোরী শেষপর্যন্ত তিনজনের খপ্পর থেকে কোনওমতে নিজেকে ছাড়িয়ে পালায়। বুলন্দশহরের খুরজা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছে। ধৃতদের দু'জন পুলিশের সঙ্গে নাবালিকার অভিযোগ অনুযায়ী পুলিশের যৌথ টিম তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে হন্যে হয়ে নেমে পড়ে। আমিয়ার বুলন্দশহর-আলিগড় হাইওয়েতে পুলিশের নজরে পড়ে তারা। অভিযুক্তদের তাড়া করতেই তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশের গুলি লাগে দু'জনের পায়ে। এসএসপি দীনেশকুমার সিং জানিয়েছেন, দুটি পিস্তল, কিছু তাজা ও খালি কার্তুজ ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

সেনায় এসে বদলা নেব বাবার মৃত্যুর

প্রতিজ্ঞা শহিদ-কন্যার

জম্মু ও জয়পুর, ১১ মে : দু'টি দেশের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে মৃত্যু, সম্পত্তিহানি, ক্ষয়ক্ষতি অনিবার্য। কিন্তু মৃত্যুতেও সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। তারপরেও প্রতিশ্রুতির বার্তা যে হুংকার হয়ে আসতে পারে, রবিবার তার সাক্ষী থাকল রাজস্থানের ঝুনঝুনু।

শনিবার শহিদ হয়েছেন বায়ুসেনার ৩৬ উইং-এর মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন্ট সুরেন্দ্র কুমার। তাঁর কফিনবন্দি দেহ রবিবার ঝুনঝুনুতে আসে। বাবার কফিনবন্দি দেহ দেখে প্রথমে কান্নায় ভেঙে পড়ে সার্জেন্টের ১১ বছরের কন্যা বর্তিকা। খানিকক্ষণ পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'বড় হয়ে সেনায় যোগ দিয়ে আমি বাবার মৃত্যুর বদলা নেব।' বর্তিকা বলেছে, 'আমি বাবার জন্য গর্বিত। বাবা শহিদ হয়েছেন। দেশরক্ষায় প্রাণ দিয়েছেন।'

শুক্রবারেও বর্তিকার বাবা

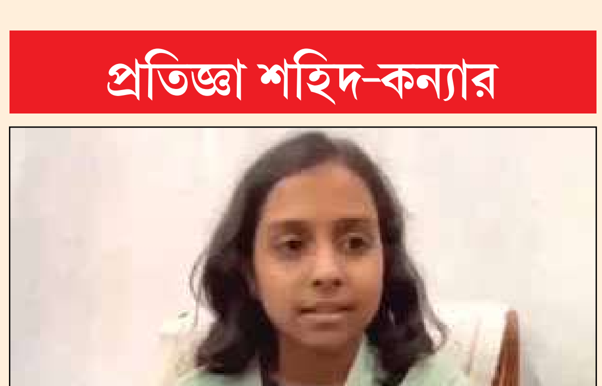

সার্জেন্ট সুরেন্দ্র কুমার ছিলেন। এখন সে পিতৃহারা। ২৪ ঘণ্টায় কিশোরী-কন্যার জীবন বদলে গিয়েছে। বর্তিকার মা অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি। এই আবহে ভাইকে দেখার দায়িত্ব তার ওপরই। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'শুক্রবারও বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে। বাবা বলল, আকাশে ড্রোন উড়ছে। আমরা সুরক্ষিত আছি।' রাজস্থানের ঝুনঝুনুর বাসিন্দা সুরেন্দ্র কুমারের পোস্টিং ছিল বেঙ্গালুরুতে। ঘটনার মাত্র চারদিন আগে উধমপুর সেনাঘাঁটিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন সুরেন্দ্র কুমার।

অপারেশন সিঁদুরের পর সংঘর্ষবিরতি জারির আগে পর্যন্ত ভারতকে নিশানা করে এন্তার গোলা ছুড়েছে পাকিস্তান। ভারতীয় সেনা সাফল্যের সঙ্গে তা প্রতিহত করলেও ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায়নি।

শনিবার জম্মুতে পাকবাহিনীর গোলাবর্ষণ ও ড্রোন হামলায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্ততপক্ষে চারজন শহিদ হয়েছেন। নিহত চারজনের মধ্যে দু'জন সেনাবাহিনীর। সুবেদার মেজর পবন কুমার ও রাইফেলম্যান সুনীল কুমার। বাকি দু'জন হলেন বায়ুসেনার চিকিৎসক সার্জেন্ট সুরেন্দ্র মোগা ও বিএসএফ-এর এসআই মহম্মদ ইমতিয়াজ। আহত হয়েছেন সাতজন।

সুস্থ থাকুন

চেনা রোগে ভরসা আয়ুর্বেদে

আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য, সঠিক জীবনশৈলী, খাদ্যাভ্যাস ও ভেষজের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং রোগীর রোগ নিরাময় করা। সেক্ষেত্রে আমাদের পরিচিত সাধারণ অসুখে দারুণ কার্যকরী বিভিন্ন ভেষজ। কোন রোগে কোন ভেষজ সহায়ক, জানালেন কোচবিহারের নাটাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের সিনিয়ার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার **ডাঃ বাসবকান্তি দিন্দা**

অ্যাজমা

পিপুল গুঁড়ো মধুর সঙ্গে খেলে অ্যাজমা অনেকটা কমে যায়। হাফ চামচ থেকে এক চামচ বহেড়ার গুঁড়ো হাফ চামচ বা এক চামচ মধুর সঙ্গে দিনে দু'বার খেতে হবে। এছাড়া গরম জলে হরীতকীর গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারেন। শ্বাসকষ্ট ও কাশিতে কফ বাইরে বের করতে বাসক পাতার রস ২-৩ চামচ রস মধু সহ সকাল ও সন্ধ্যায় খেতে পারেন।

যেগুলো শ্বাসকষ্ট বাড়ায়, যেমন দই-কলা, মিষ্টি, টক জাতীয় খাবার, বাদাম ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো। আবহাওয়া পরিবর্তন, পশুর লোম ঘাস ও ফুলের রেণু শ্বাসকষ্ট বাড়ায়।

ওবিসিটি

সকালে খালি পেটে গরম জলে লেবুর রস, আদার রস ও মধু মিশিয়ে খেতে হবে। এক থেকে দু'চামচ ত্রিফলা ২০০ মিলি জলে রাতে ভিজিয়ে পরদিন সকালে ফুটিয়ে ১০০ মিলি করে ছেঁকে এক থেকে দু'চামচ মধু মিশিয়ে খেতে পারেন।

ওজন কমাতে যবের রুটি বেশ কার্যকরী। সেক্ষেত্রে আটার সঙ্গে যব মিশিয়ে রুটি তৈরি করে খেতে পারেন। আমন্ড ফ্যাট বার্ন করে। ডাল পেট ভরা রাখে এবং বেশি খাবার সম্ভাবনা কমায়।

স্মৃতিশক্তি বাড়াতে

হাফ চামচ থানকুনির রস দুধে মিশিয়ে খেতে পারেন। এছাড়া দু'চামচ ব্রাহ্মীশাকের রস সকালে খালি পেটে এক মাস খেতে পারেন। হাফ চামচ অশ্বগন্ধা গুঁড়ো দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দুপুর ও রাতে খাবার পর খেতে পারেন।

স্মৃতিশক্তি বাড়াতে খাদ্যতালিকায় খেজুর, আমন্ড, আমলকী, রসুন, আপেল, কলা, গাজর, সয়াবিন, ডিমের কুসুম ও রুই মাছ রাখতে পারেন।

সর্দি

সমপরিমাণ তুলসী পাতা ও শুকনো আদাকে চায়ের মতো তৈরি করে দিনে তিনবার খেতে হবে। এছাড়া আদার রস, তুলসী পাতার রস হাফ চামচ থেকে এক চামচ করে, হাফ চামচ বা এক চামচ মধুর সঙ্গে দিনে দু-তিন বার খেতে হবে। এছাড়া গোলমরিচের গুঁড়ো বা আমলকীও উপকারী। এক কাপ দুধের সঙ্গে হাফ বা এক চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারেন।

নাক বন্ধ হলে তুলসী পাতা ফুটিয়ে সেই বাষ্প নাক দিয়ে টানতে হবে। সেইসঙ্গে গরম ও সুষম খাবার খাওয়ার পাশাপাশি বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

কাশি

শুকনো কাশি হলে আদা চুষতে হবে। বাসক পাতার রস বা ক্বাথের সঙ্গে পিপুল এক চিমটে এবং হাফ চামচ বা এক চামচ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। গোলমরিচ গুঁড়ো মধুর সঙ্গে খেলে কাশি কমে। ইয়োসিনোফিল বেড়ে অ্যালার্জিজনিত কাশি হলে লবঙ্গ খেতে পারেন।

জ্বর

৬০ গ্রাম গুলঞ্চ, হাফ চামচ শুকনো আদার গুঁড়ো ১০-১২ গ্লাস জলে মিশিয়ে হালকা ফুটিয়ে ঠান্ডা করতে হবে। তারপর হাফ কাপ করে ক্বাথ তৈরি করতে হবে। এছাড়া এক থেকে দু'চামচ তুলসী পাতার রস হাফ চামচ গোলমরিচ গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে গরম করে দিনে তিনবার খেতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে

গুড়ুচি বা গুলঞ্চের কাণ্ডের হাফ চামচ রস সকালে খালি পেটে মাসখানেক খেতে হবে। এছাড়া তুলসী পাতার রসও খেতে পারেন।

বদহজম

মৌরি আদা, জিরা গোলমরিচ দিয়ে জল ফোটাতে হবে। তারপর তা ঠান্ডা করে ছেঁকে খেতে হবে। শুকনো আদা গরম জলে মিশিয়ে খেতে পারেন। খাওয়ার পর দিনে তিনবার জলে লেবুর রস মিশিয়ে খেতে পারেন। এছাড়া দুপুর বা রাতে খাবার পর মৌরি চিবিয়ে খেয়ে ঈষদুষ্ণ জল খাবেন।

কোষ্ঠকাঠিন্য

এক্ষেত্রে ত্রিফলা পাউডার বেশ কার্যকরী। রাতে শোয়ার সময় হালকা গরম জলে হাফ থেকে এক চামচ এই পাউডার মিশিয়ে খেলে উপকার পাবেন।

কৃমি

নিম বা কালমেঘের ৫-৭টা কাঁচা পাতা সকালে খালি পেটে ৭-৮ দিন খেতে হবে। নরম আনারসের সাদা গোড়া বেটে সেই রস কিংবা সজনে পাতাও বেটে খেতে পারেন।

অম্বল ও বুকজ্বালা

এক কাপ জলে লেবুর রস ও সন্ধক লবণ মিশিয়ে খাবার পর খেতে পারেন। এছাড়া জোয়ান লবণের সঙ্গে কিংবা আমলকীর রস বা গুঁড়ো খেতে পারেন।

পরিবর্তিত জীবনশৈলী এবং প্রজনন

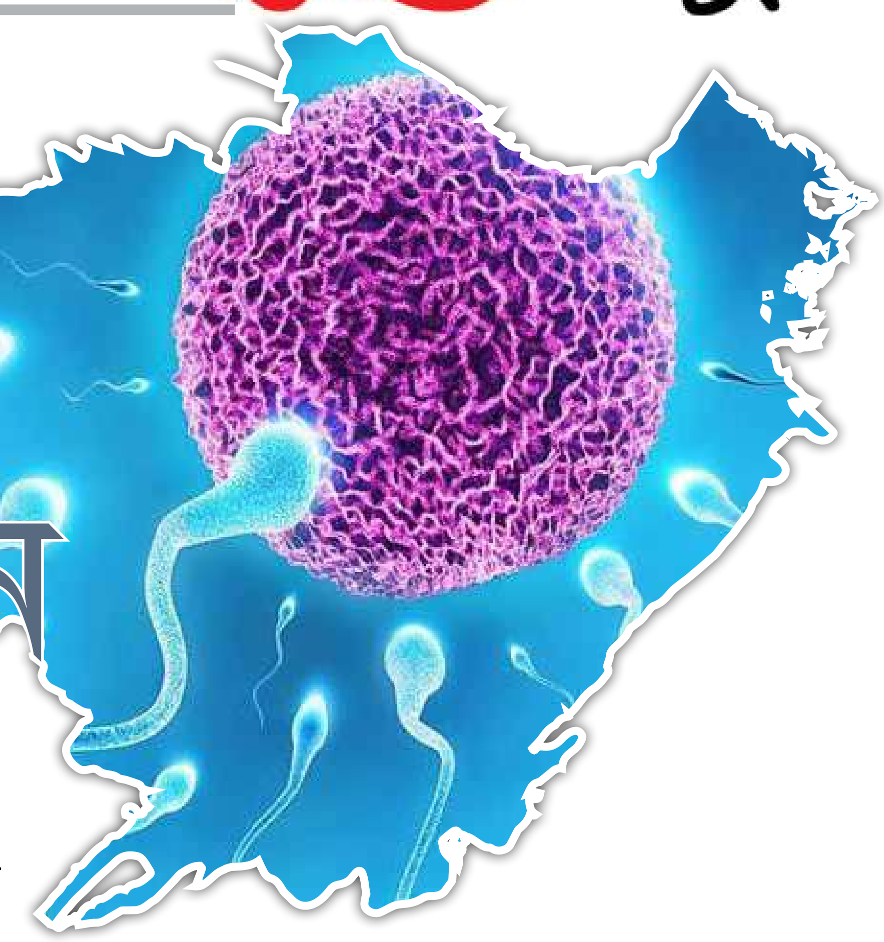

আধুনিক জীবনযাত্রা প্রজনন ব্যবস্থার ওপর নানাভাবে প্রভাব ফেলে। প্রজনন স্বাস্থ্য ভালো রাখতে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা নির্বাহ করা জরুরি। লিখেছেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ কবিতা মন্ত্রী**

১৯৫০ সালে পুরুষরা গড়ে প্রতি মিলিলিটারে ১১.৩ কোটি শুক্রাণু উৎপাদন করতেন। ২০২৩ সালে সেই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৫.৫ কোটিতে। এই অবস্থাকে অনেক প্রজনন জীববিজ্ঞানী শান্ত মহামারি বলেছেন। মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রায় একই অবস্থা। আর এজন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনই অনেকাংশে দায়ী। আমরা কীভাবে ঘুমোচ্ছি, খাচ্ছি, ঘুরছি, কাজ করছি – সবই প্রজনন ব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলছে। সেইসঙ্গে আমাদের কিছু অভ্যাস, পরিবর্তিত কিছু জীবনশৈলীও দায়ী। যার মধ্যে অন্যতম –

স্ট্রেস – আপনার অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ৫০ হাজার বছর আগে যেভাবে সাড়া দিত, এখনও সেভাবে দিচ্ছে, কর্টিসল ও অ্যাড্রিনালিন হরমোন নিঃসরণ করছে, আপনাকে কয়েক মিনিট লড়তে সাহায্য করছে, কিন্তু তারপর থিতিয়ে পড়ছে। এর কারণ স্ট্রেসের প্রভাব। ফলে কর্টিসল, হাইপোথ্যালামিক পালস জেনারেটরের ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। এই হাইপোথ্যালামিক পালস গোনাডোট্রপিন হরমোন নিঃসরণ করে। কিন্তু এই হরমোন যথাযথ নিঃসরণ না হওয়ায় পিটুইটারির যমজ বার্তাবাহক ছন্দ হারিয়ে ফেলছে। এতে মহিলাদের মাসিক চক্রের দ্বিতীয়ার্ধের সময় কমে যাচ্ছে, যা লুটেল পর্যায় নামে পরিচিত।

এই পর্যায়টি ডিম্বস্ফোটনের আগে ঘটে এবং পরবর্তী মাসিকের আগে শেষ হয়। এমনকি গর্ভধারণে ব্যর্থ হওয়ার ঘটনাও ঘটে। অন্যদিকে, পুরুষদের ক্ষেত্রে লেডিগ কোষগুলি টেস্টোস্টেরন উৎপাদন ব্যাহত করে এবং অণ্ডকোষ ধীরগতিতে কম সংখ্যায় শুক্রাণু নিঃসরণ করে। এক্ষেত্রে দিনে দু'বার দশ মিনিট করে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম অনেকটাই সাহায্য করতে পারে।

কম ঘুম – বর্তমান সময়ে অনেকেই ছয় ঘণ্টার কম ঘুমোন, যার প্রভাব পড়ে প্রজনন ব্যবস্থায়। এতে মহিলাদের লুটেইনাইজিং হরমোন অকেজো হয়ে পড়ে, এসট্রাডিঅল নিঃসরণ কমে যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন কার্যকারিতা প্রায় ১৫ শতাংশ কমে যায়। সুতরাং, সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুমোনো সবথেকে ভালো।

প্রক্রিয়জাত খাবার খাওয়ার অভ্যাস – আমরা এখন জাংক ফুড, প্যাকেটজাত খাবার খেতে বড় বেশি অভ্যস্ত। চিজবার্গার পেট তো ভরায়, কিন্তু ওমেগা-থ্রি ফ্যাট, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ম্যাগনেসিয়াম, ফোলেট, ভিটামিন-ডি জাতীয় পুষ্টি জোগায় না। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রতিদিন আলু ভাজা (ফ্রায়েড পটেটোজ) খেলে জীবিত সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা ১২ শতাংশ কমে যায়, উপযুক্ত বয়স, বিএমআই এবং মদ্যপানের মাত্রা সীমিত করা সত্ত্বেও। একইভাবে পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্রাণুর সংখ্যা ২৫ শতাংশ কমে যেতে পারে। অতএব খাদ্যতালিকায় মাছ, বাদাম, শাকসবজি, জলপাই তেল এবং শিম্ব জাতীয় খাবার যেমন, মশুর ডাল, মটরশুঁটি, ছোলা, সয়াবিন রাখতে হবে।

মদ্যপান – এক সপ্তাহে পাঁচবারের কম মদ্যপান সামান্য ক্ষতি করে। কিন্তু সেটা যদি সাতবারের বেশি হয়ে যায় তাহলে সমস্যা। যেমন, আইভিএফ প্ল্যান্টেশন ১৪ শতাংশ কমে যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন মদ্যপানের ফলে প্রতি মিলিলিটারে প্রায় ০.৫ কোটি শুক্রাণু কমে যায়। একইভাবে ক্যাফেইন, নিকোটিন সমান ক্ষতিকারক।

সুতরাং, দুই কাপের কম কফি খেতে হবে এবং সপ্তাহে পাঁচবারেরও কম মদ্যপান করা উচিত। আর নিকোটিন তো এড়িয়ে চলাই ভালো।

দেরিতে বিয়ে – অতি অল্প বয়সে সন্তান জন্মদানের বহু ঘটনা রয়েছে। কিন্তু ১৯৯০ সালে সেই 'অল্প বয়স' একলাফে পৌঁছেছিল ২২ বছরে। আর বর্তমানে সেটা ২৭ বছর হয়েছে। সমস্যা হল, ডিম্বাশয় বিজ্ঞান তার সময়সীমা বাড়ায়নি। প্রতি চক্রে মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতা ২৫ বছর বয়সে ২৫ শতাংশ থেকে কমে ৩৫ বছর বয়সে ১০ শতাংশে নেমে আসে। পুরুষদের ক্ষেত্রে ২০-৪০ বছর বয়সের মধ্যে শুক্রাণুতে ডি-নোভো মিউটেশন দ্বিগুণ হয়। ফলে অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার ও স্কেলেটাল ডিসপ্লাসিয়াসের ঝুঁকি বাড়ে।

যদি মহিলারা ৩২ বছর এবং পুরুষেরা ৪০ বছর বয়সের পর সন্তান নেওয়ার কথা ভাবেন, তাহলে জননকোষ উচ্চমানের থাকাকালীন ডিম্বাণু ও শুক্রাণু হিমায়িত করার ভাবনা বিবেচনা করা উচিত।

বারেবারে ঘুরতে যাওয়া – কানাডার একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যেসব মহিলা মাসে দু'বার পাঁচ বা ততোধিক অঞ্চলে ভ্রমণ করেন, তাঁদের গর্ভপাতের হার দ্বিগুণ বেড়েছে এবং গর্ভধারণের জন্য অতিরিক্ত তিন মাস প্রয়োজন হয়েছে। এর কারণ জেট ল্যাগের পাশাপাশি খাওয়া-বিশ্রামের সময়টাও বদলে যাচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে প্রজনন ব্যবস্থায়।

স্ক্রিনে বেশি সময় কাটানো – যেসব মহিলা চার ঘণ্টারও বেশি সময় স্ক্রিনে কাটান, তাঁদের ডিম্বস্ফোটনের সম্ভাবনা ৩০ শতাংশ বেশি, সম্ভবত নীল আলোর সার্কাডিয়ান ডিলে এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনই এর জন্য দায়ী। তাছাড়া সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যেসব মহিলা প্রতিদিন তিন ঘণ্টার বেশি ইনস্টাগ্রামে সময় কাটান, তাঁদের জেগে ওঠার সময় কর্টিসলের মাত্রা ১৮ শতাংশ বেশি ছিল এবং গর্ভধারণ করতে ১৫ শতাংশ বেশি সময় লেগেছিল।

শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা – শারীরিক কার্যকলাপের অভাবে যেমন ডিম্বাশয়ের কার্যকারিতা কমতে পারে, তেমনই কমতে পারে শুক্রাণুর সংখ্যা ও গুণমান। শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বন্ধ্যাত্বের একটি প্রধান কারণ।

যা করবেন

সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুমোনো প্রয়োজন

প্রতি সপ্তাহে ২০০ মিলিগ্রামেরও কম ক্যাফিন, পাঁচবারেরও কম মদ্যপান করা উচিত এবং নিকোটিন এড়িয়ে চলাই ভালো

বেশিরভাগ দিন অন্তত ৩০ মিনিট নড়াচড়া করুন, ব্রিদিং এক্সারসাইজ এবং হাঁটাহাঁটি করতে পারেন

প্লাস্টিক নয়, গরম খাবারের জন্য কাচ বা স্টিলের পাত্র ব্যবহার করুন এবং নন-স্টিক প্যান বাদ দিন

প্যারাবেনমুক্ত প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা উচিত

শুতে যাওয়ার এক ঘণ্টা আগে স্ক্রিন অফ করুন এবং সবসময় নাইট-শিফট মোড চালু রাখুন

প্রচুর শাকসবজি ও পুষ্টিকর খাবার খান

প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা হলে শুরুতেই পরীক্ষা করান, সম্ভব হলে ৩০ বছরের মধ্যে সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করুন

সন্তান দেরিতে নেওয়ার ভাবনা থাকলে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু হিমায়িত করার ভাবনা বিবেচনা করতে পারেন

কিডনি ও ডায়াবিটিস : নতুন তথ্য

এতদিন পর্যন্ত মনে করা হত ডায়াবিটিস থাকলে কিডনির সমস্যা হয়, যেমন ডায়াবিটিস নেপ্রোপ্যাথি। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণায় জানা গিয়েছে, কিডনির কার্যকারিতা কমে গেলে বা দীর্ঘদিন ধরে কিডনির কোনও সমস্যায় ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। লিখেছেন সিনিয়ার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক **প্রকাশ মল্লিক**

আমাদের শরীরের যাবতীয় দূষিত পদার্থ অপসারণের কাজ করে কিডনি। প্রস্রাবের মাধ্যমে দূষিত পদার্থ ছেঁকে বের করে দেয় কিডনি। একইভাবে রক্ত থেকে ইউরিয়াকে বের করার কাজও করে কিডনি। কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যাওয়ার অর্থ, রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। ফলে শরীর অতিরিক্ত ইনসুলিনবিরোধী হয়ে পড়ে এবং রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা বাড়তে থাকে।

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম গবেষক জিয়াদ আল আলের মতামত এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'আগে আমরা জানতাম কিডনির রোগ বা কিডনি অকেজো হওয়ার পিছনে একটি বড় কারণ ডায়াবিটিস। তবে এখন সিদ্ধান্তে এসেছি যে, শরীরে ইউরিয়ার পরিমাণ অতিরিক্ত বেড়ে গেলে ডায়াবিটিস হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কিডনিজনিত সমস্যা হলে ইউরিয়ার মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে শরীরে ইনসুলিন নিঃসরণের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটা বাড়ে।'

এক্ষেত্রে প্রতিরোধের উপায় হিসেবে বলা যায়, নির্দিষ্ট ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করে ও ডায়েটচার্টে বেশ কিছু পরিবর্তন করে রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণ কমানো সম্ভব। এজন্য মাছ, মাংস বিশেষত রেডমিট, রাজমা, ডাল অর্থাৎ প্রোটিন জাতীয় খাবার কম খেতে হবে। এতে রোগী যেমন উপকৃত হবেন, তেমনই ডায়াবিটিস হওয়ার ঝুঁকিও অনেকটা আটকানো সম্ভব।

ছোট্ট তারা

ওজিল আহমেদ সেন্ট মেরিজ হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। উকুলেলেতে পুরস্কার রয়েছে তার। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতে এবং ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে সে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় হাঁড়ির খবর
পাড়া বেড়ানো অতীত

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

আগে বাড়ির মা-কাকিমারা ঘরের কাজ সেরে পাড়া বেড়াতে যেতেন, গল্পগুজব আর পরচর্চায় পাড়ার খবর জানা যেত সহজেই। বয়স্কদের রামায়ণ-মহাভারত শোনা, পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসা ছিল খুব স্বাভাবিক। আজকাল হুট করে কারও বাড়ি যাওয়া বা ব্যক্তিগত কিছু জিজ্ঞেস করাকে অনেকে অপছন্দ করেন। আর মোবাইলের দৌলতে পাড়ার সংযোগ অনেকটাই সোশ্যাল মিডিয়ায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কীভাবে বদলে যাচ্ছে সবকিছু? লিখেছেন তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১১ মে : এই কিছু সময় আগেও রান্নাবান্না শেষ করে ঘরের টুকটাক কাজকর্মের পর পাড়া বেড়াতে বের হতেন বাড়ির মা-কাকিমারা। এতে আশপাশের বাড়ির মানুষের সঙ্গে যেমন সরাসরি যোগাযোগ থাকত, তেমনি এর ওর বাড়ির হাঁড়ির খবরটাও পাওয়া যেত খুব সহজে। সেখানে একটু পরনিন্দা-পরচর্চাও হত। কিছুক্ষণ হালকা গল্পগুজব করে বাড়ি এসে তারপর দুপুরের স্নান-খাওয়া। এই দৃশ্য খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নারায়ণী সোম। তিন ছেলে, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনিদের নিয়ে ভরা সংসার তাঁর। অতীত হাতড়ে বলেন, 'ছোটবেলায় দেখতাম বিকাল তিনটে বাজলেই আমার ঠাকুমা রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে বসতেন। আর সেটা শুনতে পাড়ার বয়স্করা চলে আসতেন নিয়ম করে। আমাদের সময়ও আশপাশের বাড়িতে গিয়ে গল্প করে আসা, কী রান্না হয়েছে তা জানতে চাওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। আজকাল তো শুনি হুট করে এর ওর বাড়ি যাওয়াটা লোকে খুব একটা পছন্দ করেনা। কাউকে ব্যক্তিগত কিছু জিজ্ঞাসা করা বা জানতে চাওয়াটাও নাকি অভদ্রতা। যদিও আমাদের পাড়ায় খুব অল্প হলেও ব্যাপারটা এখনও টিকে আছে।'

'আমার বিয়ের পরেও এই ব্যাপারটা ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাড়া কালচারে এসেছে একটা আমূল পরিবর্তন। ধীরে ধীরে পাড়া বেড়ানোর সেই চলটা উঠেই গিয়েছে।' বলেন ব্যাংচাত্রা রোডের গৃহবধূ রাজশ্রী ভট্টাচার্য। ব্যস্ততা মানুষকে এতটাই গ্রাস করে নিয়েছে যে আজকাল আশপাশের বাড়িতে কী হচ্ছে, কেমন আছে এসব আর সরাসরি গিয়ে জানতে হচ্ছে না। কারণ সবটাই জানা হয়ে যাচ্ছে হাতের মুঠোফোনের দৌলতে।

বদলের সাক্ষী

আমার বিয়ের পরেও এই ব্যাপারটা ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাড়া কালচারে এসেছে একটা আমূল পরিবর্তন। ধীরে ধীরে পাড়া বেড়ানোর সেই চলটা উঠেই গিয়েছে।

– রাজশ্রী ভট্টাচার্য

পছন্দ নয়

আজকাল তো শুনি হুট করে এরওর বাড়ি যাওয়াটা লোকে খুব একটা পছন্দ করে না। কাউকে ব্যক্তিগত কিছু জিজ্ঞাসা করা বা জানতে চাওয়াটাও নাকি অভদ্রতা। আমাদের পাড়ায় খুব অল্প হলেও ব্যাপারটা এখনও টিকে আছে।

–নারায়ণী সোম

এতেই স্বচ্ছন্দ

তবে এটা কিন্তু ঠিক যে লোকে আজকাল অহেতুক কৌতূহল পছন্দ করে না। হয়তো সেজন্যই বাস্তব জগৎ থেকে অনেকটাই সরে গিয়ে আমরা মোবাইলের সোশ্যাল মিডিয়ায় বেড়াতে বেশি পছন্দ করি।

–পাপিয়া সোম

অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চাদের স্কুল বাসে তুলতে গিয়ে মায়েরা টুকটাক কথা বলে আবার যে যার মতো বাড়িতে ঢুকে যায়। সেই অর্থে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারটা তেমন আর দেখা যায় না।

সারাদিন ব্যস্ততার পরে কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া আর সেভাবে পাড়ার কারও সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে ওঠে না। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধু থাকায় ছবি বা স্ট্যাটাস থেকে মোটামুটি জানা হয়ে যায় কে কোথায় বেড়াতে গেল বা কে কার সঙ্গে রেস্টুরেন্টে খেতে গেল, কী শাড়ি কিনল। 'তবে এটা কিন্তু ঠিক যে লোকে আজকাল অহেতুক কৌতূহল পছন্দ করে না। হয়তো সেজন্যই বাস্তব জগৎ থেকে অনেকটাই সরে গিয়ে আমরা মোবাইলের সোশ্যাল মিডিয়ায় বেড়াতে বেশি পছন্দ করি'। এমনটাই মনে করেন স্কুল শিক্ষিকা পাপিয়া সোম।

এক কথায় বলতে গেলে পাড়া বেড়ানোর ধরনে বদল এসেছে। কোচবিহারের অনেক পাড়ায় চলে এসেছে ফ্ল্যাট কালচার। যুগ পালটায়, সময় বয়ে যায়, বদলায় মানুষের জীবনযাত্রা, জীবনের আঙ্গিক। কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয় মূল্যবোধের। বেশিরভাগ মানুষেরাই নিজেদের চারপাশে এখন একটা গণ্ডি টেনে নিয়েছে। হাতের তালুতে স্মার্টফোন তো রয়েইছে। তাই পাড়া বেড়ানোর চাইতে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেড়ানোতেই আজকাল অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ তাঁরা।

একাদশে নয়া চারটি বিষয় নিউটাউন গার্লস স্কুলে

কোচবিহার, ১১ মে : চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই শহরের নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণিতে নতুন চারটি বিষয় চালু হতে চলেছে। বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগে নতুন বিষয় চালু হওয়ার খবর পেতেই পড়ুয়া থেকে শুরু করে শিক্ষিকারাও খুশি। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এতদিন নিজেদের পছন্দমতো বিষয় না পেয়ে মাধ্যমিকের পর অনেক পড়ুয়াই অন্য স্কুলে চলে যেত। তাদের কথা মাথায় রেখেই দু'মাস আগে বিদ্যালয়ের তরফে শিক্ষাবিজ্ঞান, পরিবেশবিজ্ঞান, পরিবেশবিদ্যা এবং মৎস্য ও জলজ পালন বিষয়গুলিকে চালু করার জন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরে আবেদন করা হয়। সম্প্রতি স্কুল ওই বিষয়গুলি চালুর করার অনুমতি পেয়েছে। এই চারটি বিষয় ছাড়াও খুব শীঘ্রই স্কুলে কৃষি সম্পর্কিত বিষয়ও চালু করা হবে বলে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জয়শ্রী রায় জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'গত বছরকয়েক ধরে পড়ুয়াদের মধ্যে এই বিষয়গুলি নিয়ে বেশ উৎসাহ ও চাহিদা দেখা যাচ্ছে। সেই কারণে নতুন বিষয়গুলি চালু করা হল। এতে পড়ুয়ারা উপকৃত হবে।'

এতদিন স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ও অঙ্ক পড়ানো হত। পাশাপাশি কলা বিভাগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃত, ভূগোল, ইতিহাস সহ বিভিন্ন বিষয়ও ছিল। এবার থেকে বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগে আরও নতুন বিষয় চালু হল। এতে পড়ুয়ারা আরও উৎসাহিত হবে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ মনে করছে। তবে নতুন বিষয়গুলি কারা পড়াবেন? স্কুল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, স্কুলের কয়েকজন শিক্ষিকার ওই নতুন বিষয়গুলিতে স্নাতকোত্তর রয়েছে। তারাই আপাতত বিষয়গুলি পড়াবেন। তবে চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তীতে আরও শিক্ষিকার প্রয়োজন হলে সে ব্যাপারে পরিচালন সমিতির সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

বিদ্যালয়ে নতুন বিষয় চালু হওয়ায় ছাত্রীদের অভিভাবকরাও খুশি। রিম্পা পাল নামে এক অভিভাবক বলেন, 'কিছু বিষয় এতদিন এই স্কুলে ছিল না। পড়ুয়ারা বাধ্য হয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হত। এবার নতুন বিষয় চালু হওয়ায় খুব সুবিধা হবে।' ১৯৫৩ সালে শহরের কোচবিহার-দিনহাটা রোড সংলগ্ন এলাকায় নিউটাউন গার্লস স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্কুলটিতে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১৮০০ জন ছাত্রী রয়েছে। বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা সহ ৩১ জন স্থায়ী শিক্ষিকা ছাড়াও দুজন প্যারাটিচার, দুজন ভোকেশনাল শিক্ষক এবং আইসিটির জন্য একজন শিক্ষিকা রয়েছেন।

দিনের শেষে হিসেবনিকেশ।। কোচবিহার শহরে দুই গাজন সন্ন্যাসী। রবিবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

চেয়ারম্যানের ওয়ার্ডে বন্ধ সুলভ শৌচালয়

দেবদর্শন চন্দ

এই শৌচালয়টিকে ঘিরেই যত বিতর্ক। –সংবাদচিত্র

কোচবিহার, ১১ মে : একদিকে পার্ক, অপরদিকে বাজার। শহরের নরেন্দ্রনারায়ণ রোড ব্যস্ত এলাকা বলেই পরিচিত। দুপুরবেলা এই রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে দেখা গেল সুলভ শৌচালয়টি বন্ধ। বাসিন্দারা জানালেন, কয়েকমাস ধরেই বন্ধ রয়েছে শৌচালয়টি। আর যে ওয়ার্ডে শৌচালয়টি, তাঁর কাউন্সিলার খোদ পুরসভার চেয়ারম্যান। পুরপ্রধানের ওয়ার্ডের এই পরিস্থিতি নিয়েই এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। বাসিন্দাদের প্রশ্ন, প্রয়োজনের সময় সাধারণ মানুষ যদি শৌচালয়ের সুবিধা না পান, তাহলে এত টাকা খরচ করে কেন সেটি তৈরি করা হল?

বছরখানেক আগে পথচারী এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখে শহরের রাসমেলা মাঠ সংলগ্ন এলাকা, কাছারি মোড়, পুলিশলাইন সংলগ্ন এলাকায় শৌচালয় তৈরি করা হয়েছিল। অন্য শৌচালয়গুলি খোলা থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ বাজার সংলগ্ন এলাকার শৌচালয়টি। আর এতেই ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা। এলাকার ব্যবসায়ী সুনীল কর্মকার বলেন, 'শৌচালয় থাকা সত্ত্বেও সেটি বন্ধ রয়েছে। এতে আমাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিষয়টি পুরসভার দ্রুত দেখা উচিত।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, বছরখানেক আগে ঘটা করে পুরসভার তরফ থেকে 'পে অ্যান্ড ইউজ' শৌচালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছিল। কিছুদিন চললেও আপাতত তা তালাবন্ধ অবস্থায় রয়েছে। বিষয়টি পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। তাঁর যুক্তি, 'যারা ওই শৌচালয়টির টেন্ডার নিয়েছিল, তারা কয়েকমাস ধরে টাকা দেয়নি। সেকারণে ওটা আপাতত বন্ধ করে রাখা হয়েছে। পুরসভার পক্ষ থেকে তাঁদের চিঠি পাঠানো হয়েছে। টাকা জমা দিলেই ওটা খুলে দেওয়া হবে।'

পার্ক এবং বাজার সংলগ্ন এলাকায় থাকা শৌচালয়টি দ্রুত চালু করার দাবি জানিয়েছেন সেখানকার ব্যবসায়ীরা। শৌচালয়টি বন্ধ থাকায় স্থানীয় দোকানদার, ট্রাকের খালাসি এবং পর্যটকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এবিষয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন পথচারী রেজাউল করিম। তিনি ক্ষোভের সুরেই বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে আমরা প্রয়োজনের সময় শৌচালয়টি ব্যবহার করতে পারছি না। বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।'

রবির সাফাই

- যারা ওই শৌচালয়টির টেন্ডার নিয়েছিল, তারা কয়েকমাস টাকা দেয়নি
- সেই কারণে ওটা আপাতত বন্ধ করে রাখা হয়েছে
- পুরসভার পক্ষ থেকে তাদের চিঠি পাঠানো হয়েছে
- টাকা জমা দিলেই ওটা খুলে দেওয়া হবে

আনন্দমার্গের অনুষ্ঠান

কোচবিহার, ১১ মে : আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমূর্তিজির ১০৪তম জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কোচবিহারে একটি শোভাযাত্রা করা হল। রবিবার শোভাযাত্রাটি জেনকিন্স স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে কোচবিহার শহর পরিক্রমা করে। সোমবারও নানা কর্মসূচি রয়েছে। এদিন কোচবিহার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে সংঘের জেলা সম্পাদক আচার্য কৃষ্ণধ্যানানন্দ বলেছেন, 'সোমবার খাগড়াবাড়ি আনন্দমার্গ স্কুলে সেলাই মেশিন বিতরণ, রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, কীর্তন, সাধনা ও আলোচনা সভা সহ নানা সামাজিক কাজকর্ম হবে।'

বাইক চুরি

তুফানগঞ্জ, ১১ মে : তুফানগঞ্জ শহরে বাইক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে পুর এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রভাত সরণি এলাকায়। চুরির পরেই স্থানীয় বাসিন্দা তপন রাভা তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর কথায়, 'বাড়ির সামনে বাইকটি রেখে ভেতরে যাই। কিছুক্ষণ পর এসে দেখি বাইকটি উধাও। বাইকে রাখা বেশকিছু দরকারি নথিপত্র চুরি গেল।' পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

কোচবিহার, ১১ মে : কোচবিহার ফুটবল অ্যাকাডেমির খুদে ফুটবলারদের নিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হল। রবিবার কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজের মাঠে আয়োজিত শিবিরে ৫৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে। অ্যাকাডেমির সচিব সমীর ঘোষ বলেছেন, 'সামনে অনেক ফুটবল প্রতিযোগিতা রয়েছে। তাই আগে থেকেই ফুটবলারদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হল।'

প্রয়াণ দিবস

কোচবিহার, ১১ মে : কোচবিহারের প্রয়াত সাহিত্যিক শশীভূষণ মিত্রের পঞ্চম প্রয়াণ দিবস পালিত হল। রবিবার কোচবিহারের ঘুঘুমারিতে তাঁর অনুগামীদের উদ্যোগে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়েছে বলে শংকর মিত্র জানিয়েছেন।

ঈশান কোণে মেঘ জমছে।। শতকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সূচনা করেন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। গান শুরু হওয়ার আগে বাদ সাধে বৃষ্টি। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় কোচবিহার বৈরাগীদিঘির পাড়ে মুক্তমঞ্চে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

ঝড়ে ভোগান্তি

হলদিবাড়ি, ১১ মে : কালবৈশাখী ঝড়ে লন্ডভন্ড হলদিবাড়ি সহ ব্লকের বিভিন্ন এলাকা। রবিবার বিকাল পাঁচটা থেকে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়। মাত্র কয়েক মিনিট ঝড় হয়। তারপরেই শুরু হয় প্রচণ্ড বৃষ্টি। তাতেই হলদিবাড়ি শহরের পূর্বপাড়া এলাকায় পুরাতন একটি জাম গাছ হলদিবাড়ি মেখলিগঞ্জ রাজ্য সড়কের ওপর উপড়ে পড়ে। এতে উচ্চ পরিবাহী বিদ্যুতের খুঁটি রাস্তার ওপর হেলে যায়। ব্যাহত হয় যান চলাচল।

বিডিও অফিস সংলগ্ন সীমান্ত ভবন চত্বরে বেশ কয়েকটি গাছ উপড়ে যায়। মেলার মাঠ এলাকায় একটি বাড়ির চাল উড়ে যায়। প্রতিটি ওয়ার্ডে বহু গাছ উপড়ে যায়। গাছের ডাল ভাঙে। আঙ্গুলদেখা সংলগ্ন এলাকায় বাড়ির টিন খুলে ঝড়ে উড়ে যায়। হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস বলেন, 'পুরকর্মীরা ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করছেন।'

মাতৃ দিবস উদযাপন

কোচবিহার ব্যুরো

১১ মে : মাতৃ দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার কোচবিহার জেলাজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন জেলা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে মদনমোহনবাড়ির সামনে থাকা মহিলাদের মধ্যে শাড়ি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) অঙ্কুর সিংহ রায়, ট্রাফিক ওসি সুরেশ দাস সহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে এদিন শিশু ও অভিভাবক ছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মায়েদের উপস্থিতিতে মাতৃপুজো হয়। শিশু ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা মায়েদের পা ধুয়ে, ফুল দিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা জানান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ কর্মকার, শিক্ষক শোভন দত্ত প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই দিনটি উপলক্ষ্যে তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরেও একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে মেধাবী পড়ুয়া ও তাদের মায়েদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

খবরের জেরে মিটল সমস্যা

কোচবিহার, ১১ মে : রাস্তার পাশে জমিয়ে রাখা নর্দমার আবর্জনা পরিষ্কার করল কোচবিহার পুরসভা। কোচবিহার শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ কদমতলা এলাকায় নর্দমার আবর্জনা তুলে সেগুলি দিনের পর দিন ধরে রাস্তার উপরে রেখে দেওয়া হচ্ছিল। বৃষ্টিতে সেই আবর্জনা আবার গিয়ে পড়ছিল নর্দমাতেই। রাস্তাজুড়ে কাদা, আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ায় ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছিল বাসিন্দাদের। শনিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে পুরসভা। শনিবার রাতেই আবর্জনা সরিয়ে নেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দা অনুপম দাস বলেছেন, 'সমস্যার কথা খবরে প্রকাশিত হতেই শেষপর্যন্ত কাজ হল। আপাতত সমস্যা মিটেছে।'

রক্তদান

মাথাভাঙ্গা, ১১ মে : রবিবার মাথাভাঙ্গা সুভাষপল্লি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে দ্বিতীয় বার্ষিক রক্তদান শিবির হল সুভাষপল্লি দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে। এদিনের শিবির থেকে শিলিগুড়ি টেরাই লায়ন্স ব্লাড সেন্টার ৩১ ইউনিট এবং মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক ২০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করে। সুভাষপল্লি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে তাপস সরকার এবং শম্ভু সাহা জানান, এলাকার বাসিন্দাদের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য যেমন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে যেতে হয়, তেমনি অনেক সময় শিলিগুড়িতে গিয়েও চিকিৎসা করতে হয়। মাথাভাঙ্গায় রক্তের প্রয়োজন হলে যেমন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকে রক্ত থাকা জরুরি, শিলিগুড়িতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে রক্তের প্রয়োজন হলে যাতে কেউ রক্তের সমস্যায় না পড়েন সেজন্য শিলিগুড়ির ব্লাড ব্যাংকেও রক্ত পাঠানো হল।

পাড়ায় পাড়ায়

মাথাভাঙ্গা

চওড়া রাস্তা চান বাসিন্দারা

মাথাভাঙ্গা, ১১ মে : সম্প্রতি শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সুটুঙ্গা নদীর ঘাট থেকে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মানসাই নদীর ঘাট পর্যন্ত রাস্তার ফুটপাথে পেভার্স ব্লক বসানো হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ওই রাস্তা তৈরি হলেও সেটি পর্যাপ্ত পরিমাণে চওড়া হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। বিশেষ করে ওই সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে ট্রাক বা বড় যানবাহন গেলে, তার পাশ দিয়ে একটি টোটো বা ছোট গাড়ি যাওয়ার জো নেই বলে অভিযোগ তাঁদের। শুধু তাই নয়, রাস্তায় পেভার্স ব্লক ধরে রাখতে হলে দু'ধারে কংক্রিটের গার্ডওয়াল দিতে হয়। এক্ষেত্রেও পেভার্স ব্লকের দু'ধারে গার্ডওয়াল তৈরি করা হয়েছে। গার্ডওয়াল থেকে ফুটপাথ নীচু হয়ে যাওয়ার সুযোগে কিছু বাসিন্দা পেভার্স ব্লকের ওপর বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন। ফলে রাস্তা আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। পুরসভার দু'নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ রায় বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। খুব শীঘ্রই অভিযান চালিয়ে ওই বেআইনি বেড়া তোলা হবে।'

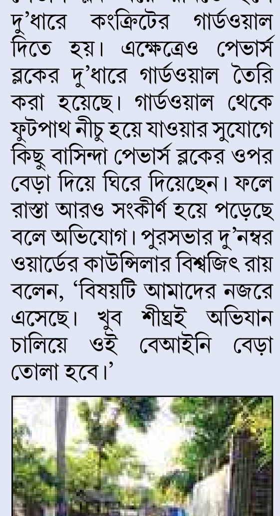

হলদিবাড়ি

কালীনালা সংস্কারের দাবি

হলদিবাড়ি, ১১ মে : হলদিবাড়ি শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত কালীনালা সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হলদিবাড়ি শহরের উত্তরপাড়া থেকে পাবনা কলোনি পর্যন্ত নালাটি রয়েছে। বাসিন্দাদের দাবি, অতীতে তিস্তা নদীর সঙ্গে সংযোগ ছিল নালাটির। সেসময় এই নালায় পরিষ্কার জল প্রবাহিত হত। স্থানীয়রা অনেকেই সেখানে স্নান করতেন। কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় হিন্দুদের বিয়ে, অন্নপ্রাশন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে এই নালার জল ব্যবহার করা হত। এখনও সেই প্রথা চালু রয়েছে।

স্থানীয় তরুণ প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে নালাটি কচুরিপানা ও আগাছায় ভরে গিয়েছে। দোকানের আবর্জনা সেখানে ফেলার ফলে জলের ওপর আবর্জনার স্তূপ জমে যাচ্ছে।' তাছাড়া বিভিন্ন বাড়ির নালা, এলাকার ছোট ছোট নিকাশিনালা এই নালায় মিশেছে। মল, মূত্র, বাড়ি ও দোকানের আবর্জনা ফেলার কারণে এটি মশার আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন দূষিত হচ্ছে এর জল। দুর্গন্ধ সহ দূষণ ছড়াচ্ছে। পুরসভার চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস নালাটির সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন।

তথ্য ও ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা ও অমিতকুমার রায়

বাইরের পাইকারদের আশায় ভুট্টাচাষিরা

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১১ মে : দাম বেশি পাওয়ার জন্য বাইরের পাইকারদের আশায় দিন গুনছেন মেখলিগঞ্জের ভুট্টাচাষিরা। মেখলিগঞ্জ মহকুমা শহর হলেও এখানে প্রচুর মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে জীবিকানির্বাহ করে থাকেন। শহর সংলগ্ন নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিস্তা নদীর চর ও শহরের ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৯ ইত্যাদি ওয়ার্ডেও ভুট্টা চাষ হয়। একটা সময় ছিল যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকার কারণে বাইরের পাইকাররা মেখলিগঞ্জে সরাসরি আসতেন না। স্থানীয় তরুণদের মারফত বাইরে যেত উৎপন্ন ভুট্টা। কিন্তু এখন দিন বদলেছে। হলদিবাড়ি মারফত বাইরের পাইকাররা মেখলিগঞ্জে আসেন সরাসরি ভুট্টা কিনতে। ফলে স্বাভাবিকভাবে একটু দাম বেশি পান ভুট্টাচাষিরা।

বাড়ির আঙিনায় ভুট্টা শুকোতে দিচ্ছেন চাষি। মেখলিগঞ্জে।

মেখলিগঞ্জের পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুষেণ দাস এবছর মোট ৫ বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষ করেছেন। তাঁর কথায়, 'ধীরে ধীরে ভুট্টা তুলে রোদে শুকোতে দিচ্ছি। প্রথম দিকে দাম একটু বেশি থাকলেও এখন দাম খানিকটা কমেছে। বাইরের পাইকারদের তুলনায় স্থানীয় পাইকাররা দাম কম দিতে চান। তাই বাইরের পাইকারদের আশায় রয়েছি। তাঁরা আসলে দাম বেশি পাওয়া যাবে।'

> এবছর মোট ৫ বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষ করেছি। ধীরে ধীরে ভুট্টা তুলে রোদে শুকোতে দিচ্ছি। প্রথম দিকে দাম একটু বেশি থাকলেও এখন দাম খানিকটা কমেছে। বাইরের পাইকারদের তুলনায় স্থানীয় পাইকাররা দাম কম দিতে চান। তাই বাইরের পাইকারদের আশায় রয়েছি। তাঁরা এলে দাম বেশি পাওয়া যাবে।
>
> –সুষেণ দাস, *ভুট্টাচাষি*

শনিবার ভুট্টা ১৯ টাকা ৮০ পয়সা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। স্থানীয় ভুট্টাচাষিদের বক্তব্য, বাইরের পাইকাররা এলে বেশি দাম পাওয়া যাবে। আবহাওয়া সংক্রান্ত কারণে গত বছর ভুট্টা চাষে তেমন লাভের মুখ দেখেননি চাষিরা। যাঁরা ঋণ নিয়ে ভুট্টা চাষ করেছিলেন পরবর্তীতে মাশুল গুনতে হয়েছিল তাঁদের। অনেকেই এবার সেই কথা মাথায় রেখে কম পরিমাণে ভুট্টা চাষ করেছেন। ধীরে ধীরে ভুট্টা ঘরে তোলা শুরু করেছেন মেখলিগঞ্জ শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার চাষিরা।

ভুট্টাচাষি মহম্মদ আমিনালের কথায়, 'এবার ভুট্টা চাষ ভালোই হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চাষিরা বিভিন্ন খাতে ঋণ নিয়েই ভুট্টা চাষ করেন। তাই দাম খানিকটা বেশি পেলে ঋণের টাকাও পরিশোধ করা যাবে। তাই বাইরের পাইকারদের আসার অপেক্ষা করছি।'

বাড়েনি বেতন, অসন্তোষ নিগমে

অনিশ্চয়তায় মেকানিক-কনডাক্টররা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ মে : রাজ্যের নতুন সার্কুলারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চুক্তিভিত্তিক চালকদের বেতন বাড়লেও, কনডাক্টর, মেকানিকদের বেতন বাড়ানো সংক্রান্ত কোনও নির্দেশ আসেনি। এই পরিস্থিতিতে নিগমের অন্দরে মেকানিক, কনডাক্টরদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তাঁদের বেতন আদৌ বাড়বে কি না, বাড়লেও কবে বাড়বে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

কনডাক্টর, মেকানিকদের অসন্তোষের বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না নিগমের কর্তাদেরও। এমনকি বিষয়টা নিয়ে তাঁরা রাজ্য সরকারের সঙ্গেও কথা বলেছেন বলে নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের বক্তব্য, 'পুরো বিষয়টাই রাজ্য সরকারের ব্যাপার। আমরা আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি এই পরিস্থিতির বদল হবে। সমস্যাও মিটে যাবে। কনডাক্টর, মেকানিকদের জন্যও বেতন বাড়ার নতুন সার্কুলার দ্রুত আসবে বলে আশা করছি।'

ক্ষোভ যেখানে

- চালকদের বেতন বেড়েছে
- কিন্তু কনডাক্টর ও মেকানিকদের জন্য কোনও সার্কুলার আসেনি
- তাঁদের বেতন এখনও ১৩,৫০০ টাকাই রয়ে গিয়েছে
- বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না নিগমের কর্তাদেরও
- রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা চলছে
- নতুন সার্কুলার দ্রুত আসবে বলে দাবি নিগমের চেয়ারম্যানের

নিগমের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, মেকানিক, কনডাক্টর ও চালক মিলিয়ে বর্তমানে নিগমে কর্মীর সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে সাতশো চালক রয়েছেন। নিগমের কর্মীদের কথায়, চালকদের মধ্যে দুই ধরনের চুক্তিভিত্তিক কর্মী রয়েছেন। এক ধরনের কর্মী রয়েছেন, যাঁদের নিয়োগ হয়েছে এজেন্সির মাধ্যমে। আরেক ধরনের কর্মী রয়েছেন, যাঁদের সরাসরি চুক্তিতে নিয়োগ করেছে নিগম। দুই মাধ্যমেই নিয়োগ হওয়া চালক সহ মেকানিক, কনডাক্টরদের প্রথমে মাসিক বেতন ছিল ১৩,৫০০ টাকা। পরে দুই হাজার টাকা বাড়লেও বছর দুয়েক আগে সেই বেতন ফের কমে হয় ১৩,৫০০ টাকা। তা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। তবে রাজ্য সরকারের নতুন সার্কুলারে এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া চালকদের বেতন বেড়ে হয়েছে ১৬,০০০ টাকা।

নিগমের পক্ষে সরাসরি চুক্তিতে নিয়োগ হওয়া চালকদের বেতন শুরু হয়েছে ২০,০০০ টাকা থেকে। এক্ষেত্রে দশ বছর ধরে কাজ করলে বেতন ২০,০০০ টাকা, ১৫ বছর ধরে কাজ করলে বেতন ২৫,০০০ টাকা, ২০ বছর ধরে কাজ করলে বেতন ৩৫,০০০ টাকা। তার বেশি সময় ধরে কাজ করলে বেতন ৩৯,০০০ টাকা হয়।

যদিও কনডাক্টর ও মেকানিকদের জন্য কোনও সার্কুলার না আসায় এখনও তাঁদের বেতন ১৩,৫০০ টাকাই রয়ে গিয়েছে। এক কনডাক্টরের কথায়, 'আট বছর ধরে আমি এখানে কাজ করছি। কিন্তু বেতন এক জায়গাতেই আটকে রয়েছে।'

নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্য বলেন, 'চালকের বেতন বেড়েছে সেটা ভালো। তবে বাকিদেরও যাতে বেতন বাড়ানো হয়, তা দেখতে হবে। না হলে এটা মামলার পর্যায়ে চলে যাবে। আমরা ইতিমধ্যেই এই বিষয়টা নিয়ে আন্দোলনে নেমেছি।'

রাজধানী এক্সপ্রেসে নতুন রেক

নিউজ ব্যুরো

১১ মে : ডিব্রুগড়-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের (ট্রেন নম্বর ২০৫০৩) বর্তমান হফম্যান বুশ (এলএইচবি) রেক পরিবর্তন করে একটি নতুন এলএইচবি রেক সংযোজন করা হয়েছে। ১০ মে থেকে এটি চালু করা হয়েছে। সর্বশেষ ফার্নিশিং, যাত্রী সুবিধা এবং নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যের মান অনুসারে তৈরি করা নতুন রেকটি আরও নির্ভরযোগ্য, উন্নত ভ্রমণের স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করবে এবং সামগ্রিকভাবে আরও ভালো যাত্রার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে। নতুন রেকটিতে নতুন ধরনের ইন্টেরিয়র, নান্দনিকতা এবং উন্নত সাসপেনশন ব্যবস্থা থাকায় যাত্রীদের জন্য আরও মসৃণ ও নিরাপদ যাত্রার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। প্রিমিয়াম ট্রেন পরিষেবার মান বিশ্বমানের পর্যায়ে উন্নীত করতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন।

রাজধানীর চাকার ব্রেক বাইন্ডিং গরম হয়ে আগুন লেগেছিল।

রাজধানীর চাকায় আগুন

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১ মে : তখন বিকেল পাঁচটা। কোচবিহার স্টেশন অতিক্রম করে আলিপুরদুয়ারের দিকে রওনা হয়েছিল আপ দিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস। হঠাৎ কোচবিহার ছাড়ার পরই রেলকর্মীদের নজরে আসে রাজধানীর চাকার ব্রেক বাইন্ডিং গরম হয়ে ধোঁয়া ও আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। তারপরই নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে প্রবেশের আগেই থামিয়ে দেওয়া হয় রাজধানী এক্সপ্রেসকে। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট সহ আরপিএফ-কে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। তবে তার আগেই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ফলে এদিন প্রায় আধ ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ে ট্রেনটি। তবে বড়সড়ো দুর্ঘটনার আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে বলে দাবি রেলকর্তাদের।

এ ব্যাপারে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট সুনীল দত্ত বলেন, 'সমস্যা তেমন কিছু ছিল না। তবে কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। দমকল পৌঁছানোর আগেই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়।'

এদিকে, আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্কে যাত্রীরা ট্রেন থেকে কয়েকজন নেমে যাওয়ার চেষ্টা করেন। রেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রেক বাইন্ডিং গরম হলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে থাকে। তবে পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ার আগেই তা সামাল দেওয়া গিয়েছে। রাজধানীর এসি কামরার কোচের চাকায় আগুনের ফুলকি দেখা যায়। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ট্রেন থামানো হয়। সেই সময় গতি কম ছিল। রেলের ইঞ্জিনিয়াররাও বিষয়টি দেখার পরেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্য স্টপ দেওয়া হয় ট্রেনটিকে। দমকলের কর্মীরা বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। তেমন গুরুতর সমস্যা না থাকায় রাজধানীকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

> সমস্যা তেমন কিছু ছিল না। তবে কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। দমকল পৌঁছানোর আগেই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়।
>
> **সুনীল দত্ত,**
> স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট
> নিউ আলিপুরদুয়ার

ক্ষতি ২৫ লক্ষ

প্রথম পাতার পর

তারপর একে একে আগুন গ্রাস করে জিতেন্দ্র ধরের মুদিখানা, প্রমথচন্দ্র দাসের কাপড়ের দোকান, সুজিতকুমার দাসের কম্পিউটারের দোকান ও বাপ্পা দেবনাথের মোবাইল ও কম্পিউটারের দোকান। ঘটনার জেরে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। বক্সিরহাট দমকলকেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকলকর্মীদের দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। খবর পেয়ে বক্সিরহাট থানার ওসি নকুল রায় পুলিশ নিয়ে সেখানে হাজির হন।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পরে কপাল চাপড়াচ্ছিলেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। ক্ষতিগ্রস্ত অমৃত বলেন, 'দোকানের আয় দিয়েই আমার সংসার চলে। এই ঘটনায় প্রায় দুই লাখ টাকার ক্ষতি হয়ে গেল। এত বড় ক্ষতির ধাক্কা কীভাবে সামলাব, জানি না।' সরকারি সহায়তার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। বললেন, 'প্রশাসনের তরফে আর্থিক সাহায্য পেলে কিছুটা হলেও ধাক্কাটা সামলানো যাবে।'

লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে আরেক ব্যবসায়ী প্রমথেরও। এই পরিস্থিতিতে কী করবেন, বুঝতে পারছেন না তিনিও। একইরকম অবস্থা বাকি চার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরও। এদিন ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তুফানগঞ্জ-২ এর বিডিও দালাকি লামা, তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস প্রমুখ।

বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাবলু বর্মন বলেন, 'সব মিলিয়ে পঁচিশ লক্ষ টাকার ওপরে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ব্যবসায়ীদের দুঃসময়ে আমরা তাঁদের পাশে রয়েছি।' কিন্তু কীভাবে এই আগুন লাগল? বক্সিরহাট দমকলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রঞ্জন মোদক বলেন, 'অনুমান করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড। ছয়টি দোকানেরই সামগ্রী ও আসবাবপত্র পুড়েছে।' এদিনের ঘটনার পর এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, আরও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হতে পারত। বাজার লাগোয়া দোকানের সংখ্যা কম নেই। ফলে আগুন ছড়িয়ে পড়লে কী হত সেটা ভেবেই আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা। ঘটনা রাতে হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়ত বলেই মনে করছেন তাঁরা।

অবৈধ নির্মাণ

প্রথম পাতার পর

পুরসভাই যদি এভাবে নিয়ম না মেনে অন্য সরকারি দপ্তরের জমিতে নির্মাণকাজ করে, তাহলে সাধারণ শহরবাসীর কাছে কী বার্তা যাবে? পুরসভার এধরনের কাজের ফলেই শহরজুড়ে পুর আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে।' সিপিএমের মাথাভাঙ্গা শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অসিত দাস নিজেই পুরসভার কর্মী ছিলেন। সম্প্রতি অবসরগ্রহণ করেছেন। অসিত দাসের কথায়, 'পুরসভা নিজেই অন্য সরকারি দপ্তরের জমি দখল করে বেআইনিভাবে গোডাউন তৈরি করেছে। ফলে কেউ পুরসভার অনুমতি না নিয়ে নির্মাণকাজ করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নৈতিকতা হারিয়েছে পুরসভা।' বিষয়টি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিতে সিপিএম আন্দোলনে নামবে বলে জানান অসিত দাস।

আজ বৈঠকে ভারত-পাক

প্রথম পাতার পর

তবে কোনওরকম ভিত্তিহীন খবর নিয়ে জল্পনার জাল না বুনতে পরামর্শ দেওয়া হয়। পাকিস্তান ফের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করলে জবাব দেওয়ার পদ্ধতি ঠিক করার পূর্ণ স্বাধীনতা সেনা কমান্ডারদের দিয়েছেন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও রবিবার বৈঠক করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান ও তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে।

অন্যদিকে, সিন্ধু জলচুক্তির ভবিষ্যতের পাশাপাশি কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাবকে পাকিস্তান স্বাগত জানিয়েছে। পাক বিদেশমন্ত্রকের বক্তব্য, 'জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্যার যে কোনও ন্যায্য ও স্থায়ী সমাধানে অবশ্যই সেখানকার মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে।'

তবে পাকিস্তানের এই 'আবদার' মানতে নারাজ ভারত। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনার সম্ভাবনা নয়াদিল্লি খারিজ করে দিয়েছে। পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতিকে নিজেদের বিজয় বলে বার্তা দিচ্ছে লাগাতার। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, 'অপারেশন বুনিয়ান-উম-মারসুস শত্রুপক্ষের আগ্রাসনের সমুচিত জবাব দিয়েছে। পাকিস্তান যে সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে, এই ঘটনা তার প্রমাণ।'

শনিবার রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে সংঘর্ষ বিরতিকে ঐতিহাসিক বিজয় বলে আখ্যা দিয়েছিলেন শরিফ।

যদিও শনিবার বিকেল ৩টা ৩৫ মিনিটে পাকিস্তানের ডিজিএমও-ই ফোন করে ভারতের ডিজিএমও-কে দ্রুত সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর করার প্রস্তাব দেন। ভারত তাৎক্ষণিক ইতিবাচক সাড়া দেওয়ায় বিকেল ৫টা থেকে তা কার্যকর হয়।

লখনউয়ে ব্রহ্মস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল উৎপাদন ইউনিটের ভার্চুয়াল উদ্বোধনে রবিবার রাজনাথ বলেন, 'নতুন ভারত সীমান্তের এপার-ওপার, যেখানেই সন্ত্রাসবাদ থাকুক না কেন, ভারত তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পিছপা হবে না।' সেই কঠোর পদক্ষেপের মধ্যে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তও রয়েছে।

সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামাবাদের হাত ধরাধরির যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পেশ করতে চলেছে নয়াদিল্লি। আগামী সপ্তাহে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ওই তথ্যপ্রমাণ পেশ করার জন্য একটি বিশেষ দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত।

ইউজিসি নেটে ভালো ফল সৌপর্ণর

শিলিগুড়ি, ১১ মে : ইউজিসি নেট (জেআরএফ)-এ জুলজিতে সর্বভারতীয় স্তরে ৮৭ র‍্যাংক করলেন শিলিগুড়ির সৌপর্ণ ঘোষ। মাইক্রো প্লাস্টিকের জেরে কীভাবে নদী দূষণ হচ্ছে, তা নিয়ে গবেষণা করতে চান তিনি। সুভাষপল্লির বাসিন্দা সৌপর্ণ শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল থেকে ২০১৯ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। ২০২২ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ থেকে জুলজিতে স্নাতক হন। বিধাননগর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর করেন ২০২৪-এ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের একটি প্রোজেক্টে মহানন্দা ও তিস্তায় দূষণ নিয়ে কাজ করছেন সৌপর্ণ। তিনি বলেন, 'স্নাতকোত্তরে ইকোটক্সিকলজির ওপর স্পেশালাইজেশন করেছিলাম। মাইক্রো প্লাস্টিকের জন্য নদী কীভাবে দূষিত হচ্ছে, এর ফলে জলজ প্রাণীর কী কী ক্ষতি হচ্ছে, তা নিয়ে গবেষণা করব। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই এই ইচ্ছে জেগেছিল।'

সৌপর্ণ জানান, মহানন্দা, তিস্তায় দূষণ অনেকটাই বেড়েছে। এর প্রভাব পড়ছে জলজ প্রাণীদের ওপর। তবে শুধু মহানন্দা নয় রাজ্যের বাকি নদী, বিলগুলোর কী পরিস্থিতি, তা নিয়েও গবেষণার ইচ্ছে রয়েছে বলে জানিয়েছেন এই কৃতী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা করতে চান সৌপর্ণ। তাঁর সাফল্যে খুশি বাবা সঞ্জীব ঘোষ ও মা সুতপা ঘোষ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কোচবিহার, ১১ মে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভেনাস স্কোয়ার ক্লাবের হীরক জয়ন্তী বর্ষ দুর্গোৎসব কমিটি ও ক্লাব কমিটির তরফে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল।

রবিবার ক্লাবকক্ষে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, নাটক হয়েছে। এদিকে, কোচবিহার সুরমালা সংগীত মহাবিদ্যালয়ের তরফেও রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। কোচবিহারে নাচ, গান, যন্ত্রসংগীত, গীতি আলেখ্যর মাধ্যমে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সবমিলিয়ে প্রায় ৭০ জন শিল্পী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

উত্তরকন্যায় শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ

কলকাতা, ১১ মে : উত্তরবঙ্গের শিক্ষকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার উত্তরকন্যায় নানা সরকারি কাজ সেরে ফেলার ব্যবস্থা করতে চলেছে। এই খবর পাওয়ার পর এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার সাংগঠনিক কৃতিত্ব নিতে মাঠে নেমে পড়েছে তৃণমূল সমর্থিত শিক্ষক সংগঠনগুলি। সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে রাজ্যের উত্তর থেকে কলকাতামুখী হতে হয় শিক্ষকদের। সেই সমস্যা সমাধানেই বিকাশ ভবনের বিকল্প হিসেবে উত্তরকন্যায় শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ শুরুর দাবি নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে এবার সরকারিভাবে যাওয়ার কথা ভাবছে তৃণমূল শিক্ষক সংগঠন ওয়েবকুপা।

সংগঠনের সদস্য অধ্যাপক প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের জন্য উত্তরবঙ্গের শিক্ষকদের যাতে কলকাতায় বারবার আসতে না হয় সেই জন্যই উত্তরকন্যাতে শাখা অফিস তৈরি করার ভাবনাচিন্তা শিক্ষামন্ত্রীর মাথায় আছে। জিটিএ-র মতো সুযোগসুবিধা চালু করার পরিকল্পনাও হচ্ছে। আমাদের মার্চ মাসে আয়োজিত সভাপতিদের সভায় এবং রাজ্য কমিটির বৈঠকেও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে উত্তরকন্যাতে কাজ শুরুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ব্রাত্য বসু সদর্থক সাড়া দিয়েছেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আমরা রয়েছি।' ওয়েবকুপার অন্যতম রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক সেলিম বক্স মণ্ডল বলেন, 'উত্তরবঙ্গ থেকে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উত্তরের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবায় নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করেছি। উত্তরকন্যাতে শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ শুরু করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে শীঘ্রই আমরা লিখিত অনুরোধ পাঠাব।'

উত্তরবঙ্গ নিয়ে নতুন ভাবনা

তবে তৃণমূল সমর্থিত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফে পলাশ সাধুখাঁ বলেন, 'পাহাড় থেকে সাগর সব জায়গা থেকেই আমাদের সদস্য বেড়েছে। বিরোধী দলের শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরাও আমাদের সংগঠনে যোগদান করতে চাইছেন। উত্তরবঙ্গ থেকে যে সমস্ত শিক্ষক আমাদের সদস্য রয়েছেন, তাঁদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কার্যালয়ে গিয়ে এখন আর সরাসরি কাজ করতে হয় না। পর্ষদ সভাপতি, শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী সকলেই এখন অনলাইন ই-মেলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যাঁরা দূরে থাকেন তাঁরা ই-মেল মারফত সমস্ত কাজ সহজেই সারছেন। আমরাও আমাদের সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণের প্রক্রিয়া অনলাইনে শুরু করব।'

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

জলপাইগুড়ি, ১১ মে : গরমের হাত থেকে বাঁচতে শনিবার রাতের দিকে রেললাইনে বসে গল্প করছিলেন শংকর ঘোষ এবং তাঁর বন্ধু।

সেসময় হঠাৎ এনজেপি থেকে জলপাইগুড়ি স্টেশনের দিকে আসা একটি ট্রেনের শব্দ শুনতে পাননি কেউ। ট্রেনের ইঞ্জিনের ধাক্কায় আহত হন পঞ্চান্ন বছর বয়সি শংকর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান জলপাইগুড়ি স্টেশনের জিআরপি ও আরপিএফ সহ কোতোয়ালি থানার পুলিশ। শংকর এবং তাঁর বন্ধুকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক শংকরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

টেলিস্কোপে চোখ। আলিপুরদুয়ার মাঝেরডাবরিতে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

তৎপর আমেরিকা

প্রথম পাতার পর

সেই চেষ্টা যে আমেরিকারই, তা স্পষ্ট হয়েছে ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্পের পোস্টে। যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, 'হামলা-পালটা হামলা এবার বন্ধ হওয়া দরকার। ভারত-পাকিস্তান- দু'দেশই সেটা বুঝতে পেরেছে। এজন্য আমি গর্বিত। এই সংঘর্ষ হলে বহু মানুষের প্রাণসংশয় হত। দু'দেশ যেভাবে সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর করতে রাজি হয়েছে, তা প্রশংসার যোগ্য।... আলোচনা না হলেও আমি এই দুটি মহান দেশের সঙ্গে বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে চলেছি।'

পাশাপাশি কাশ্মীর সমস্যা সমাধানেও সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। কিন্তু ট্রাম্পের সেই বার্তা ভারতের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য, আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে কি না ইত্যাদি প্রশ্ন উঠেছে। কাশ্মীর সমস্যায় ভারত বরাবরই তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার বিরোধী। সেটা জেনেও ট্রাম্পের এই সাহায্যের প্রস্তাবও নিঃসন্দেহে সমান তাৎপর্যপূর্ণ।

সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব

প্রথম পাতার পর

এই করিডরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি অঙ্গরাজ্য। আর এই চিকেন নেক-এর পার্শ্ববর্তী সীমান্ত এলাকা নিয়ে আমরা কি সত্যিই চিন্তিত? চিকেন নেক-এর গুরুত্ব, সীমান্ত সুরক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের আদৌ কি সরকার প্রকৃত সচেতন করতে পেরেছে? এই প্রশ্নগুলো উঠছে। কারণ, একদল ভারতীয়র সহযোগিতাতেই দেশবিরোধী শক্তিগুলো আমাদের ভূখণ্ডে সক্রিয় হয়েছে।

আমাদের কোনও না কোনও সহ নাগরিকের প্রশ্রয়েই সীমান্তে পাচার কারবার চলছে। সেই পাচারের রুট ধরেই বাড়ছে অনুপ্রবেশ, জঙ্গি আনাগোনা।

কিছু টাকার লোভে আমাদের দেশের নাগরিকরাই দেশবিরোধী শক্তিদের মদত দিচ্ছে। শুধু সাধারণ নাগরিকই নন, বহু ক্ষেত্রেই প্রশাসনের কর্মী, জনপ্রতিনিধি, নেতারাও মদতদাতা হয়ে উঠছে। তাই এদেশে ঢুকেই অনুপ্রবেশকারীরা তৈরি করে ফেলতে পারছে ভারতীয় পরিচয়পত্র। ঘুষ নিয়ে চোরাকারবারিদের ছাড়পত্র দিচ্ছে পুলিশের একাংশ। জনপ্রতিনিধি, নেতাদের নামও জড়াচ্ছে বেআইনি কারবারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জেনেবুঝে, কিছু ক্ষেত্রে না বুঝেই দেশবিরোধী শক্তিগুলোর 'ভরসা' হয়ে উঠছে ভারতীয়রাই। সীমান্ত এলাকায় এইসব কাজ বেশি হচ্ছে। তাই দেশরক্ষায় সীমান্ত সুরক্ষার গুরুত্ব সবাইকেই বুঝতে হবে বা বোঝাতে হবে। উত্তরবঙ্গের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় সেটা বোঝা আরও জরুরি।

এই মুহূর্তে আমরা সে অর্থে সুরক্ষিত নই। অবৈধ অনুপ্রবেশের জনশ্রুতি যেভাবে উঠে আসছে তা আমাদের অস্তিত্বের প্রতি আরেকবার জিজ্ঞাসা চিহ্নের অবতারণা করে। এই দেশ আমার, আপনার সবার। এই দেশ আমাদের পবিত্র ভূমি, এই দেশকে রক্ষা করা সকলেরই দায় ও দায়িত্ব।

অথচ আমরা যারা নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছি অথবা প্রশাসনের নানা স্তরে আছি অথবা জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছি আমরা কি পেরেছি সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে? কতটা পেরেছি চোরাচালান কারবার বন্ধ করতে?

শুধু বিএসএফ, পুলিশ বা রাষ্ট্রশক্তি সক্রিয় হলে হবে না। উত্তরবঙ্গের মতো সীমান্ত ঘেরা এলাকায় সাধারণ নাগরিকরা সচেতন না হলে সীমান্ত একশো শতাংশ সুরক্ষিত করা কখনোই সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলগুলিকেও এক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সীমান্ত সুরক্ষার প্রশ্নে ভোটের রাজনীতি দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই বুথ স্তর থেকে সংগঠন আছে। তাই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা যাতে বেআইনি উপায়ে ভারতীয় নাগরিকত্বের নথি তৈরি করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতা, কর্মী এবং বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিদেরও। এলাকায় পান থেকে চুন খসলে সবার আগে খবর যায় সেখানকার নেতাদের কাছে। তাই দলমত ভুলে দেশের সুরক্ষার স্বার্থে সব রাজনৈতিক কর্মীরা সচেতন হলে অনেক সহজেই বহু নাশকতা আমরা রুখে দিতে পারব।

(লেখক রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য)

মহানন্দে বাবা-মায়ের বিয়ের সাক্ষী

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ১১ মে : বাবা-মায়ের বিয়ে দেখা! কথার কথা মাত্র। এমন বিয়ের সাক্ষী থাকা সহজ বিষয় নয়। রবিবার বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নোনাইপাড় কিন্তু এমন অভিজ্ঞতারই সাক্ষী থাকল। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার ১৫ জোড়া দম্পতি এদিন নববধূ-বরের সাজে খুট্টিমারি বিট অফিস সংলগ্ন এলাকার সারনা শাদি-র মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কারও একটি, কারও বা একাধিক সন্তান। বয়স কারও ২২ তো কারও ৪২। রাজী পারহা সারনা প্রার্থনা সভা ভারত খুট্টিমারি বনবস্তি ইউনিটের আয়োজনে এদিন প্রকৃতি পারাব সারহুল খাদ্দী পূজা মিলন সমারোহের পাশাপাশি সারনা শাদির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রবিবার মাতৃ দিবস ছিল। যারা মায়েদের বিয়েতে শামিল হওয়ার সুযোগ পেল, এই অভিজ্ঞতা নিশ্চিতভাবে চিরকালের জন্য তাদের মন-ডায়েরিতে অম্লান হয়ে থাকবে। আয়োজকদের তরফে ফাগু ওরাওঁ বললেন, 'খুব সুন্দরভাবে এদিনের কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানাই।'

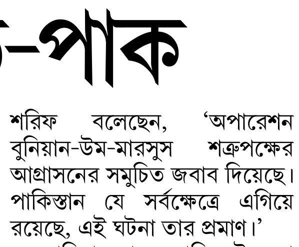

গণবিবাহের শোভাযাত্রা।

বাবা-মায়ের বিয়ে দেখা অবশ্য আদিবাসী সমাজের বহু প্রাচীন রীতি। আধুনিকতার দাপটে অনেক কিছুর বদল হলেও এই লোকাচারের বদল হয়নি। গণবিবাহ বা সারনা শাদি আসলে একটি স্বীকৃতির অনুষ্ঠান।

দুটি মনের মিল হলেই এই সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে পথ চলতে পারেন। তবে সংসারধর্ম পালন করলেও যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান সহ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশগ্রহণ থেকে তাঁরা বঞ্চিত থাকেন।

নিজেদের সন্তানদের বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজনের আগে তাঁদের নিজেদের বিয়ে সেরে নিতে হয়। তবে বিয়ের অনুষ্ঠান মানেই প্রচুর খরচ। অনেকের মধ্যেই মধ্যবয়সে পৌঁছে বিয়ের খরচ জোগানো সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে গণবিবাহের অনুষ্ঠান তাঁদের ক্ষেত্রে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়।

এদিন নোনাইপাড়ে গণবিবাহের অনুষ্ঠান তাঁদের কাছে যেন আশীর্বাদ হয়েই দেখা দিয়েছিল। সুখমণি খাড়িয়ার মতো অনেকেই তাই এদিন খুশিতে ডগমগ হয়ে রইলেন।

তাঁর কথায়, 'একসঙ্গে থাকলেও স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক এতদিন কোনও পূর্ণতা পাচ্ছিল না। এবারে তা পূর্ণতা পেল। আমার দুটি সন্তান রয়েছে। আমাদের সম্পর্ক পূর্ণতা পাওয়ায় তাদের কোনওদিন সামাজিক সমস্যায় পড়তে হবে না।'

চাপ বাড়াল

প্রথম পাতার পর

কাঠামোগুলিকে নিশানা করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই তার জবাব দেওয়া হয়েছে।'

এয়ার মার্শাল বলেন, 'আমরা যাদের ও যে লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করেছিলাম, সেসব অত্যন্ত ভেবেচিন্তে বাছাই করা হয়েছিল।' ভারতের ডিজিএমও রাজীব ঘাইয়ের কথায়, 'পাকিস্তানের ডিজিএমও-ই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু হতাশাজনক ও প্রত্যাশিত হল যে, পাকিস্তানই সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করেছে। শনিবার রাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত ড্রোন হানার চেষ্টা হয়েছে।'

ওই হানার পরই পাকিস্তানের ডিজিএমওকে হটলাইনে বার্তা পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান। তাঁর বক্তব্য, এরপরেও একই ঘটনা ঘটলে সেনাকে প্রত্যাঘাতের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আছে। রবিবারের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ডিরেক্টর জেনারেল অফ নেভাল অপারেশনস ভাইস অ্যাডমিরাল এএন প্রমোদ বলেন, আমরা আরব সাগরে পাকিস্তানি নৌসেনাকে সেদেশের বন্দর কিংবা উপকূলে আটকে থাকতে বাধ্য করেছিলাম। পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়ে নৌসেনার সমস্ত শাখা এবং সাবমেরিন সমুদ্রপথে প্রত্যাঘাতের জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল।'

করাচিতে আঘাত হানার জন্য নৌসেনা প্রস্তুত ছিল বলে তিনি জানান। এয়ার মার্শাল অবধেশ ভারতী জানান, বাহাওয়ালপুরে জইশ-ই-মহম্মদের চারটি প্রশিক্ষণ শিবিরে টার্গেটেড অ্যাটাক চালানো হয়। লাহোরের কাছে পাকিস্তানি রাডার স্টেশন ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, '৮ ও ৯ মে রাতে পাকিস্তান একাধিক ড্রোন ও ইউএভি দিয়ে বিভিন্ন শহরে টার্গেট করে। কিন্তু আমাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সমস্ত হামলা ব্যর্থ করে দেয়। জবাবে আমরা লাহোর ও গুজরানওয়ালায় সেনাঘাঁটি ও নজরদারি রাডার স্টেশনগুলিকে ধ্বংস করেছি। পাকিস্তান এসময় নাগরিক বিমানগুলি আকাশে পাঠায়, যা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত।' এয়ার মার্শালের কথায়, 'আমরা আকাশ, সমুদ্র এবং স্থলে বাহিনী মোতায়েন করেছি। পাকিস্তান আবারও কিছু করলে, সে জানে তার পরিণাম কী হতে পারে।'

আসরে শচীন, অনড় কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মে : তাঁর ভাবনা, পরিকল্পনার কথা দুনিয়ার দরবারে চলে আসার পর কেটে গিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময়। দেশ দুনিয়ার অনেকেই তাঁকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন করেছেন।

কিন্তু তিনি, বিরাট কোহলি এখনও তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় বলেই খবর। জানা গিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারকে অনুরোধ করা হয়েছে বিরাটকে বোঝানোর জন্য। লিটল মাস্টার ইতিমধ্যেই কোহলির সঙ্গে কথা বলেছেন বলে খবর। কিন্তু তারপরও ছবিটা বদলেছে, এমন খবর নেই রাত পর্যন্ত। বরং কোহলি নিয়ে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছে বিসিসিআই।

২০ জুন থেকে লিডসে শুরু ভারত বনাম ইংল্যান্ডের পাঁচ টেস্টের সিরিজ। তার আগে আগামী ২৩ মে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের দল ঘোষণা হওয়ার কথা। প্রাথমিকভাবে জাতীয় নির্বাচকরা যে দল ভেবেছিলেন, সেখানে এখন বিস্তর রদবদল হতে চলেছে। রোহিত শর্মা দিন কয়েক আগেই টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। বিরাটও সেই পথে হাঁটতে চলেছেন। এমনকি রবীন্দ্র জাদেজাও খুব দ্রুত টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে পারেন, ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহল থেকে এমন ইঙ্গিত সামনে আসছে। শেষপর্যন্ত এমন সম্ভাবনা বাস্তব হলে তিন কিংবদন্তির শূন্যস্থান পূরণ সহজ হবে না অজিত আগরকারদের জন্য। শুধু তাই নয়, দলের নতুন অধিনায়কের পাশে ইংল্যান্ডের মতো কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং সিরিজে তারুণ্যের জোশ দিয়ে কতটা বাজিমাত সম্ভব, সেই প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠেছে

মিশন ইংল্যান্ডের দল ঘোষণা ২৩ মে

ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। রাতের দিকে জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক সদস্য নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'রোহিতের সিদ্ধান্তের পর বিরাটও টেস্ট ক্রিকেট ছেড়ে দিলে বিলেতে ভারতীয় ব্যাটিং সত্যিই অনভিজ্ঞ হয়ে পড়বে। দেখা যাক শেষপর্যন্ত কী হয়।'

জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজরা ইংল্যান্ড সিরিজের দলে নিশ্চিতভাবেই থাকবেন। আইপিএলে হায়দরাবাদের হয়ে জঘন্য পারফরমেন্সের পর মহম্মদ সামির বিলেত যাত্রা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কিন্তু তিনি যাচ্ছেন বলেই খবর। প্রসিধ কৃষ্ণা, হর্ষিত রানা, আকাশ দীপদের মতো জোরে বোলারদেরও বিলেত সফরে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত। জাদেজা এখনও তাঁর অবসর নিয়ে কিছু জানাননি। তিনি থাকলে একরকম। না হলে ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদবদের সামনে আসবে সুযোগ। বোলিংয়ের থেকেও বেশি সমস্যা হতে চলেছে ভারতীয় ব্যাটিং নিয়ে। রোহিত-বিরাটের অনুপস্থিতি কীভাবে, কারা ঢাকবেন, সেটাই এখন দেখার। কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়ারদের মানসিক দূরত্ব, বনিবনা না হওয়ার বিষয় ভারতীয় ক্রিকেটে কারও অজানা নয়। মহেন্দ্র সিং ধোনি ভারত অধিনায়ক থাকার সময় অনেকটা এভাবেই বর্তমান কোচের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ হয়েছিল।

গম্ভীর এখন সেটাই করছেন রোহিত-বিরাটদের সঙ্গে। সম্ভাব্য নয়া অধিনায়ক শুভমান গিল ও তাঁর সম্ভাব্য ডেপুটি ঋষভ পন্থরা কীভাবে বিলেতে সফরে দল পরিচালনা করেন, তার উপর টিম ইন্ডিয়ার ভাগ্য নির্ভর করবে। রোহিত-বিরাটদের 'ছায়াও' তাঁদের তাড়া করবে নিয়মিত।

> বিরাটকে দরকার টেস্টের। ওকে বোঝানোর প্রক্রিয়া চলছে। আশা করি, এখনই টেস্টকে বিদায় বলবে না। শুধু খেলবে না, দাপটও দেখাবে। আমি নিশ্চিত, কেরিয়ারের বাকি পর্বে ওর গড় ৬০-এর বেশি হবে।
>
> - ব্রায়ান লারা

ভারতীয় 'এ' দল ঘোষণা কাল

সিনিয়ারদের পাঁচ টেস্টের সিরিজ শুরুর আগে ভারতীয় 'এ' দল ইংল্যান্ড সফরে যাবে। আসন্ন সেই সফরের দল ঘোষণা হওয়ার কথা মঙ্গলবার। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্র মারফত আজ রাতের দিকে এই খবর জানা গিয়েছে। করুণ নায়ার, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ, তনুশ কোটিয়ান, বাবা ইন্দ্রজিৎ, ধ্রুব জুরেল, নীতীশ কুমার রেড্ডিদের ভারতীয় 'এ' দলে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ বিলেত সফরের ভারতীয় 'এ' দলের অধিনায়ক হতে পারেন। রাতের দিকে নয়াদিল্লিতে থাকা অভিমন্যুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এমন সম্ভাবনা তিনি উড়িয়ে দেননি। কিন্তু সরকারি ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করতে রাজি নন তিনি। উল্লেখ্য, ভারতীয় 'এ' দলের কয়েকজন ক্রিকেটারকে সিনিয়ার দলের পাঁচ টেস্টের স্কোয়াডেও দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যার মধ্যে সবার আগে রয়েছেন করুণ।

বিরাটকে কটাক্ষ কাউন্টি ক্রিকেটের

নয়াদিল্লি, ১১ মে : রোহিত শর্মা ইতিমধ্যেই অবসর নিয়েছেন।

বিরাট কোহলিও লাল বলের ফরম্যাটকে বিদায় জানানোর ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে মনের কথা জানিয়েছেন। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বা টিম ম্যানেজমেন্ট, কেউ বিরাটকে ছাড়তে নারাজ। আসন্ন ইংল্যান্ড সফর অন্তত যাতে খেলে দেয় বিরাট, তা বোঝানোর চেষ্টা চলছে।

প্রাক্তনরাও একই আবেদন করছেন। ব্রায়ান লারা যেমন বলেও দিলেন, শুধু ভারতীয় দল নয়, টেস্ট ক্রিকেটেরও প্রয়োজন বিরাটকে। সমাজমাধ্যমে কিংবদন্তি ক্যারিবিয়ান তারকা লিখেছেন, 'বিরাটকে দরকার টেস্টের। ওকে বোঝানোর প্রক্রিয়া চলছে। আশাকরি, এখনই টেস্টকে বিদায় বলবে না। শুধু খেলবে না, দাপটও দেখাবে। আমি নিশ্চিত, কেরিয়ারের বাকি পর্বে ওর গড় ৬০-এর বেশি হবে।'

টেস্ট ক্রিকেটে বিরাট কোহলি ভারতীয়দের মধ্যে চতুর্থ সর্বাধিক রানস্কোরার। ১০ হাজার রানের মাইলস্টোন থেকে মাত্র ৮৭০ রান পিছনে (১২৩টি ম্যাচে ৯২৩০)। তিরিশটি শতরান করেছেন ১৪ বছরের বর্ণময় টেস্ট কেরিয়ারে।

প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার নভজ্যোৎ সিং সিধুও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন করেছেন বিরাটকে। সিধু বলেছেন, 'ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। যে খবর ক্রিকেট বিশ্বে চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। সঠিক পদক্ষেপ। ওর উদ্দেশ্যও যুক্তিযুক্ত। সবসময় বদল দরকার। প্রয়োজন নতুনের। কিন্তু যে সময়টাকে বেছে নিয়েছে বিরাট, তা ঠিক নয়। ইংল্যান্ড সফরে ওর অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ। কঠিন সফর। মর্যাদার লড়াই। রোহিতের অবসরের পর বিরাটকে দরকার। ইংল্যান্ডের মতো কঠিন সফরে অনভিজ্ঞ দল পাঠালে সমস্যা হবে।'

সুনীল গাভাসকারের প্রসঙ্গ টেনে আনেন সিধু। বলেছেন, '১৯৮৭ বিশ্বকাপ। প্রচণ্ড জ্বর গাভাসকারের। অধিনায়ক কপিল দেব জিজ্ঞাসা করে কেমন আছো। সানি বলে ৫০-৫০। কপিল হেসে বলে, অর্ধেক গাভাসকার বাকিদের থেকে ভালো। বিরাটের প্রসঙ্গেও একই কথা বলব। সেরা ছন্দে হয়তো নেই। কিন্তু যেটুকু খেলছে, সেটাই অনেক।'

এদিকে, ইংল্যান্ড সফরের আগে কোহলির অবসরের ইচ্ছে নিয়ে কটাক্ষ ইংল্যান্ড কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ কর্তৃপক্ষের। দাবি, ইংলিশ কন্ডিশনে ইংরেজ পেসারদের সামলাতে ভয় পাচ্ছে বিরাট। তাই আগেভাগে সরে পড়তে চাইছে!

কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ কর্তৃপক্ষের তরফে মিডিয়া হ্যান্ডেলে ১৭ সেকেন্ডের এক ভিডিওতে রীতিমতো কটাক্ষ করেছে বিরাটকে নিয়ে। জেমস অ্যান্ডারসন, স্টুয়ার্ড ব্রডের অবসর নিয়েছেন। নতুন দুই মুখ গাস অ্যাটকিনসন, জোশুয়া টাঙ্গের গতি-বাউন্সে ইতিমধ্যেই ছাপ রেখেছে।

উলটোদিকে অস্ট্রেলিয়া সফরে পেস-বাউন্সের বিরুদ্ধে বিরাটের ব্যর্থতা, অফস্টাম্পের বাইরের বলে বারবার আউট হওয়া প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেয়। সেই ক্ষত উসকে দিয়ে কটাক্ষ বিরাটকে। ঘুরিয়ে বলা হয়েছে, ভয় পাচ্ছে বিরাট। আর তা বেশ পরিষ্কার। ইঙ্গিতপূর্ণ ছোট্ট টুইটে লেখা হয়েছে- 'আমরা তোমাকে দোষ দিচ্ছি না বিরাট!'

কলকাতার বদলে আইপিএল ফাইনাল আহমেদাবাদে?

ফেরার সম্ভাবনা ১৬ মে, ফাইনাল ১ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মে : পাশা পলট নে মে দের নেহি লাগতি!

শাহরুখ খানের বিখ্যাত চলচ্চিত্র সংলাপ। সেই সংলাপ মেনেই অষ্টাদশ আইপিএলের ভাগ্য বদল হতে চলেছে। সব ঠিকমতো চললে আগামীকালই ঘোষণা হয়ে যেতে পারে সাতদিনের জন্য স্থগিত হয়ে যাওয়া আইপিএলের নয়া সূচি। আর সেই সূচিতে কলকাতা তথা বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য থাকছে দুঃসংবাদ। বড় অঘটন না হলে ইডেন গার্ডেন্সে আইপিএল ফাইনাল হচ্ছে না। বদলে আইপিএল ফাইনাল হতে পারে আহমেদাবাদে।

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। গতকাল বিকেলে সেই ঘোষণার পরও রাতের দিকে পাকিস্তানের তরফে ফের গোলাবর্ষণ হয়েছে দেশের নানা শহরে। কিন্তু তার মধ্যেই স্থগিত হয়ে যাওয়া আইপিএল নিয়ে নয়া স্বপ্ন দেখাও শুরু হয়েছে। সোমবার দুই দেশের সেনার ডিজিএমও পর্যায়ের বৈঠক রয়েছে দুপুর ১২টায়। সেই বৈঠকের ফল কী হচ্ছে, সেটা বুঝে নেওয়ার পরই সোমবার বিকেলের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল ও দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের শীর্ষকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে। আর সেই বৈঠকের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে থমকে যাওয়া অষ্টাদশ আইপিএলের ভাগ্য। আজ বিকেলে নয়াদিল্লি থেকে মোবাইলে বিসিসিআই সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। আর একটু অপেক্ষা করুন। সম্ভবত আগামীকালই আমরা আইপিএল শুরু করা নিয়ে নতুন কোনও তথ্য জানাতে পারব। পরিস্থিতির দিকে আমাদের নজর রয়েছে।'

বোর্ডের অন্দমরহলের খবর, স্থগিত আইপিএল শুরুর প্রাথমিক দিনক্ষণও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। সব ঠিকমতো চললে ১৬ মে (১৭ মে-র কথাও শোনা যাচ্ছে) ফের শুরু হবে প্রতিযোগিতা। ফাইনাল হবে ১ জুন। নিয়মিতভাবে দিনে দুটি করে ম্যাচ আয়োজন করে আইপিএল শেষ করার নীল নকশা কষে ফেলেছে বিসিসিআই। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ফাইনালের সম্ভাবনা বেশ কম। কেন? বোর্ডের তরফে এই ব্যাপারে এখনও মন্তব্য করা হয়নি। ধীরে চলো নীতি নেওয়া হয়েছে। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য ইডেন গার্ডেন্সে ফাইনাল আয়োজনের ব্যাপারে আশাবাদী। সিএবি সভাপতির কথায়, 'ফাইনাল কলকাতায় করার জন্য আমরা তৈরি। বোর্ডের তরফে এখনও নির্দিষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি আমাদের। কিন্তু আমরা তৈরি রয়েছি। কেন কলকাতার বদলে অন্য শহরে ফাইনাল হবে, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।' রাতের দিকের খবর, স্থগিত আইপিএল শুরু হলে চেন্নাই, বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদে বেশিরভাগ ম্যাচ করতে চায় বোর্ড।

আইপিএলের দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে বোর্ডের। বেশিরভাগ দলের ক্রিকেটাররাই দেশে ফিরে গিয়েছেন। তাঁদের কতজনকে ফের ভারতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব, স্পষ্ট হয়নি। তার মধ্যেই জানা গিয়েছে, পাঞ্জাব কিংসের কোচ রিকি পন্টিং গতরাতে দিল্লি থেকে মেলবোর্নের বিমানে উঠে পড়ার পরও সংঘর্ষ বিরতির খবর পেয়ে আইপিএল শুরুর সম্ভাবনায় বিমান থেকে নেমে পড়েছেন। আপাতত পন্টিং নয়াদিল্লিতে। ১১ জুন থেকে লর্ডসে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার সেই ফাইনালের কারণে মিচেল স্টার্কদের পাওয়ার সম্ভাবনা কম। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর স্কোয়াডে থাকা জোশ হ্যাজেলউডের আবার চোট রয়েছে। কেকেআরের বিদেশি ক্রিকেটাররাও দেশে ফিরে গিয়েছেন। আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণদের কতজনকে দ্রুত ফিরিয়ে আনা সম্ভব, স্পষ্ট নয়। ঠিক সেই কারণেই দ্রুত নয়া সূচি ঘোষণার ব্যাপারে বোর্ডের উপর চাপ দিচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা। আগামীকাল কী হয়, সেটাই এখন দেখার।

প্রথম দল হিসেবে গুজরাট টাইটান্স রবিবারই অনুশীলনে নেমে পড়েছে। রবিবার তারা নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুশীলন করে।

INDIAN PREMIER LEAGUE

- স্থগিত আইপিএল শুরু হলে চেন্নাই, বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদে বেশিরভাগ ম্যাচ করতে চায় বিসিসিআই।
- দেশে ফিরে যাওয়া বিদেশি ক্রিকেটাররা কতজন ফিরবেন এখনও স্পষ্ট নয়।
- পাঞ্জাব কিংসের কোচ রিকি পন্টিং শনিবার রাতে দিল্লি থেকে মেলবোর্নের বিমানে উঠে পড়ার পরও সংঘর্ষবিরতির খবর পেয়ে আইপিএল শুরুর সম্ভাবনায় বিমান থেকে নেমে পড়েছেন।
- জোশ হ্যাজেলউডের চোট রয়েছে।
- প্রথম দল হিসেবে গুজরাট টাইটান্স রবিবারই অনুশীলনে নেমে পড়েছে। রবিবার তারা নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুশীলন করে।

আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবসে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিরাট কোহলির পোস্ট করা ছবি।

তোমার জন্যই সব, মাতৃ দিবসে শচীন

নয়াদিল্লি, ১১ মে : আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবস। মাকে নিয়ে বিশেষ যে দিনে আবেগে ভাসলেন ভারতীয় ক্রিকেটের তারকা, মহাতারকারা। শচীন তেন্ডুলকার থেকে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, যুবরাজ সিং- সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে মায়ের প্রতি আবেগে, ভালোবাসার কথা ভাগ করে নিলেন সবার সঙ্গে।

মায়ের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেছেন শচীন। সঙ্গে লিখেছেন, যতটুকু অর্জন করেছেন তা মায়ের জন্য। তাঁর সবকিছু শুরুর নেপথ্যে মায়ের

আবেগতাড়িত বিরাট-রোহিতও

প্রার্থনা, শক্তি। শচীনের কাছে মা হল নোঙর। ঠিক যেমন প্রতিটা মা তাদের সন্তানের জন্য হয়ে থাকে। মাতৃ দিবসে অসাধারণ এই মায়েদের শুভেচ্ছা।

বিরাট কোহলি মাতৃ দিবসে বিশ্বের প্রত্যেক মাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নিজের মা, স্ত্রী অনুষ্কার মা এবং তাঁর সন্তানের জননী অনুষ্কা, সবার কথা উল্লেখ করে বিরাট লিখেছেন, 'আমি একজনের গর্ভে জন্ম নিয়েছি। একজন আমাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং একজনকে আমাদের সন্তানদের লালনপালনে স্নেহশীল এবং সুরক্ষাকারী মা হিসেবে বেড়ে উঠতে দেখছি। অনেক ভালোবাসা সমস্ত মায়েদের।'

মাতৃ দিবসে মা ও পরিবারের সঙ্গে ছবি পোস্ট করলেন শচীন তেন্ডুলকার।

যুবরাজ সিং বরাবরই 'মামাস বয়'। মা এবং গোটা পরিবারের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে যুবি লিখেছেন, 'মা কিছু চায় না। কিন্তু চাওয়ার আগে মায়েরা সবকিছু দিয়ে দেয় তাদের সন্তানদের। ভালোবাসা, শক্তি, ধৈর্য, আত্মত্যাগ- যা পরিবারকে একাত্ম করে রাখে। আমি ভাগ্যবান, প্রতি মুহূর্তে যে ভালোবাসা পেয়ে বড় হয়েছি। এখনও পাচ্ছি। হ্যাপি মাদার ডে। সবকিছুর জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

মাতৃ দিবস সেলিব্রেশন করতে ভোলেননি রোহিত শর্মাও। তাঁর অবসর ঘিরে জল্পনা জারি। কাটাছেঁড়া চলছে। তার মধ্যেই এদিন সমস্ত মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন হিটম্যান। সমাজমাধ্যমে রোহিত নিজের মা এবং স্ত্রী রীতিকা সজদেহকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'হ্যাপি মাদার্স ডে। আমাদের জন্য যে এই পৃথিবীকে খুশিতে ভরিয়ে দিয়েছ তোমরা।'

পাকিস্তানে আর যাবেন না মিচেল

কান্নায় ভেঙে পড়েন কুরান

নয়াদিল্লি, ১১ মে : পাকিস্তান সুপার লিগ খেলতে গিয়ে হাড়হিম করা অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলেন বিদেশি ক্রিকেটাররা। ব্যাট-বলের বাইশ গজি লড়াইয়ের মাঝে মিসাইল-ড্রোন-ফাইটার জেটের বোমাবর্ষণ। কীভাবে দেশে ফিরবেন, আদৌ ফিরতে পারবেন কিনা, তা দুশ্চিন্তায় কাটাতে হয়েছে ড্যারিল মিচেল, স্যাম বিলিংস, কুশল পেরেরা, টম কুরানদের।

মিচেল তো বলেই দিয়েছেন, প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারছেন এই ভাগ্য। আর কখনও পাকিস্তানে খেলতে যাবেন না। ইংল্যান্ডের কুরান কেঁদেই ফেলেন। বাকিদের প্রায় একই হাল। ভারতের আক্রমণে দিশেহারা পাকিস্তানে কার্যত বন্দিদশা কাটানোর দুঃসহ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটার রিশাদ হোসেন।

টম কুরান

ড্যারিল মিচেল

রিশাদ বলেছেন, 'বিলিংস, মিচেল, কুরান, ডেভিড উইসা, কুশল পেরেরারা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। দুবাইয়ে পৌঁছোনোর পর মিচেল আমাকে বলে, আর কখনও পাকিস্তানে খেলতে যাবে না। আতঙ্কে কেঁদে ফেলে কুরান। বিমানবন্দরে পৌঁছে গিয়ে দেখি তা বন্ধ। তারপর ভেঙে পড়ে। বাচ্চাদের মতো কাঁদতে থাকে। সবাই মিলে সান্ত্বনা দিই আমরা।'

দুবাইয়ে পৌঁছে রিশাদরা খবর পান, তাঁদের বিমান ছাড়ার পরই করাচি বিমানবন্দরে মিসাইল আছড়ে পড়ে। রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের একাংশও ভেঙে পড়ে। বরাতজোরে যে ভালোভাবে ফিরতে পেরেছেন, তার জন্য রিশাদ ঈশ্বরকেই ধন্যবাদ জানান।

এদিকে, পিএসএলের বাকি ম্যাচগুলি আয়োজনে প্রাথমিকভাবে সম্মতি জানালেও শেষপর্যন্ত বেঁকে বসে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। যার নেপথ্যে ভারতীয় ক্রিকেট সংস্থা বলে মনে করা হচ্ছে। আমিরশাহির এক উচ্চপদস্থ ক্রিকেট কর্তা জানিয়েছেন, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিয়েই পিএসএল আয়োজন থেকে পিছিয়ে আসেন তাঁরা।

আবেগ নিয়ে বিদায় মুলারের

মিউনিখ, ১১ মে : চেনা মাঠ, চেনা পরিবেশে এটাই শেষবার। আর সেই শেষটা হল জয় দিয়েই। বুন্দেশলিগা জয় নিশ্চিত করে ফেলেছে বায়ার্ন মিউনিখ। শনিবার নিয়মরক্ষার ম্যাচে মনচেনগ্ল্যাডবাখকে ২-০ গোলে হারাল জার্মান জায়েন্টরা। লিগে আরও একটি ম্যাচ বাকি বায়ার্নের। তবে ঘরের মাঠেই এই মরশুমে এটাই শেষ। আলিয়াঞ্জ এরিনায় বায়ার্ন জার্সিতে টমাস মুলারেরও এটাই ছিল শেষ ম্যাচ। ৩১ মিনিটে মিউনিখের ক্লাবটিকে এগিয়ে দেন হ্যারি কেন। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন মিকায়েল ওলিসে।

বুন্দেশলিগার ট্রফি হাতে টমাস মুলার।

ততক্ষণে অবশ্য মুলার মাঠ ছেড়েছেন। ৮৪ মিনিটে তাঁকে তুলে নেন বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি। এদিনই বুন্দেশলিগার খেতাব বায়ার্নের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যা বাড়তি মাত্রা যোগ করল ঘরের মাঠে মুলারের বিদায়ি ম্যাচে। আলিয়াঞ্জ এরিনায় উপচে পড়া গ্যালারির আবেগ ছড়িয়ে পড়ল মাঠজুড়ে। ম্যাচ শুরুর আগে বিশেষ অনুষ্ঠানে ক্লাবের তরফে বিশেষ সংবর্ধনা। গ্যালারির এক অংশে বিশাল টিফোয় মুলারের ছবি। লেখা, '২৫ বছর ধরে আমাদের সবকিছু।' ২০০০ সালে বায়ার্নের যুব দলে যোগ দেওয়া। আটবছর পর সিনিয়ার দলে অভিষেক ক্লিন্সম্যানের হাত ধরে। সাতশোরও বেশি ম্যাচ, দুইশোর বেশি গোল, ১৩টি বুন্দেশলিগা জয় এই বায়ার্নের জার্সিতেই। মিউনিখে তাঁর বিদায় উৎসবে কেবলই আবেগ ঘুরে বেড়াল। কেনের মাথায় শ্যাম্পেন ঢালছেন মুলার নিজে। পাশে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস, তাঁকে জড়িয়ে আলিঙ্গন। গ্যালারির গর্জনে শেষ অধ্যায় লিখলেন জার্মান তারকা।

কুকুরের লেজ, পাকিস্তানকে তোপ বীরুর

নয়াদিল্লি, ১১ মে : কথায় আছে কুকুরের লেজ সোজা হয় না।

জঙ্গি তৈরির কারখানা পাকিস্তানও ঠিক তাই। কোনওকিছুতে নিজেদের বদলাবে না। চড় খেয়েও না। সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তা লঙ্ঘন করে শনিবার রাতে ফের ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চল লক্ষ্য করে গোলাগুলি চালিয়েছে। প্রতিবেশী দেশের আচরণ নিয়ে বীরেন্দ্র শেহবাগ পাকিস্তানের সঙ্গে কুকুরের লেজের তুলনা টেনেছেন।

সমাজমাধ্যমে শেহবাগ লিখেছেন, 'কুকুরের লেজ বাঁকা, বাঁকাই থাকে চিরকাল। মুখে এক, পিছনে আরেক। বারবার ভারতের কাছে উচিত শিক্ষা পেয়েও নিজেদের শোধরায়নি। শোধরাবেও না।' ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে বারবার। পাকিস্তানের মাটিতে (মুলতান, ২০০৪) ত্রিশতরান হাঁকানো বীরু সেই ইতিহাসের কথাই মনে করিয়ে দেন নিজস্ব ঢঙে।

> কুকুরের লেজ বাঁকা, বাঁকাই থাকে চিরকাল। মুখে এক, পিছনে আরেক। বারবার ভারতের কাছে উচিত শিক্ষা পেয়েও নিজেদের শোধরায়নি। শোধরাবেও না।
>
> বীরেন্দ্র শেহবাগ

জঘন্য দেশ বলছেন ধাওয়ান

অপারেশন সিঁদুর নিয়েও পাকিস্তানকে আক্রমণ করেছিলেন শেহবাগ। জানান, ভারত কখনও কাউকে প্রথমে আঘাত করে না। কিন্তু আঘাত পেলে তার পালটা দিতে ছাড়বে না। এবার তা হাড়েহাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে।

শিখর ধাওয়ানের কথায়, পাকিস্তান হল নোংরা, জঘন্য মানসিকতার দেশ। সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনার লিখেছেন, 'এই ঘটনায় জঘন্য দেশটি (পাকিস্তান) আবারও গোটা বিশ্বের সামনে নিজেদের নোংরামো দেখিয়ে দিল।' অপারেশন সিঁদুর নিয়েও কয়েকদিন আগে পোস্ট করে দেশাত্মবোধের কথা তুলে ধরেছিলেন ধাওয়ান। জানিয়েছিলেন, গোটা দেশ সেনাবাহিনীর পাশে রয়েছে।

শনিবার বিকেলে সংঘর্ষ বিরতির কথা ঘোষণা করা হয়। যদিও ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যে গোলাগুলি বর্ষণ সীমান্তের ওপার থেকে। যা নিয়ে প্রাক্তন ভারতীয় পেসার ভেঙ্কটেশ প্রসাদ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, পাকিস্তানের তিনটি অক্ষ কাজ করে। সেনাবাহিনী, আইএসআই আর প্রধানমন্ত্রী, যাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া নেই। একজন রাজি হয় তো অপরজন ঠিক তার উলটো অবস্থান নেয়। অপারেশন সিঁদুরে শিক্ষা হয়নি পাকিস্তানের। আগামী দিনে আরও বড় শিক্ষা দিতে হবে।

বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ দীপিকার

সাংহাই, ১১ মে : দ্বিতীয় পর্যায়ের তিরন্দাজি বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জিতলেন দীপিকা কুমারী। এই নিয়ে সাংহাইতে তিরন্দাজি বিশ্বকাপে ষষ্ঠ পদক এল দেশে। কম্পাউন্ড বিভাগে শনিবারই জোড়া সোনা সহ পাঁচটি পদক এসেছিল ভারতের ঝুলিতে। তবে রিকার্ভে ব্যক্তিগত বিভাগের সেমিফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর তিরন্দাজ লিম সিহিয়নের কাছে হেরে সোনা জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয় দীপিকার। কোরিয়ান তিরন্দাজের কাছে ৭-১ পয়েন্টে পর্যুদস্ত হন তিনি। তৃতীয় স্থাননির্ণায়ক ম্যাচে কোরিয়ারই কাং চে ইয়ংকে ৭-৩ পয়েন্টে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতলেন তিনি।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **দীপন বাড়ৈ** : তোমার ৭ম জন্মদিনে আমাদের আশীর্বাদে সুন্দর হোক তোমার জীবন, পূর্ণ হোক আশা। ধরায় বড় কাজ করে স্মরণীয় হও। -**ঠাকুরদা, ঠাম্মা, বাবা, মা, জ্যেঠু, বড়মা, দেবর্পিতা**। সারদাপল্লি, শিলিগুড়ি।

স্মৃতির শতরানে চ্যাম্পিয়ন ভারত

ভারত-৩৪২/৭
শ্রীলঙ্কা-২৪৫ (৪৮.২ ওভারে)

কলম্বো, ১১ মে : ২০২৪ সাল শেষ করেছিলেন মহিলাদের ক্রিকেটে এক বছরে সর্বাধিক ১৬৫৯ রান নিয়ে। যার মধ্যে ওডিআই ক্রিকেটে ছিল রেকর্ড সংখ্যক চারটি শতরান। ৫০ ওভারের ফরম্যাটে স্বপ্নের ফর্ম চলতি বছরও ধরে রেখেছেন ভারতের তারকা ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা।

রবিবার ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আরও একটি শতরান এল স্মৃতির ব্যাট থেকে। ১১ নম্বর শতরানে ওডিআই ক্রিকেটে তিন অঙ্কের রানে বিশ্বে তিন নম্বরে উঠে এলেন স্মৃতি। সামনে শুধু অস্ট্রেলিয়ার মেগ ল্যানিং (১৫) ও নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটস (১৩)। ২৮ বছরের স্মৃতির দাপটে শ্রীলঙ্কাকে ৯৭ রানে হারিয়ে সিরিজ জিতল হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড।

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের নতুন তারকা প্রতীকা রাওয়াল (৩০) নিজে বড় রান না পেলেনও সহ অধিনায়ক স্মৃতির সঙ্গে ৭০ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপে দলকে ভালো শুরু উপহার দেন। তবে জুটির নেতৃত্বে ছিলেন স্মৃতি। গায়ের জোরের বদলে বরবারই মাঠের ফাঁকফোকর খুঁজে টাইমিং নির্ভর ক্রিকেট খেলেন। এদিনও ১০১ বলে ১১৬ রানের মাস্টারক্লাস ইনিংসে সেটা করে দেখালেন ম্যাচের সেরা স্মৃতি। ১৫টি চার ও জোড়া ছক্কার সঙ্গে ১১৪.৮৫ স্ট্রাইকরেটে স্কোরবোর্ড সচল রাখার কাজও করে গেলেন তিনি। স্মৃতি ফেরার পর হার্লিন দেওল (৪৭), জেমিমা রডরিগেজ (৪৪), অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরদের (৪১) কার্যকরী ব্যাটিংয়ে ভারত ৩৪২/৭ স্কোরে পৌঁছে যায়। তবে ব্যর্থ হয়েছেন শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ (৮)।

রানতাড়ায় নেমে আমনজোৎ কাউর (৫৪/৩) ও প্রতিযোগিতার সেরা স্নেহ রানার (৩৮/৪) পেস-স্পিনের ককটেলে শ্রীলঙ্কার ব্যাটাররা কখনোই স্বস্তিতে ছিলেন না। সঙ্গে ভারতীয় ফিল্ডারদের জোড়া রানআউট শ্রীলঙ্কার কাজ কঠিন করে দেয়। চলতি সিরিজের দুরন্ত ফর্ম এদিন ফাইনালেও বজায় রাখলেন ডানহাতি অফস্পিনার স্নেহ। ওডিআই অভিষেকে ভালো বোলিং করলেন ডানহাতি পেসার ক্রান্তি গৌড়ও (২২/০)। শ্রীলঙ্কা ৪৮.২ ওভারে ২৪৫ রানে অল আউট হয়।

ওডিআইয়ে ১১ নম্বর শতরানের পর স্মৃতি মান্ধানা।

মহিলাদের ওডিআইয়ে সর্বাধিক শতরান

ক্রিকেটার	শতরান
মেগ ল্যানিং	১৫
সুজি বেটস	১৩
স্মৃতি মান্ধানা	১১

এল ক্লাসিকো জিতল বার্সা

খেতাবের আরও কাছে ফ্লিকের দল

বার্সেলোনা, ১১ মে : চলতি মরশুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে রিয়াল মাদ্রিদকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল বার্সেলোনা। রবিবার ন্যু ক্যাম্পে দুইবার পিছিয়ে পড়েও ৪-৩ গোলে রিয়ালকে হারিয়ে দ্বিমুকুটের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখল বার্সেলোনা। ৩৫ ম্যাচে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগায় খেতাবের আরও কাছে পৌঁছে গেল হ্যান্সি ফ্লিকের দল। সমসংখ্যক ম্যাচে ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল। তারা সর্বাধিক ৮৪ পয়েন্টে পৌঁছাতে পারবে। ফলে বৃহস্পতিবার রাতে এস্প্যানিওলকে হারাতে পারলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে বার্সা। তবে বুধবার মায়োরকার কাছে রিয়াল আটকে গেলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিদের সঙ্গে হেড টু হেডে এগিয়ে থাকার সুবাদে মাঠে নামার আগেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে বার্সা। এদিন ৫ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপে পেনাল্টি থেকে রিয়ালকে এগিয়ে দেন। ১৪ মিনিটে তিনি লিড ডাবল করেন। তবে পরবর্তী ১৫ মিনিটে এরিক গার্সিয়া, লামিনে ইয়ামাল ও রাফিনহা স্কোরশিটে নাম তুলে বার্সাকে ৩-২ এগিয়ে দেন। প্রথমার্ধের শেষলগ্নে রাফিনহা দ্বিতীয় গোল করেন। ৭০ মিনিটে এমবাপে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করলেও রিয়ালকে জেতাতে পারেননি।

লা লিগায় শনিবার রাতে বড় জয় পেয়েছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। রিয়াল সোসিয়েদাদকে ৪-০ গোলে তারা বিধ্বস্ত করে। যেখানে চারটি গোলই করেছেন নরওয়ের আলেকজান্ডার সোরলথ। প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে চার গোলের পথে লা লিগায় দ্রুততম হ্যাটট্রিকের নজির গড়েছেন সোরলথ। খেলা শুরুর ১১ মিনিটের মধ্যেই তিনি হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করে ভেঙে দেন ১৯২৯ সালে কার্লস বেস্টিট ও ১৯৪১ সালে মুন্ডোর ১৫ মিনিটে তিন গোল করার নজির। সোরলথের চতুর্থ গোলটি এসেছে ৩০ মিনিটে। ৩৫ ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে অ্যাটলেটিকো তিন নম্বরে থেকে গেল।

জোড়া গোল করে বার্সেলোনার নায়ক রাফিনহা।

মুখ লুকালেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিম। রবিবার।

ফের হার লাল ম্যাঞ্চেস্টার, টটেনহামের

লন্ডন, ১১ মে : এ যেন অবিশ্বাস্য। ইউরোপা লিগে কয়েকদিন পর ফাইনাল খেলতে নামবে দুই দল। অথচ প্রিমিয়ার লিগে সেই দুই দল যেন জিততেই ভুলে গিয়েছে।

ফের হার ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। রবিবার ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেডের কাছে ২-০ গোলে হেরে গেল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ম্যাচের দুই অর্ধে দুইটি গোল হজম করে রুবেন অ্যামোরিমের দল। গোল করেন টমাস সৌসেক ও জ্যারড বোয়েন। প্রিমিয়ার লিগে এই নিয়ে টানা সাত ম্যাচ জয় অধরা ইউনাইটেডের।

ইউরোপার অন্য ফাইনালিস্ট টটেনহাম এদিন ০-২ গোলে হেরে গিয়েছে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে। ৪৫ ও ৪৮ মিনিটে এবেরেচি এজে গোল দুইটি করেন। ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র করল নটিংহাম ফরেস্ট ও লেস্টার সিটি। চেলসি ২-০ গোলে হেরে গিয়েছে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের কাছে। সান্দ্রো তোনালি ও ব্রুনো গুইমারেজ গোল করেন।

বিদেশি নির্বাচনে ধীরে চলো নীতি ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মে : বিদেশি নির্বাচনে এবার আর তাড়াহুড়ো করতে চায় না ইস্টবেঙ্গল। বরং সময় নিয়ে সঠিক এবং ভালোমানের বিদেশিই এখন তাঁদের লক্ষ্য।

এমনিতেই মাদিহ তালাল, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে লাল-হলুদের। হিজাজি মাহেরের সঙ্গে চুক্তি থাকলেও তাঁকে ছাড়পত্র নিতে রাজি করানো হয়েছে। কারণ আগামী বছরের জানুয়ারির আগে রিকভারিও শুরু করতে পারবেন না তিনি। ফলে এই গোটা মরশুমেই তাঁকে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া কার্লোস কোয়াদ্রাতের নেওয়া এই ডিফেন্ডারকে দারুণ কিছু পছন্দও নয় অস্কার ব্রুজোঁর। সবমিলিয়ে ইস্টবেঙ্গল থেকে বিদায় নিতেই হচ্ছে হিজাজিকে। আর এক ডিফেন্ডার হেক্টর ইউস্তে সুপার কাপে প্রথম ম্যাচে হারের পরেই ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন। রাখা হচ্ছে না রাফায়েল মেসি বাউলি, রিচার্ড সেলিস, সাউল ক্রেসপোকেও। মূলত গত মরশুমে অত্যন্ত হতশ্রী পারফরমেন্স অ্যাটাকারদেই। যার উপর সবথেকে বেশি ভরসা ছিল, সেই দিয়ামান্তাকোসের পা থেকে গোল আসেনি প্রয়োজনের সময়ে। সারা মরশুমে একটাও গোল পাননি লাল-হলুদের গত দুই মরশুমের প্রধান ভরসা ক্লেইটন সিলভাও। সুপার কাপের ঠিক আগেই অস্কারের সঙ্গে প্রবল বাদবিবাদে তাঁকে বিদায়ও নিতে হয়। বাউলি-সেলিসরাও বাড়তি ঝাঁঝ আনতে পারেননি আক্রমণে। তাই এবার খুব দেখেশুনে অ্যাটাকার নিতে চাইছেন অস্কার। এখনও পর্যন্ত তাঁর চেনা ব্রাজিলীয় মিগুয়েল ফিগুয়েরা ছাড়া আর কোনও বিদেশির সঙ্গে আলোচনা এগোনোর কথা শোনা যায়নি। শুধু তাই নয়, উলটে দিয়ামান্তাকোসকে সুইডেনের মালমো এফএফ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে খবর। যদি এই গ্রিক অ্যাটাকার এই প্রস্তাবে সাড়া দেন, তাহলে মাঝমাঠে মাদিহ এবং মিগুয়েল ছাড়া বাকি চার বিদেশিই নিতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। এমনকি তালালও আগামী জানুয়ারির আগে ফিট হতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু তাঁকে এখনও ছাড়পত্র নিতে রাজি করাতে পারেনি লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট।

এক সার্বিয়ান ডিফেন্ডার ইভান মিলাদিনোভিচের ব্যাপারে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট আগ্রহ দেখিয়েছে বলে খবর। যদিও কথাবার্তা খুবই প্রাথমিক স্তরে এখনও। কাজাকিস্তানের প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্লাব এফসি তোবোলে খেলেন ৩০ বছরের ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার এই সার্ব। তাঁর সঙ্গে শেষপর্যন্ত চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়টি কবে এগোয় সেদিকেই তাকিয়ে সমর্থকরা। সবমিলিয়ে মে মাসের শেষ বা জুনের শুরুর আগে ইস্টবেঙ্গলের বিদেশি সংক্রান্ত বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

শিলিগুড়িতে অ্যাকাডেমির ভাবনা পেজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মে : শিলিগুড়িতে অ্যাকাডেমি গড়ার ইচ্ছাপ্রকাশ ভারতীয় টেনিসের কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজের।

সদ্য ভুবনেশ্বরে লিয়েন্ডারের অলিম্পিক অ্যাকাডেমি পথচলা শুরু করেছে। যেখানে টেনিস, ফুটবল সহ মোট যোলোটি খেলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে এই মুহূর্তে। ভবিষ্যতে গোটা দেশে নিজের অ্যাকাডেমিকে ছড়িয়ে দিতে চান তিনি। ভুবনেশ্বরের পর এই বাংলাতেই নিজের অ্যাকাডেমি তৈরির ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন লিয়েন্ডার। রবিবার কলকাতার এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'বাংলাতে অলিম্পিক অ্যাকাডেমি তৈরির ইচ্ছা আছে। সেক্ষেত্রে কলকাতা ছাড়াও শিলিগুড়িতেও উপযুক্ত সুযোগসুবিধা রয়েছে। এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে হাত মিলিয়ে কিছু করতে পারাটা আমার কাছেও বাড়তি পাওনা।' তাঁর সংযোজন, 'আমার এই অ্যাকাডেমির মাধ্যমে দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করাই লক্ষ্য।'

এদিন বিখ্যাত গহনা প্রস্তুতকারক সংস্থা পিসি চন্দ্র গ্রুপের তরফে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় লিয়েন্ডারকে। অনুষ্ঠানে উইম্বলডনের একটি স্মারক 'টাওয়েল' উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দেন পেজ। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, 'এই বাংলা থেকে পাওয়া যে কোনও সম্মানই আমার কাছে গর্বের।' দেশের যুদ্ধপরিস্থিতি নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'আমাদের দেশের সামরিক বাহিনী যেভাবে লড়ছে ওদের কুর্নিশ। ওদের জন্যই আমরা রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারছি। ওরা দেশকে নিরাপদে রেখেছে। জীবন দিয়ে ওদের লড়াইকে, ওদের পরিবারের আত্মত্যাগকে আমার প্রণাম।' দেশই লিয়েন্ডারের কাছে সবসময় অগ্রাধিকার পেয়েছে। স্মৃতির সরণিতে ফিরে তিনি বলেছেন, 'ছোটবেলায় আমি ফুটবলের প্রশিক্ষণ নিতে ইংল্যান্ড যাই। আমাকে বলা হয়েছিল ওখানে খেলতে হলে ইংল্যান্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে হবে। তবে আমার কাছে দেশই সবার আগে। এই তেরঙাই সেদিন আমাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছিল।'

আম্পায়ারদের অ্যাকাডেমি চান ফ্রান্সিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ মে : ফ্রান্সিস গোমস শিলিগুড়ি এসেছেন আম্পায়ার'স ক্লিনিকে যোগ দিতে। কিন্তু তিনদিনের সংক্ষিপ্ত শিবিরে কি আম্পায়ারদের মান উন্নয়ন সম্ভব? উত্তরে ফ্রান্সিস বেশকিছু পরামর্শ দিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে যাঁর ৬ বছর আম্পায়ার'স কোচ ও ৫ বছর এডুকেটর হিসেবে কাজ করা ছাড়াও আরও একটি পরিচয় রয়েছে। এবারের আইপিএলে একমাত্র বাঙালি আম্পায়ার অভিজিৎ ভট্টাচার্যর কোচ তিনি। নিজেই সেই কথা তুলে ধরে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে ফ্রান্সিস বলেছেন, 'দীর্ঘদিন বাংলা থেকে কেউ আন্তর্জাতিক স্তরে আম্পায়ারিং করেনি। অভিজিৎ-ও আইপিএলে রাজ্যের একমাত্র প্রতিনিধি। অবস্থার পরিবর্তনে আম্পায়ারদের জন্য অ্যাকাডেমি প্রয়োজন। যেখানে ম্যাচ পরিস্থিতিতে আম্পায়ারদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের ভিডিও বিশ্লেষণ সম্ভব। এই ধরনের সংক্ষিপ্ত শিবিরে যা করা যায় না। তাছাড়া ৩-৪ দিনের শিবির করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলে প্রতিফলন কী পড়ল তা অজানা থেকে যায়। এজন্যই শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার থেকে রানা দে সরকার আমাকে প্রতি মাসে অনলাইন ক্লাস করানোর প্রস্তাব দিয়েছে।' সেইসঙ্গে তাঁর পরামর্শ, 'ক্রিকেটারদের মতো আম্পায়ারদেরও নেট প্র্যাকটিস প্রয়োজন। যা বলের পিচিং, সুইং-স্পিন বুঝতে সাহায্য করে। ম্যাচ ছাড়াও মাঠে অনুশীলন চলার সময় আম্পায়ারদের হাজির থাকার কথা বলব। নিজেদের পাড়ার ক্লাবেও ওরা সেটা করতে পারে।'

ফ্রান্সিস নিজে কলকাতায় তালতলা হাইস্কুলে একটি আম্পায়ারদের অ্যাকাডেমি চালান। কিন্তু সেটা বাংলা থেকে আন্তর্জাতিক আম্পায়ার তুলে আনার জন্য যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন তিনি। সমস্ত জেলার আম্পায়ারিং সংস্থার উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, 'শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থা ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রয়োজন অনুভব করেছে। বাকিদেরও সেটা অনলাইন-অফলাইন মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।' তবে শিলিগুড়িতে তিনদিনের শিবিরে বেশকিছু প্রতিভাও তাঁর চোখে পড়েছে বলে জানালেন। ফ্রান্সিস বলেছেন, 'কর্মশালায় ক্রিকেটের ৪১টি নিয়মের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়েছি। দেখলাম এখানকার আম্পায়াররা নিয়ম সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল। কয়েকজনকে তো বেশ প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন মনে হয়েছে।'

শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে আম্পায়ারদের ক্লাস করাচ্ছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্যের কোচ ফ্রান্সিস গোমস।

মহকুমা ক্রিকেট শুরু কাল

বালুরঘাট, ১১ মে : আন্তঃ মহকুমা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট লিগ মঙ্গলবার শুরু হবে। প্রতিযোগিতায় বালুরঘাট দল গঠনের জন্য বালুরঘাট স্টেডিয়ামে রবিবার ট্রায়াল হল। ট্রায়ালে ৪৯ জন এসেছিলেন। মঙ্গলবার বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুরের খেলা বালুরঘাট স্টেডিয়ামে রয়েছে। প্রতিযোগিতার বাকি দুই দল রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর মহকুমা।

সেমিতে নিশান, সুস্মিত

বালুরঘাট, ১১ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অশোক চক্রবর্তী ট্রফি ব্যাডমিন্টনে রবিবার ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে সেমিফাইনালে উঠেছে নিশান মালাকার। সে শংকর কর্মকারকে হারিয়েছে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে সেমিফাইনালে উঠেছে সুস্মিত সরকার। সে আকাশ মহন্তর বিরুদ্ধে জয় পায়। সোমবার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হবে।

শেষ ফুটবল দলবদল

আলিপুরদুয়ার, ১১ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের জন্য দুইদিনের দলবদল রবিবার শেষ হল। সংস্থার ফুটবল সাব-কমিটির সচিব শুভেন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন, দুইদিনে সংস্থার অফিস, বীরপাড়া জুবিলি ক্লাব ও ফালাকাটা টাউন ক্লাবে ১৯টি ক্লাব দলবদলে অংশ নিয়েছিল। ৩২৩ জন ফুটবলার দলবদল করেছেন।

রাজুর হ্যাটট্রিক

জলপাইগুড়ি, ১১ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার এফইউসি ৩-১ গোলে আরএসএ-কে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে এফইউসি-র ম্যাচের সেরা রাজু রায় হ্যাটট্রিক করেন। আরএসএ-র গোলটি বিবেক ওরাওঁয়ের।

জিতল রানিগঞ্জ

গাজোল, ১১ মে : দেশবন্ধু ক্লাবের পুলিন হেমপ্রভা ট্রফি কাম নকআউট ফুটবলে রবিবার রানিগঞ্জ জঙ্গলমহল এফসি ২-০ গোলে চাঁদপুর সাগুন মার্শালি ক্লাবকে হারিয়েছে। গোল করেন বাবুলাল মুর্মু ও সাগুন হেমরম। সোমবার খেলবে আমবাগান স্টার ক্লাব ও ভালকা ডাঙ্গা শ্যামসুন্দর ক্লাব।

রেজিস্ট্রেশন শুরু

রায়গঞ্জ, ১১ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আসন্ন জুনিয়ার ফুটবলের জন্য রেজিস্ট্রেশন রবিবার শুরু হল। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে দুইদিনের রেজিস্ট্রেশন পর্বে অনূর্ধ্ব-১৫ ও ১৭ বছরের ছেলেরা অংশ নিয়েছে।

জামালদহ লিগে চ্যাম্পিয়ন সুপার স্টার

জামালদহ, ১১ মে : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সমলা ফার্মেসি ও উৎপলকুমার ঘোষ ট্রফি জামালদহ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল জামালদহ সুপার স্টার। রবিবার ফাইনালে তারা ২ উইকেটে সানরাইজ ইলেভেনকে হারিয়েছে। তুলসী দেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রথমে সানরাইজ ১৬ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৩ রান তোলে। জগন্নাথ ঝা ২৫ ও রাজীব খান ২৫ রান করেন। অভিষেক মিত্র পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে সুপার স্টার ১৫.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৬ রান তুলে নেয়। আশুতোষ রায় ৪০ ও ফাইনালের সেরা রাব্বু মহম্মদ ৪৪ রান করেন। প্রতিযোগিতার সেরা সানরাইজের রাজীব। তিনি ৪১৬ রান করেছেন ও ২৫টি উইকেট নিয়েছেন। ২৮ উইকেট নিয়ে প্রতিযোগিতার সেরা বোলার প্রতাপ।

ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস জামালদহ সুপার স্টারের। ছবি : প্রতাপ ঝা

তৃতীয় দক্ষিণ দিনাজপুর

পতিরাম, ১১ মে : আন্তঃ জেলা সিনিয়ার খো খো-তে পুরুষ বিভাগে তৃতীয় হল দক্ষিণ দিনাজপুর। ৯-১১ মে দুর্গাপুর খো খো ক্লাব গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ির সঙ্গে সমান পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর।

দুর্গাপুরে সিনিয়ার খো খো-তে তৃতীয় হওয়ার পর দক্ষিণ দিনাজপুর দল।